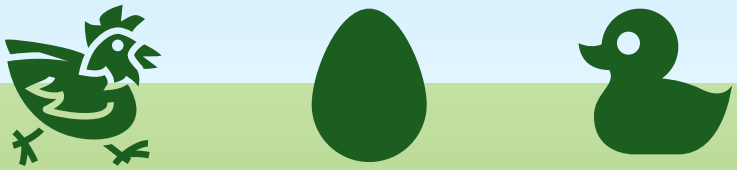
কৃষি উদ্যোক্তা হোমস্কুলিং সিরিজ · বই ৩

হাঁস-মুরগির খামারি

ছোট খামার, নিয়মিত আয়



বয়স ৮ বছর



১২ মাস · ২৪ প্রজেক্ট · ৪৮ সপ্তাহের হাতে-কলমে পরিকল্পনা

খামার · ফসল · মাছ · বাজার · কুরআন-হাদিস · English · প্রযুক্তি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু, অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে

হাঁস-মুরগির খামারি

ছোট খামার, নিয়মিত আয়

কৃষি উদ্যোক্তা হোমস্কুলিং সিরিজ · বই ৩ · বয়স ৮ বছর

এই বইটি যার

আমার নাম _____

আমার বয়স _____

আমার গ্রাম / এলাকা _____

বই শুরু করার তারিখ _____

আমার শিক্ষক (মা / বাবা) _____

আমার অঙ্গীকার

আমি একজন হাঁস-মুরগির খামারি। আমার খামারের প্রতিটি প্রাণী আমার আমানত — আমি ওদের ক্ষুধায় রাখব না, কষ্ট দেব না। আমি রোজ গুনব, মেপে খাওয়াব, টিকার দিন ভুলব না। আমি আয়-খরচের সত্য হিসাব লিখব, ওজনে ঠিক দেব, ধোঁকা দেব না। আমি সুন্নতসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব — ইন শা আল্লাহ।

এখানে তোমার নিজের ছবি আঁকো বা একটি ছবি আঠা দিয়ে লাগাও।

সূচিপত্র

অভিভাবক নির্দেশিকা — বই ব্যবহারের নিয়ম, রুটিন, নিরাপত্তা, পথনকশা ৪

বৈশাখ — খামারের নকশা, মাপে মুরগির ঘর ১২

জ্যৈষ্ঠ — খামারের খাবার নিজে বানাই, মেপে খাওয়াই ২২

আষাঢ় — হাঁসের বাচ্চা এলো খামারে ৩২

শ্রাবণ — টিকার ক্যালেন্ডার — অসুখ আসার আগেই ৪২

ভাদ্র — পাল বাছাই — কে থাকবে, কে যাবে ৫২

আশ্বিন — হাঁস চরে মাঠে, সার যায় বাগানে ৬২

কার্তিক — তিন মা একসাথে — প্রথম দফা ছানা ৭২

অগ্রহায়ণ — নাড়া-খেতে হাঁস, হাঁসের প্রথম ডিম ৮২

পৌষ — শীতে খামার — ঠান্ডা, রোগ, দ্বিতীয় দফা ৯২

মাঘ — ছানার বাড় মাপি, গড় বের করি; কৃমি-উকুন তাড়াই ১০২

ফাল্গুন — মুরগির নিচে হাঁসের ডিম — তৃতীয় দফা ও জাত বাছাই ১১২

চৈত্র — গরমের প্রস্তুতি, খামারের বার্ষিক প্রতিবেদন ১২২

পরিশিষ্ট — মূল্যায়ন, শব্দভান্ডার, খাতা ও সনদ ১৩২

প্রতি মাসের অধ্যায়ে যা আছে (১০ পাতা)

- **মাসের সূচনা** — ঋতুর গল্প, মাঠের খবর, মাসের লক্ষ্য
- **মূল খামার-প্রজেক্ট** (২ পাতা) — ধাপে ধাপে কাজ, খেয়াল করা, গোনা-মাপা-হিসাব
- **দ্বিতীয় প্রজেক্ট** (২ পাতা) — ফসল, মাছ অথবা বাজার-ব্যবসা
- **৪ সপ্তাহের পরিকল্পনা** (২ পাতা) — প্রতিদিনের কাজ, টিক দেওয়ার ঘর
- **ইসলামি শিক্ষা** — সূরা, দোয়া, হাদিস, আদব ও নামাজ
- **English Time ও প্রযুক্তি** — ৮টি শব্দ, ৩টি বাক্য, একটি প্রযুক্তি-দক্ষতা
- **আমার খাতা** — পর্যবেক্ষণ ছক, «আমি পারি» তালিকা, আঁকার জায়গা

অভিভাবকের নোট

অভিভাবকের প্রতি শুরুর আগে পড়ুন

আসসালামু আলাইকুম। দুই বছরে আপনার সন্তান বীজ চিনেছে, নিজের বাগান ও ছয়টি মুরগি চালিয়েছে, সবকিছু খাতায় লিখেছে। এ বছরের মূল কথা: **পালি, হিসাব রাখি, নিয়মিত আয় করি।** ২০–২৫টি দেশি মুরগি ও ৮–১০টি হাঁসের ছোট খামার তার ব্যবস্থাপনায়; সাপ্তাহিক ডিম বিক্রি — পরিবারের নিয়মিত আয়ের উৎস। বাগান চলবে, খামারের সেবায়।

বই ২ থেকে বই ৩ — কী বদলাল

বিষয়	বই ২ (বয়স ৭)	বই ৩ (বয়স ৮)
মূল প্রজেক্ট	ফসল (বাগান); পশুপাখি দ্বিতীয়	খামার (পশুপাখি); ফসল-মাছ-বাজার দ্বিতীয় — পালা করে
খামার	রোজকার রুটিন, একটি মুরগির ছানা	মাপে ঘর, নিজের খাবার, টিকার ক্যালেন্ডার, তিন দফা ছানা, হাঁস চরানো
গণিত	১০০০ পর্যন্ত; যোগ-বিয়োগ; ২-৫-১০ নামতা	১০,০০০ পর্যন্ত; ২–১০ নামতা; ভাগ; গড়; ঘড়িতে মিনিট; লিটার
খাতা	ছক, দাগ-চিত্র	প্রতি পাখির কার্ড, মৃত্যুর খাতা, রেখাচিত্র, বার্ষিক প্রতিবেদন
ব্যবসা	সাপ্তাহিক বিক্রি, হাটের দোকান	নিয়মিত ক্রেতা, এক ডিমের খরচ, ওজনে বিক্রি, রসিদ, লাভ-ক্ষতি
ইবাদত	পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ; নাজেরা শুরু	সুন্নত ও বিতরসহ পাঁচ ওয়াক্ত; জুমার আদব; আয়াতুল কুরসি ও ১০টি সূরা

বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

1. **বাংলা মাস ধরে চলুন;** তবে ঘর (বৈশাখ) ও টিকার ক্যালেন্ডার (শ্রাবণ) যে মাসেই শুরু করুন, আগে করে নিন।
2. **ধাপগুলো শিশু নিজে পড়বে ও করবে;** আপনি «অভিভাবকের জন্য» অংশ পড়বেন ও নিরাপত্তার জায়গায় হাত লাগাবেন।
3. **রোজকার তিনটি কাজ কখনো বাদ নয়:** সকাল-সন্ধ্যায় গোনা ও এক-নজর স্বাস্থ্য পরীক্ষা; মেপে খাবার; ডিম ও খরচের খাতা।
4. **মাস শেষে «আমার খাতা»** ও কার্ড হালনাগাদ; চৈত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন।

এ বছরের তিনটি সোনালি নিয়ম

- **প্রাণী আমানত।** ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঠান্ডা, রোগ — কোনোটিই «কাল দেখব» নয়।
- **সংখ্যা ছাড়া সিদ্ধান্ত নয়।** কে থাকবে, কে যাবে, কোন খাবার, কোন দফা — কার্ড ও খাতার সংখ্যা দেখে, আবেগে নয়।
- **মৃত্যুও তথ্য।** ছানা মরবে — দোষ নয়; তারিখ, কারণ, শিক্ষা লিখুন।

বই ১–২ না করে থাকলে

৫–৬টি দেশি মুরগি ও একটি মোরগ দিয়ে বৈশাখে শুরু করুন; প্রথম মাসে বই ২-এর বৈশাখ (রুটিন ও ডিমের খাতা) ও আষাঢ় (সুস্থ-অসুস্থ চেনা) করিয়ে নিন। «গত বছরের» বীজ-নকশা-ক্রেতার জায়গায় প্রতিবেশী চাষি ও বাজার।

⏱ পনেরোশ মিনিটের সপ্তাহ ৮০ · ১০ · ৫ · ৫

অনুপাত একই, সময় বেড়ে দিনে ৫ ঘণ্টা। সপ্তাহে ৫ দিন শেখার দিন, শুক্রবার জুমা ও পরিবারের দিন, আরেক দিন হাটের দিন। ৫ দিনে মোট **১৫০০ মিনিট**:

অংশ	ভাগ	সপ্তাহে	দিনে	কী হবে
🌱 হাতে-কলমে কাজ	৮০%	১২০০ মিনিট	২৪০ মিনিট	খামার, বাগান, মাছ, বিক্রি; মাপা, হিসাব, কার্ড ও খাতা
🕌 ইসলামি জ্ঞান	১০%	১৫০ মিনিট	৩০ মিনিট	নতুন সূরা, নাজেরা, দোয়া, হাদিস, নামাজের পাঠ
🔤 ইংরেজি	৫%	৭৫ মিনিট	১৫ মিনিট	৬ বাক্যের গল্প শোনা-বলা, বাক্য দেখে পড়া, My farm
📱 প্রযুক্তি	৫%	৭৫ মিনিট	১৫ মিনিট	ছক, ক্যালকুলেটর, ক্যালেন্ডার, পাল্লা, চিত্র, হেল্পলাইন

* পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এই সময়ের বাইরে। সকাল-সন্ধ্যার খামারের রুটিন (গোনা, খাবার, পানি, ডিম) ছুটির দিনেও চলে — প্রাণী ছুটি চেনে না।

একটি নমুনা দিন

সময়	কাজ	মিনিট
ফজরের পর	🕌 নাজেরা ১৫ মিনিট, নতুন সূরা, সকালের যিকির	৩০
সকাল ৬:১৫ – ৭:০০	🌱 ঘর খোলা, গোনা ও এক-নজর, মেপে খাবার, পানি, ডিম তোলা ও খাতা	৪৫
সকাল ৭:০০ – ৯:০০	🌱 হাঁস ছাড়া, তারপর দিনের প্রজেক্টের কাজ; বাগানে এক চক্কর	১২০
নাশতার পর	🔤 English Time — গল্প শোনা, প্রশ্ন-উত্তর, Read it	১৫
সকাল ১০:০০ – ১০:৪৫	🌱 খাতা: কার্ড, হিসাব, ছক, চিত্র, রসিদ	৪৫
দুপুর	খাওয়া, যোহর, বিশ্রাম, খেলা	—
আসরের পর	🌱 বিকেলের খাবার-পানি, হাঁস ডেকে ফেরানো, সন্ধ্যায় গুনে ঘরে তোলা ও দরজা	৩০
মাগরিবের পর	📱 প্রযুক্তির কাজ (ছক ভরা, হিসাব মিলানো)	১৫
ঘুমের আগে	আয়াতুল কুরসি, সন্ধ্যার দোয়া, আজ কী শিখলাম (সময়ের বাইরে)	—

৮ বছরের শিশুর জন্য মনে রাখুন

- একটানা ৪৫–৬০ মিনিট মন দিতে পারে; তবু কাজের মাঝে পানি ও বিরতি। সাবলীল পড়ে — ধাপগুলো তাকে পড়তে দিন।
- «ন্যায্য» ও «সত্য» নিয়ে খুব সচেতন — ব্যবসার সততার পাঠ এ বয়সেই গভীরে যায়; আপনার আচরণই উদাহরণ।
- দায়িত্ব পছন্দ করে, কিন্তু একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয় — রোজকার রুটিনের সাথে প্রতি মাসে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ (ঘর, হাঁস, দফা, হাট) রাখা হয়েছে।
- প্রাণীর মৃত্যুতে কষ্ট পায় — শোককে সম্মান করুন, তারপর কারণ খুঁজুন; «খামার ও পোষা আলাদা» কথাটি ধীরে বুঝবে।
- রমজান ও ঈদে রুটিন হালকা; খামারের রোজকার কাজ কিন্তু চলবে — আগে থেকে ভাগ করে নিন।

⚠ খামারির ১০টি নিরাপত্তা নিয়ম

এই পাতাটি বড়রা তোমাকে পড়ে শোনাবেন। প্রতি মাসের শুরুতে একবার করে শুনবে, আর নিয়মগুলো মুখে বলবে।

১ **পানির কাছে একা নয়।** পুকুর, খাল, নদী, ডোবা, এমনকি বড় গামলার কাছেও বড়দের ছাড়া যাব না।

২ **ধারালো জিনিস বড়দের।** দা, কাস্তে, কোদাল আমি ধরব না; ছোট কাঁচি শুধু বড়দের সামনে। ফোন-পাল্লা-যন্ত্র বড়দের সাথে, সময় মেপে।

৩ **কাজের পরে সাবান।** মাটি, গোবর, পশুপাখি, মাছ ছোঁয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধোব — তারপর খাব।

৪ **না জেনে মুখে নয়।** অচেনা ফল, পাতা, বীজ, মাশরুম কখনো মুখে দেব না।

৫ **পশুর পেছনে নয়।** গরু-ছাগলের পেছনে দাঁড়াব না, খাওয়ার সময় বিরক্ত করব না, বাচ্চাওয়ালা মা-পশুর কাছে একা যাব না।

৬ **রোদে টুপি, সাথে পানি।** কড়া দুপুরে মাঠে নয়। মাথা ঢেকে রাখব, বারবার পানি খাব।

৭ **মেঘ ডাকলে ঘরে।** বিদ্যুৎ চমকালে বা ঝড় উঠলে সব ফেলে ঘরে ঢুকব; গাছের নিচে বা খোলা মাঠে দাঁড়াব না।

৮ **ঝোপে হাত দেওয়ার আগে দেখি।** খড়ের গাদা, ইটের ফাঁক, গর্তে হাত ঢোকাব না — সাপ, বিছা থাকতে পারে। বর্ষায় লাঠি দিয়ে শব্দ করে হাঁটব।

৯ **খালি পায়ে গোবরে নয়।** গোয়ালঘর ও কম্পোস্টের কাছে স্যান্ডেল পরব। কাটা-ছেঁড়া হলে সাথে সাথে বড়দের বলব।

১০ **টিকা, ওষুধ, আগুন, চুন — বড়দের।** সুচ-শিশি ছোঁব না; খামারের ঘরে কখনো আগুন-হারিকেন নয়; অসুস্থ বা মরা পাখি হাতে ধরব না — বড়দের বলব।

> **অভিভাবকের জন্য**
>
> বাড়িতে একটি ছোট প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখুন (তুলা, জীবাণুনাশক, ব্যান্ডেজ, খাবার স্যালাইন)। শিশুর টিটেনাসসহ নিয়মিত টিকা সম্পূর্ণ আছে কি না দেখে নিন। সাপে কাটলে ওঝা নয় — দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিন। শীতে কাঁচা খেজুরের রস শিশুকে খাওয়াবেন না (নিপাহ ভাইরাসের ঝুঁকি)।

সারা বছরে যা যা লাগবে

গত দুই বছরের খুরপি, ঝাঁঝরি, ফিতা, পাল্লা, বীজ ব্যাংক, সারের গাদা ও হিসাবের খাতা — সবই চলবে। নতুন যা লাগবে তার বেশির ভাগ খামারের ঘর, খাবার ও রেকর্ডের জিনিস।

খামার

- বৈশাখে পাল: ১০–১২টি দেশি মুরগি ও ১–২টি মোরগ (গত বছরের); বছরে ধাপে ধাপে ২৫
- আষাঢ়ে ৮–১০টি দেশি হাঁসের বাচ্চা (ও পরে একটি ড্রেক)
- নতুন মুরগির ঘর: বাঁশ, বাতা, চাটাই/কাদা-খড়, ছাউনি, জালি, দড়ি
- পুরোনো ঘর → হাঁসের ঘর; ঝুড়ি/হাঁড়ি (বাসা, তা-ঘর, ব্রুডার), ঝাঁপি, চট
- লম্বা খাবারের পাত্র ২টি, পানির পাত্র ৪–৬টি, অগভীর পাত্র ও নুড়ি
- বায়ুরোধী ড্রাম/বস্তা (খাবার), বড় গামলা, কাঠের চামচ
- শুকনো ছাই, চুন, নিম পাতা, খড়, কাঠের গুঁড়া (শীতের মজুত)
- রঙিন সুতা/রিং (পায়ের চিহ্ন), টর্চ, লাঠি, বাঁশি

খাবারের উপকরণ (মাসে)

- খুদ/ভাঙা চাল, কুঁড়া, গমের ভুসি, ভুট্টা (থাকলে)
- সরিষার খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, ডালের ভুসি
- ঝিনুক/শামুকের গুঁড়া, ডিমের খোসা, লবণ
- শাক-বেড: কলমি, হেলেঞ্চা, পুঁই, ডাঁটা, পালং

বাগান, ধান ও মাছ

- পালা বদলের নকশা (দেয়ালে) ও বীজ ব্যাংক
- পঞ্চম বেড (শাক-বেড) ঘেরার জালি/বেড়া
- ধানখেতের জন্য ২ মি × ২ মি কোণ (ওস্তাদ চাষির), দড়ি, বীজ-ধান (নিজের)
- মাটির কলসি (কলসি-সেচ), মাচা
- মাছের চাড়ি; কুঁড়া-খৈলের বড়ি; দুটি স্বচ্ছ বোতল

রেকর্ড ও ব্যবসা

- পাল্লা (ডিজিটাল হলে ভালো) ও হালকা ঝুড়ি
- প্রতি পাখির কার্ড (শক্ত কাগজ), দড়ি, ক্লিপ
- বড় কাগজ: টিকার ক্যালেন্ডার, বার্ষিক প্রতিবেদন; ছক-কাটা কাগজ
- দেয়াল-ক্যালেন্ডার, হিসাবের খাতা (আয়-খরচ দুই পাতা), রসিদ-বই (দুই কপি)
- দামের বোর্ড, ভাংতির বাক্স, ডিমের ঝুড়ি ২টি, কাগজের খাম (বীজ)
- তিনটি কৌটা: সঞ্চয়, সদকা, খরচ
- থার্মোমিটার (থাকলে), ঘড়ি

জায়গা ও টাকা কতটুকু লাগবে?

২৫টি মুরগির ঘর ৩ × ২ মিটার, হাঁসের ঘর, পাঁচটি বেড ও গাদা মিলিয়ে দুই-আড়াই শতক উঠান; হাঁসের জন্য কাছাকাছি ডোবা-খাল-খেত জরুরি। নতুন খরচ মূলত ঘর ও হাঁসের বাচ্চা — গত বছরের সঞ্চয় থেকে অংশ নিন; বাকি খরচ (খাবার, টিকা) মাসওয়ারি ডিমের আয় থেকে চলার কথা — এটিই এ বছরের পরীক্ষা। টিকা ও হাঁসের বাচ্চার জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও «ওস্তাদ খামারি» আগে থেকে ঠিক করুন।

দেশি পদ্ধতি — কী ও কেন

এই সিরিজে আমরা **দেশি জাত** ও **দেশি পদ্ধতি** ব্যবহার করব; হাইব্রিড বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নয়। শিশুকে সহজ ভাষায় বোঝান:

বিষয়	আমরা যা করব	কেন
বীজ	দেশি জাতের বীজ; ফসল থেকে নিজে বীজ রেখে পরের বছর বোনা	হাইব্রিড ফসলের বীজ রাখলে পরের বছর ভালো ফলে না, প্রতিবার কিনতে হয়। দেশি বীজ চাষির নিজের সম্পদ।
মাটির খাবার	পচা গোবর, কম্পোস্ট, ছাই, পচা পাতা, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	মাটিতে কেঁচো ও ছোট প্রাণ বাঁচে, মাটি বছর বছর আরও উর্বর হয়।
পোকা-বালাই	হাতে বাছা, ছাই ছিটানো, নিম পাতার পানি, পাখি বসার ডাল, মিশ্র ফসল	বিষ ছাড়া খাবার নিরাপদ; বন্ধু পোকা, মৌমাছি, ব্যাঙ, পাখি বেঁচে থাকে।
পশুপাখি	দেশি মুরগি, হাঁস, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, দেশি গরু; ছেড়ে পালা	রোগ কম, খরচ কম, আমাদের আবহাওয়ায় মানানসই।
মাছ	দেশি মাছ: কই, শিং, মাগুর, টাকি, পুঁটি, মলা	কম পানিতে বাঁচে, পুষ্টি বেশি, খাল-বিলের নিজস্ব সম্পদ।
সময়	বাংলা মাস ও ঋতু মেনে চাষ	সময়ের ফসল সময়ে করলে কম যত্নে ভালো ফলে।

খামারের চাকা — কিছুই ফেলনা নয়

গাছ থেকে শাক-সবজি → মানুষ খায়, খোসা-লতাপাতা খায় গরু-ছাগল-মুরগি → ওদের গোবর-বিষ্ঠা যায় সারের গাদায় → সার যায় মাটিতে → মাটি থেকে আবার গাছ। এই চাকাটি শিশুকে বারবার দেখান। এটাই দেশি কৃষির প্রাণ।

বাস্তব পরামর্শ

- দেশি বীজের সবচেয়ে ভালো উৎস: গ্রামের প্রবীণ চাষি ও চাষি-নারীরা। তাঁরা লাউ, শিম, কুমড়া, শাকের বীজ কলসি-বয়ামে রাখেন। শিশুকে নিয়ে চেয়ে আনুন।
- ধানের দেশি জাতের নাম এলাকাভেদে আলাদা। আপনার এলাকায় কোন কোন দেশি ধান এখনো চাষ হয়, শিশুকে নিয়ে খোঁজ নিন।
- বপনের সঠিক তারিখ অঞ্চল ও বছরের আবহাওয়াভেদে ১–২ সপ্তাহ এদিক-ওদিক হয়। সন্দেহ হলে স্থানীয় অভিজ্ঞ চাষি বা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে মিলিয়ে নিন।

১০ বছরের পথনকশা ৬ থেকে ১৬

প্রতি বছর একটি বই। প্রতিটি বই আগের বইয়ের দক্ষতার ওপর দাঁড়ায়, আর শিশুর দায়িত্ব একটু একটু করে বাড়ে।

বই	বয়স	নাম	মূল দক্ষতা
১	৬	**ছোট্ট চাষি** বীজ থেকে শুরু	চেনা, যত্ন ও পর্যবেক্ষণ; ছোট বেড, টব ও গামলা; পশুপাখির সাথে বন্ধুত্ব
২	৭	**আঙিনার বাগানি**	সারা বছরের পারিবারিক সবজি বাগান নিজে চালানো; বীজতলা ও চারা
৩	৮	**হাঁস-মুরগির খামারি**	দেশি মুরগি ও হাঁস পালন, ডিম ফোটানো, খাবার তৈরি, ডিম বিক্রির খাতা
৪	৯	**মাঠের চাষি**	ধান, ডাল, তেলবীজ, মসলা; এক-দুই শতক জমিতে পুরো মৌসুমের চাষ
৫	১০	**পুকুর ও ছাগল**	দেশি মাছ চাষ, পুকুর ব্যবস্থাপনা, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন
৬	১১	**গরু ও মাটির স্বাস্থ্য**	দেশি গরু, দুধ, কেঁচো সার, কম্পোস্ট; সমন্বিত খামারের চাকা
৭	১২	**বীজ ও নার্সারি**	বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, কলম, চারা বিক্রির ছোট নার্সারি
৮	১৩	**হিসাব ও বাজার**	খরচ-লাভের হিসাব, প্রক্রিয়াজাত (আচার, গুড়, শুঁটকি, ঘি), প্যাকেট ও হাটে বিক্রি
৯	১৪	**খামার ব্যবসা**	ব্যবসা পরিকল্পনা, ব্র্যান্ড, অনলাইনে বিক্রি, ক্রেতা ও মান নিয়ন্ত্রণ
১০	১৫–১৬	**দেশ থেকে বিদেশে**	আমদানি-রপ্তানির নিয়ম, কাগজপত্র, মান-সনদ, নিজের উদ্যোগ চালু করা

প্রতি বইয়ে চারটি সুতো একসাথে বোনা থাকবে

- **ফসল · পশুপাখি · মাছ · ব্যবসা** — চারটিই প্রতি বছর থাকবে, গভীরতা বাড়বে।
- **ইসলামি জ্ঞান:** ছোট সূরা থেকে আমপারা, নামাজ, হালাল উপার্জন, যাকাত-উশর, ব্যবসার ফিকহ।
- **ইংরেজি:** শব্দ ও বাক্য → গল্প শোনা ও বলা → ক্রেতার সাথে কথা, ইমেইল ও পণ্যের বিবরণ পড়া।
- **প্রযুক্তি:** ক্যামেরা ও পাল্লা → স্প্রেডশিট ও অনলাইন বাজার → ডিজিটাল লেনদেন ও রপ্তানির কাগজ।

আমদানি-রপ্তানি এ বছর কোথায়?

৮ বছরে এখনো ধারণার স্তরে, তবে ব্যবসার ভিত্তি গড়ে উঠছে: «এক ডিম বানাতে খরচ কত, আর ঘাটতির ডিম কোথা থেকে আসে?» (কার্তিক), ওজনে বিক্রি ও রসিদ (ভাদ্র), মোবাইলে টাকা (পৌষ), এবং «দেশের ডিম-মাংস কোথায় যায়, হালাল মাংস কোন দেশে?» (চৈত্র)। সাথে রপ্তানির তিন অভ্যাস পাকা হচ্ছে: রেকর্ড (কার্ড, টিকার খাতা), মান (বাছাই), সততা (সত্য লেবেল, রসিদ)।

বছরের এক নজরে ১২ মাস · ২৪ প্রজেক্ট

মাস	মূল খামার-প্রজেক্ট	দ্বিতীয় প্রজেক্ট (ফসল · মাছ · বাজার)	সূরা
বৈশাখ মধ্য এপ্রিল – মধ্য মে	খামারের পরিকল্পনা ও মাপে মুরগির ঘর	পালা বদলের বাগান ও মুরগির শাক-বেড	আয়াতুল কুরসি (পূর্ণ)
জ্যৈষ্ঠ মধ্য মে – মধ্য জুন	নিজের হাতে খামারের খাবার, মেপে খাওয়ানো	ডিমের ব্যবসার খাতা ও নিয়মিত ক্রেতা	সূরা আশ-শামস
আষাঢ় মধ্য জুন – মধ্য জুলাই	হাঁসের বাচ্চা তোলা ও হাঁসের ঘর	দেশি মাছ ও হাঁস-পুকুরের বন্ধুত্ব	সূরা আল-লাইল
শ্রাবণ মধ্য জুলাই – মধ্য আগস্ট	টিকা ও রোগ-প্রতিরোধের বার্ষিক ক্যালেন্ডার	তৃতীয় বছরের আমন ধানখেত	সূরা আল-আলাক (পূর্ণ)
ভাদ্র মধ্য আগস্ট – মধ্য সেপ্টেম্বর	পাল বাছাই ও প্রত্যেক পাখির কার্ড	মোরগ বিক্রি: ওজনে দাম ও রসিদ	সূরা আল-বালাদ
আশ্বিন মধ্য সেপ্টেম্বর – মধ্য অক্টোবর	হাঁস চরানো ও শীতের আগে ঘর মেরামত	খামারের সার ও শীতের সবজির বীজতলা	সূরা আল-ফাজর (১–২০)
কার্তিক মধ্য অক্টোবর – মধ্য নভেম্বর	প্রথম দফা ছানা: তিন মা একসাথে	123 এক ডিম বানাতে খরচ কত? (ভাগ)	সূরা আল-ফাজর (পূর্ণ)
অগ্রহায়ণ মধ্য নভেম্বর – মধ্য ডিসেম্বর	নাড়া-খেতে হাঁস ও হাঁসের প্রথম ডিম	ধান কাটা: খড়, খুদ, কুঁড়া — খামারের চাকা	সূরা আল-গাশিয়াহ
পৌষ মধ্য ডিসেম্বর – মধ্য জানুয়ারি	শীতে খামার ও দ্বিতীয় দফা ছানা	শীতের হাটে ডিমের দোকান ও দামের বোর্ড	সূরা আল-আ'লা
মাঘ মধ্য জানুয়ারি – মধ্য ফেব্রুয়ারি	ছানার বাড় ও গড়; কৃমি-উকুন দমন	শীতে পুকুরে মাছ ধরা ও পানি পরীক্ষা	সূরা আত-তারিক
ফাল্গুন মধ্য ফেব্রুয়ারি – মধ্য মার্চ	মুরগির নিচে হাঁসের ডিম; জাত বাছাই	বীজ ব্যাংক ৩ ও বীজ বিক্রি	সূরা আল-বুরুজ
চৈত্র মধ্য মার্চ – মধ্য এপ্রিল	গরমের প্রস্তুতি ও খামারের বার্ষিক প্রতিবেদন	লাভ-ক্ষতি, খামার-মেলা ও আগামী বছরের জমি	ঝালাই ও সূরা মুলক (শোনা)

প্রজেক্টগুলো একে অপরের সাথে জোড়া

জ্যৈষ্ঠের মেপে-খাওয়ানো কার্তিকের «এক ডিমের খরচ»-এ · আষাঢ়ের হাঁসের বাচ্চা আশ্বিনে চরে, অগ্রহায়ণে ডিম · ভাদ্রের কার্ড ফাল্গুনের জাত-বাছাইয়ে · তিন দফা চৈত্রের লক্ষ্যে · সারা বছরের খাতা চৈত্রের প্রতিবেদনে।

বাংলাদেশের শস্য ক্যালেন্ডার তিন মৌসুম, ছয় ঋতু

বাংলাদেশের চাষিরা বছরকে তিনটি ফসল-মৌসুমে ভাগ করেন। এই পাতাটি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখুন; শিশু প্রতি মাসে আঙুল দিয়ে দেখাবে — «আমরা এখন এখানে»।

মৌসুম	বাংলা মাস	প্রধান ফসল
খরিপ-১ (গ্রীষ্ম, প্রাক-বর্ষা)	চৈত্র – জ্যৈষ্ঠ মধ্য মার্চ – মধ্য জুন	আউশ ধান, পাট, ডাঁটা, পুঁই, কলমি, ঢেঁড়স, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলা, লাউ-কুমড়া, তিল, মুগ ডাল; ফল: আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল
খরিপ-২ (বর্ষা)	আষাঢ় – আশ্বিন মধ্য জুন – মধ্য অক্টোবর	আমন ধান (প্রধান), চালকুমড়া, ধুন্দল, কাঁকরোল, বরবটি, শিম বোনা, কচু; গাছ লাগানোর সময়; নতুন পানিতে দেশি মাছ; ফল: পেয়ারা, আমড়া, তাল, জাম্বুরা
রবি (শীত, শুকনো)	কার্তিক – ফাল্গুন মধ্য অক্টোবর – মধ্য মার্চ	বোরো ধান, গম, সরিষা, মসুর, ছোলা, খেসারি, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মুলা, পালং, লাল শাক, ধনিয়া, শিম, লাউ, টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি; ফল: কুল (বরই)

ঋতু	মাস	ধান	সবজি ও অন্য ফসল	পশুপাখি ও মাছ
গ্রীষ্ম	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	বোরো কাটা; আউশ বোনা	গ্রীষ্মের শাক ও লতা-সবজি; পাট; মধুমাসের ফল	গরমে ছায়া ও পানি; পুকুরে পোনা ছাড়ার প্রস্তুতি
বর্ষা	আষাঢ়, শ্রাবণ	আমন বীজতলা ও রোপণ; আউশ কাটা শুরু	গাছের চারা রোপণ; মাচার সবজি; পাট কাটা ও জাগ	হাঁসের সুসময়; খাল-বিলে দেশি মাছের ডিম ও পোনা
শরৎ	ভাদ্র, আশ্বিন	আমনের যত্ন; আউশ কাটা শেষ	শিম-লাউ বোনা; আগাম শীতের সবজির বীজতলা; তাল	মাছ দ্রুত বাড়ে; কাঁচা ঘাস প্রচুর
হেমন্ত	কার্তিক, অগ্রহায়ণ	আমন পাকা ও কাটা — নবান্ন	শীতের সবজি, সরিষা, ডাল, আলু, পেঁয়াজ-রসুন বোনা	খড় মজুত; বিলের পানি কমে মাছ ধরা
শীত	পৌষ, মাঘ	বোরো বীজতলা ও রোপণ	শীতের সবজি তোলা; সরিষা ফুল ও মধু; খেজুরের গুড়	মুরগির ছানা; পশুকে ঠান্ডা থেকে বাঁচানো; পুকুর শুকিয়ে মাছ ধরা
বসন্ত	ফাল্গুন, চৈত্র	বোরোর যত্ন; ধানে শিষ	রবি ফসল তোলা ও বীজ রাখা; গ্রীষ্মের সবজি বোনা; আমের মুকুল	পুকুর প্রস্তুতি; ছাগলের বাচ্চা; গরমের প্রস্তুতি

বাংলা মাস ও ইংরেজি তারিখ

বৈশাখ শুরু ১৪ এপ্রিল। এরপর প্রতি বাংলা মাস মোটামুটি ইংরেজি মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়: জ্যৈষ্ঠ (মে), আষাঢ় (জুন), শ্রাবণ (জুলাই), ভাদ্র (আগস্ট), আশ্বিন (সেপ্টেম্বর), কার্তিক (অক্টোবর), অগ্রহায়ণ (নভেম্বর), পৌষ (ডিসেম্বর), মাঘ (জানুয়ারি), ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি), চৈত্র (মার্চ)।

মাস ১ · গ্রীষ্মকাল

বৈশাখ

খামারের নকশা, মাপে মুরগির ঘর

মধ্য এপ্রিল – মধ্য মে
খরিপ-১ মৌসুমের শুরু

শুভ নববর্ষ! তুমি এখন আট বছরের। দুই বছর আগে তুমি ছিলে «ছোট্ট চাষি», গত বছর «আঙিনার বাগানি»। এ বছর তোমার নতুন নাম — **হাঁস-মুরগির খামারি**। গত বছর ছয়টি মুরগি দিয়ে শুরু করেছিলে; অগ্রহায়ণে তোমার নিজের হাতে তোলা ছানারা এখন বড়। উঠানে গুনে দেখো — কয়টি হলো? এ বছর এই পালটিকে তুমি বানাবে একটি সত্যিকারের **ছোট খামার**: ২০–২৫টি দেশি মুরগি আর ৮–১০টি দেশি হাঁস, যেখান থেকে প্রতি সপ্তাহে ডিম বিক্রি হবে, আর পরিবারে আসবে নিয়মিত আয়।

কিন্তু খামার শুরু হয় ঘর দিয়ে। গত বছরের ছোট ঘরে ২৫টি মুরগি আঁটবে না। তাই কালবৈশাখী আসার আগেই, ফিতা হাতে, কাগজে নকশা এঁকে, বাঁশ-মাটি-খড় দিয়ে তুমি বানাবে নতুন মুরগির ঘর — ঠিক মাপে, যেমন বড় খামারিরা বানান। সাথে বাগানও চলবে: গত চৈত্রের পালা বদলের নকশা দেয়ালে আছে, সেটি ধরেই এ বছরের চার বেড।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- বোরো ধান কাটা ও মাড়াই; আউশ ও পাট বোনা
- লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, চিচিঙ্গায় ফুল-ফল; ডাঁটা, পুঁই, কলমি
- কালবৈশাখী ঝড়; দুপুরে কড়া রোদে মুরগি হাঁ করে হাঁপায়
- দেশি মুরগির ডিম পাড়া চলছে; বর্ষার আগে ঘর মেরামতের সময়
- গাছে কাঁচা আম, লিচুর গুটি

এ মাসে আমি শিখব

- নিজের পাল গুনে বছরের লক্ষ্য লিখব: কত মুরগি, কত হাঁস, সপ্তাহে কত ডিম
- ২৫টি মুরগির জন্য কত বড় ঘর লাগে, হিসাব করে নকশা আঁকব
- বাঁশ-মাটি-খড়ে ঘর বানাতে সাহায্য করব; পার্চ ও বাসা বানাব
- পালা বদলের নকশা ধরে চার বেড বুনব; মুরগির শাক-বেড করব
- ২০০০ পর্যন্ত সংখ্যা; ২, ৩, ৪, ৫-এর নামতা দিয়ে ঘরের মাপ

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **খামারের পরিকল্পনা ও মাপে মুরগির ঘর**
- **পালা বদলের বাগান ও মুরগির শাক-বেড**

প্রজেক্ট: খামারের পরিকল্পনা ও মাপে মুরগির ঘর খামার

কেন করব?

খামারির প্রথম কাজ হিসাব করা, দ্বিতীয় কাজ ঘর বানানো। মুরগির ঘর ছোট হলে ওরা একে অপরকে ঠোকরায়, গরমে হাঁপায়, রোগ ছড়ায়, ডিম কম দেয়। নিয়ম সহজ: **প্রতি ৩–৪টি দেশি মুরগির জন্য প্রায় ১ বর্গমিটার** জায়গা (রাতে ঘুমানোর ঘর; দিনে ওরা উঠানে চরবে)। তার মানে ২৫টি মুরগির জন্য প্রায় ৩ মিটার × ২ মিটার ঘর। ভালো ঘরের পাঁচ গুণ — **উঁচু** (মাটি থেকে অন্তত দেড় হাত ওপরে, যাতে বৃষ্টির পানি না ঢোকে), **শুকনো**, **বাতাস চলে** (জালি-দেওয়া জানালা), **রাতে বন্ধ হয়** (শিয়াল, বেজি, বিড়াল), আর **পরিষ্কার করা সহজ**।

যা যা লাগবে

- মাপার ফিতা, বড় কাগজ, স্কেল
- বাঁশ (খুঁটি ও বাতা), দড়ি
- চাটাই বা খড়-কাদা (দেয়াল)
- ছাউনি: টিন, খড় বা ছন
- জালি
- পার্চের মসৃণ বাঁশ
- ৫–৬টি ঝুড়ি (ডিমের বাসা), খড়
- ছাই, চুন
- খাতা

ধাপে ধাপে কাজ

১. **পাল গুনি, লক্ষ্য লিখি:** সকালে ঘর খুলে প্রত্যেককে গোনো। গত বছরের মুরগি কয়টি, ছানা থেকে বড় হওয়া কয়টি, মোরগ কয়টি। খাতার প্রথম পাতায় লেখো: «আজ আছে ___টি। চৈত্রে চাই ২৫টি মুরগি, ১০টি হাঁস। সপ্তাহে ___টি ডিম বিক্রি।» এটাই তোমার **বছরের লক্ষ্য**।

২. **জায়গা বাছি:** ছায়া-রোদ দুটোই আছে, পানি জমে না, ঘরের জানালা থেকে দেখা যায়, বেড থেকে দূরে — এমন কোণ।

৩. **হিসাব করে মাপ ঠিক করি:** ২৫ ÷ ৪ = প্রায় ৬ বর্গমিটার। ৩ মিটার লম্বা × ২ মিটার চওড়া = ৬। মেঝে মাটি থেকে ৭০ সেন্টিমিটার উঁচু; দেয়াল ১ মিটার; সামনে ঢালু চাল। ফিতায় মেপে চার খুঁটির জায়গা চিহ্ন দাও — কোনাকুনি দুই মাপ সমান হলে চারকোনা ঠিক।

৪. **নকশা আঁকি:** কাগজে ওপর থেকে দেখা ছবি (মেঝে) ও পাশ থেকে দেখা ছবি (দেয়াল-চাল) আঁকো, প্রতিটি দাগের পাশে সেন্টিমিটারে মাপ লেখো। দরজা কোন দিকে? জানালা পূর্ব-দক্ষিণে — সকালের রোদ ও দখিনা বাতাস। নকশা বড়দের ও মিস্ত্রি/ওস্তাদ চাষিকে দেখাও।

৫. **খুঁটি ও মেঝে (বড়দের সাথে):** বড়রা বাঁশের খুঁটি পুঁতবেন। তুমি মাপবে — প্রতিটি খুঁটি সমান উঁচু কি না (ফিতা), খাড়া কি না (দড়িতে পাথর ঝুলিয়ে)। মেঝেতে বাঁশের বাতা ফাঁক-ফাঁক করে বাঁধা হবে, যাতে বিষ্ঠা নিচে পড়ে — পরিষ্কার সহজ।

৬. **দেয়াল ও চাল:** চাটাই বা বাঁশের বাতার দেয়াল; অথবা খড় মেশানো কাদা লেপা (তুমি কাদা মাখাবে — মজার কাজ!)। দক্ষিণ ও পূর্বে জালির জানালা। চাল দরজার দিকে ঢালু, যেন বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ে, ভেতরে না আসে।

৭. **পার্চ ও বাসা:** মুরগি রাতে উঁচুতে বসে ঘুমাতে ভালোবাসে। মেঝে থেকে ৫০ সেন্টিমিটার ওপরে মসৃণ বাঁশ আড়াআড়ি বাঁধো — প্রতি মুরগির জন্য ২০ সেন্টিমিটার (৪টি মুরগি = ৮০ সেমি)। অন্ধকার কোণে ৫–৬টি ঝুড়িতে খড় বিছিয়ে ডিমের বাসা — প্রতি ৪–৫টি মুরগির জন্য একটি।

৮. **উদ্বোধন:** মেঝেতে শুকনো ছাই ছিটাও। সন্ধ্যায় «বিসমিল্লাহ» বলে মুরগিদের নতুন ঘরে তোলো। প্রথম কয়েক রাত পুরোনো ঘরে ফিরতে চাইবে — ধৈর্য ধরে তুলে দাও। খাতায় ঘরের সব খরচ লেখো।

খামারের পরিকল্পনা ও মাপে মুরগির ঘর খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- দুপুরে মুরগিরা কোথায় ছায়া খোঁজে? নতুন ঘরে দুপুরে গরম লাগে কি? হাত দিয়ে চাল ছুঁয়ে দেখো।
- প্রথম বৃষ্টির পর ঘরের ভেতরে কোথাও পানি ঢুকল? মেঝে ভিজল?
- রাতে কয়টি মুরগি পার্চে বসে, কয়টি মেঝেতে? পার্চ যথেষ্ট লম্বা কি?
- বাসায় ডিম পাড়ছে, নাকি এখনো ঝোপে? ঝোপে পাড়লে কারণ ভাবো — বাসা কি বেশি আলোয়?
- গত বছরের পুরোনো ঘরটি এখন কী কাজে লাগানো যায়? (আষাঢ়ের হাঁসের জন্য ভাবো!)

123 গুনি · মাপি · লিখি

- ২৫ ÷ ৪ কত? ৩ × ২ কত? ঘরের মেঝে কত বর্গমিটার — কাগজে ঘর কেটে সারি × স্তম্ভ গুনে দেখাও।
- পার্চ: প্রতি মুরগি ২০ সেমি। ২৫টি মুরগির জন্য মোট কত সেমি? কত মিটার?
- ঘরে মোট খরচ কত টাকা হলো? বাঁশ + জালি + ছাউনি + মজুরি — যোগ করো; তিন কৌটার সঞ্চয় থেকে কত গেল?
- আজ পাল কয়টি, চৈত্রে লক্ষ্য কয়টি — কয়টি বাড়াতে হবে? (বিয়োগ)

নিরাপত্তা

বাঁশ কাটা, খুঁটি পোঁতা, চালে ওঠা — বড়দের কাজ; তুমি মাপবে, ধরবে, কাদা মাখাবে। বাঁশের চোকলা হাতে ফোটে — বাতা ধরার সময় সাবধান, ফুটলে বড়দের বলো। জালি ও তারের ধারালো মাথা বাইরের দিকে ভাঁজ করা আছে কি না দেখো। কালবৈশাখীর মেঘ দেখলে কাজ থামিয়ে ঘরে। দুপুর ১১টা–৩টা রোদে কাজ নয়।

অভিভাবকের জন্য

মাপগুলো দেশি মুরগির আধা-ছাড়া পালনের জন্য (দিনে চরা, রাতে ঘর); ২৫টির জন্য ৩ × ২ মিটারই যথেষ্ট — জায়গা কম থাকলে ২ × ২ মিটার দোতলা ঘর করুন। পুরোনো টিন, বাঁশ ও ঘরের মাটি দিয়েই কম খরচে হয়; নতুন কিছু কিনলে শিশুর সঞ্চয়-কৌটা থেকে অংশ নিন — «আমার টাকায় আমার খামার» বোধটি জরুরি। ঘরের কাজ এক সপ্তাহে শেষ না হলে প্রথম দুই সপ্তাহ নিন; বর্ষার আগে শেষ হওয়া চাই। ২৫টি মুরগি একবারে কিনবেন না — বছরজুড়ে ছানা তুলে ও ২–৩টি ডিম-পাড়া মুরগি কিনে ধাপে ধাপে বাড়ান; হঠাৎ অচেনা পাল আনলে রোগ আসে।

প্রজেক্ট: পালা বদলের বাগান ও মুরগির শাক-বেড ফসল

খামার মানে শুধু মুরগি নয় — বাগান আর খামার একে অপরকে খাওয়ায়। গত চৈত্রে তুমি দেয়ালে আগামী বছরের **পালা বদলের নকশা** টাঙিয়েছিলে: শিম → পাতা → ফল → মূল। এ বছর সেই নকশা ধরেই চার বেড চলবে। আর একটি নতুন পঞ্চম বেড হবে শুধু মুরগি-হাঁসের জন্য — **শাক-বেড**: কলমি, হেলেঞ্চা, পুঁই, ডাঁটা — ওদের সবুজ খাবার, যা কিনতে হয় না।

যা করব

১ **নকশা মিলাই:** দেয়ালের নকশায় দেখো এ বছর কোন বেডে কোন দল। যে বেডে এ বছর «পাতা-দল», সেখানে বৈশাখে লাল শাক, ডাঁটা, পুঁই; যে বেডে «ফল-দল», সেখানে ঢেঁড়স ও ঝিঙা; «শিম-দল»-এর বেডে এখন বরবটি; «মূল-দল»-এর বেড বর্ষার আগে কচু, অথবা খালি রেখে কম্পোস্ট।

২ **বীজ ব্যাংক খুলি:** গত ফাল্গুনের রেজিস্টার দেখে বয়াম বের করো। প্রতি বীজের ১০টি দানা ভেজা কাপড়ে রেখে ৩–৪ দিনে কয়টি গজায় দেখো — ১০-এ ৭-এর কম হলে বেশি ঘন করে বুনতে হবে।

৩ **চার বেড তৈরি ও বোনা:** আগাছা তুলে, গত বছরের গাদার কম্পোস্ট ও মুরগির ঘরের পুরোনো পচা বিষ্ঠা মিশিয়ে, ফিতায় মেপে সারিতে বোনো (গত বছরের মতো)। প্রতি বেডের মাথায় খুঁটিতে ফসলের নাম ও তারিখ লেখা লেবেল।

৪ **শাক-বেড বানাই:** মুরগির ঘরের কাছে, কিন্তু জালি বা বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি ১ × ২ মিটার বেড। কলমি ও পুঁইয়ের ডাল পুঁতে দাও, হেলেঞ্চা ও ডাঁটার বীজ ছিটাও। মুরগি যেন নিজে ঢুকে সব খেয়ে না ফেলে — তুমি কেটে দেবে, রোজ এক মুঠো।

৫ **কলসি-সেচের মাদা:** গত চৈত্রের কলসি-মাদায় লাউ-কুমড়ার লতা মাচায় উঠছে। সপ্তাহে দুবার কলসি ভরো; হাতে পরাগায়ন চালিয়ে যাও (গত বছরের দক্ষতা)।

৬ **খামারের চাকা শুরু:** ঘরের নিচে জমা বিষ্ঠা সপ্তাহে একদিন ঝুড়িতে তুলে গাদায় দাও — গরম বিষ্ঠা সরাসরি গাছে নয়, দুই মাস পচার পর। বাগানের ঝরা পাতা, পোকা-খাওয়া শাক মুরগিকে দাও। খাতায় তীর দিয়ে চাকা আঁকো: বাগান → মুরগি → বিষ্ঠা → গাদা → বাগান।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

পালা বদলের বাগান ও মুরগির শাক-বেড ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- গত বছর বেড ১-এ আলু ছিল; এ বছর সেখানে আবার আলু করলে কী হতে পারে? নকশায় সেখানে এখন কোন দল?
- মুরগি শাক-বেডে ঢুকলে এক দিনে কী হবে? বেড়া না দিয়ে অন্য কী উপায় আছে?
- তাজা মুরগির বিষ্ঠা গাছের গোড়ায় দিলে গাছ পুড়ে যায় কেন বলে মনে হয়? পচলে কী বদলায়?

নিরাপত্তা

মুরগির বিষ্ঠা তোলার সময় নাক-মুখ গামছায়, স্যান্ডেল পায়ে; পরে সাবান। খুরপি নিজের, কোদাল বড়দের। বীজ বোনার আগে-পরে হাত ধোও; বীজ মুখে নয়। কলসির ঢাকনা সবসময় বন্ধ (মশা)।

অভিভাবকের জন্য

এ বছর বাগান «দ্বিতীয়» ভূমিকায় — সময় কম, তাই বেড ছোট রাখুন ও শিশুর গত বছরের দক্ষতা ধরে দ্রুত এগোন; নতুন কৌশল শেখানোর চাপ নেই। শাক-বেড ও বিষ্ঠা-কম্পোস্ট এ বছরের আসল যোগ: খামারের খাবার-খরচ কমানো ও বাগানের সার — দুটোই পরে হিসাবে আসবে (জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক)। মুরগির তাজা বিষ্ঠা খুব «গরম» (নাইট্রোজেন বেশি), তাই পচিয়ে ব্যবহার — আশ্বিনে বিস্তারিত।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

বৈশাখ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — গুনি ও লক্ষ্য লিখি

দিন ১	সকালে পাল গুনি; মুরগি, মোরগ, বড় হওয়া ছানা আলাদা লিখি	☐
দিন ২	বছরের লক্ষ্য খাতার প্রথম পাতায় লিখি; গত বছরের ডিমের দাগ-চিত্র পাশে রাখি	☐
দিন ৩	ঘরের জায়গা বাছি; ফিতায় মেপে চার খুঁটির জায়গা চিহ্ন দিই	☐
দিন ৪	২৫ ÷ ৪ হিসাব; নকশা আঁকি (মেঝে ও পাশের ছবি), মাপ লিখি	☐
দিন ৫	বীজ ব্যাংক খুলে ১০ দানার গজানো-পরীক্ষা বসাই	☐

ইসলামি: আয়াতুল কুরসি — গত বছরের প্রথম অর্ধেক ঝালাই, বাকি অংশ শোনা। নতুন কাজের নিয়ত।

ইংরেজি: farm, house — «This is my farm.»

প্রযুক্তি: বড়দের ফোনে ছক (স্প্রেডশিট) অ্যাপে «খামারের খাতা» খোলা; প্রথম সারিতে তারিখ, মুরগি, হাঁস, ডিম — চারটি ঘরের নাম টাইপ করা।

সপ্তাহ ২ — ঘর ওঠে

দিন ১	বড়রা খুঁটি পোঁতেন; আমি উচ্চতা ও খাড়া মাপি	☐
দিন ২	মেঝের বাতা বাঁধা; ফাঁক সমান কি না স্কেলে দেখি	☐
দিন ৩	দেয়াল: চাটাই বাঁধি বা খড়-কাদা লেপি	☐
দিন ৪	দক্ষিণ-পূর্বে জালির জানালা; দরজা ও ছিটকিনি	☐
দিন ৫	পালা বদলের নকশা দেখে চার বেডে কম্পোস্ট মিশাই	☐

ইসলামি: আয়াতুল কুরসি পুরোটা বড়দের সাথে। ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া।

ইংরেজি: roof, door — «The door is closed at night.»

প্রযুক্তি: রোজ সন্ধ্যায় ছকে এক সারি নিজে ভরা: আজকের ডিম ও পাল সংখ্যা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

বৈশাখ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — পার্চ, বাসা, বোনা

দিন ১	চাল ছাওয়া (বড়রা); আমি নিচ থেকে খড় এগিয়ে দিই	☐
দিন ২	পার্চ মেপে বাঁধি: ২৫ × ২০ সেমি = ৫ মিটার	☐
দিন ৩	৫–৬টি ঝুড়িতে খড় — ডিমের বাসা; ছাই ছিটাই; সন্ধ্যায় মুরগি তুলি	☐
দিন ৪	পাতা-দলের বেডে শাক-ডাঁটা, ফল-দলের বেডে ঢেঁড়স-ঝিঙা সারিতে বুনি	☐
দিন ৫	শিম-দলের বেডে বরবটি; প্রতি বেডে লেবেল-খুঁটি	☐

ইসলামি: আয়াতুল কুরসির অর্থ শোনা: আল্লাহ চিরজীবী, কখনো ঘুমান না — রাতে আমার মুরগিদেরও তিনি দেখেন। নামাজ: ফজরের ২ রাকাত সুন্নত যোগ।

ইংরেজি: window, count — «I count my hens every morning.»

প্রযুক্তি: ছকের নিচে «মোট» ঘরে বড়দের সাথে যোগফল বসানো দেখা; হাতে যোগ করে মিলানো।

সপ্তাহ ৪ — শাক-বেড ও চাকা

দিন ১	শাক-বেড: ঘেরা দিই, কলমি-পুঁইয়ের ডাল পুঁতি, হেলেঞ্চা-ডাঁটা ছিটাই	☐
দিন ২	কলসি-মাদায় পানি; লাউ-কুমড়ায় হাতে পরাগায়ন	☐
দিন ৩	ঘরের নিচের বিষ্ঠা তুলে গাদায়; খামারের চাকা আঁকি	☐
দিন ৪	নতুন ঘরের প্রথম সপ্তাহ: কে পার্চে, কে মেঝেতে, কোথায় ডিম — খাতায়	☐
দিন ৫	ঘরের মোট খরচ যোগ করি; মাসের খাতা পূরণ	☐

ইসলামি: আয়াতুল কুরসি একা বলা; ঘুমের আগে পড়ার অভ্যাস। মাসের হাদিস মুখস্থ।

ইংরেজি: feed, water + ঝালাই। «I feed them and give water.»

প্রযুক্তি: মাসের ছকে ৪ সপ্তাহের ডিমের মোট দেখা; কোন সপ্তাহে বেশি?

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

বৈশাখ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

আয়াতুল কুরসি (পূর্ণ)

সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫ — কুরআনের সবচেয়ে মহান আয়াত। গত চৈত্রে প্রথম অর্ধেক শিখেছিলে; এ মাসে পুরোটা। নবীজি ﷺ জানিয়েছেন, ঘুমের আগে এটি পড়লে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক থাকে (সহিহ বুখারি)।

এ মাসের দোয়া

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

অর্থ: আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম; আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«আল্লাহ পছন্দ করেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করে, সে তা নিখুঁতভাবে করুক।»

ভাবার্থ — শুআবুল ঈমান (বায়হাকি); হাসান

গল্প ও ভাবনা

তুমি কি জানো, নবীজি ﷺ নিজের হাতে মসজিদ বানিয়েছেন? মদিনায় পৌঁছে প্রথম যে কাজগুলো তিনি করলেন, তার একটি মসজিদে নববী তৈরি — তিনি নিজে কাঁধে ইট বয়েছেন, সাহাবিদের সাথে ছড়া বলতে বলতে কাজ করেছেন। ঘর বানানো কোনো ছোট কাজ নয়। আর তিনি শিখিয়েছেন: যে কাজই করো, সুন্দর করে করো — খুঁটি খাড়া, মাপ ঠিক, চাল যেন না চোঁয়ায়। তোমার মুরগির ঘরটিও তা-ই: তাড়াহুড়ো করে বানালে বর্ষায় ভিজবে, রোগ আসবে, মুরগি মরবে। সুন্দর করে বানালে পাঁচ বছর টিকবে। আর আয়াতুল কুরসি বলে, আল্লাহ কখনো ঘুমান না, ঝিমানও না — আকাশ-মাটির সবকিছু তিনি দেখছেন। রাতে তুমি ঘুমাও, কিন্তু তোমার মুরগির ঘরের বাইরে শিয়াল ঘোরে। তুমি দরজা বন্ধ করবে — এটি তোমার দায়িত্ব; তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করবে — এটি তোমার ঈমান। দরজা না লাগিয়ে শুধু দোয়া নয়, আবার দরজা লাগিয়ে নিজের ওপর অহংকারও নয়। দুটো একসাথে — এর নামই তাওয়াক্কুল। নবীজি ﷺ এক সাহাবিকে বলেছিলেন: «উটটি আগে বাঁধো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো» (তিরমিজি)।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- প্রতিটি কাজ সুন্দর করে, মাপ মেনে, শেষ পর্যন্ত করি — আধা করে ফেলে রাখি না।
- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া পড়ি; রাতে ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসি।
- নিজের চেষ্টা পুরো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা — দরজা বন্ধ করে দোয়া।
- নামাজ: এ বছর ফরজের সাথে সুন্নত যোগ হবে। এ মাসে ফজরের ২ রাকাত সুন্নত (ফরজের আগে)।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

farm খামার	**house** ঘর	**roof** চাল / ছাদ	**door** দরজা
window জানালা	**count** গোনা	**feed** খাওয়ানো / খাবার	**water** পানি / পানি দেওয়া

This is my farm.	এটি আমার খামার।
I count my hens every morning.	আমি রোজ সকালে মুরগি গুনি।
The door is closed at night.	রাতে দরজা বন্ধ থাকে।

খেলা

Listen and tell: অভিভাবক দুবার বলবেন — «I am eight years old. I have a small farm. I have twelve hens and one cock. We are building a new house for them. It has a roof, a door and two windows. I close the door every night.» প্রশ্ন: «How many hens?» «What does the house have?» «What do I do every night?»। তারপর **Read it:** তিনটি বাক্য বড় করে কাগজে লিখে দিন — «My farm.» «Twelve hens.» «Close the door.» — শিশু আঙুল রেখে পড়বে। এ বছর প্রতি মাসে ৬ বাক্যের গল্প আর ৩টি বাক্য দেখে পড়া থাকবে। ঘরের অংশে লেবেল: ROOF, DOOR, WINDOW।

প্রযুক্তি: ফোনের ছকে আমার খামারের খাতা ৫%

১. বড়দের ফোনে একটি ছক (স্প্রেডশিট) অ্যাপ খুলে «খামারের খাতা ১৪..» নামে ফাইল বানাও। প্রথম সারিতে চারটি ঘরের নাম টাইপ করো: তারিখ · মুরগি · হাঁস · ডিম।

২. রোজ সন্ধ্যায় কাগজের খাতা থেকে দেখে এক সারি ভরো — তুমি নিজে, সংখ্যাগুলো ইংরেজি অঙ্কে। ভুল হলে ঘরটি ছুঁয়ে আবার লেখো।

৩. সপ্তাহ শেষে বড়রা «ডিম» ঘরের নিচে যোগফলের সূত্র বসিয়ে দেখাবেন — যন্ত্র নিজেই যোগ করে! তুমি কাগজে যোগ করে মিলাও। মিলল? না মিললে কে ভুল — তুমি, না যন্ত্রে ভুল সংখ্যা ঢুকেছে?

নিয়ম

কাগজের খাতা আসল, ফোনের ছক তার নকল — আগে কাগজে, পরে ফোনে। দিনে ১৫ মিনিট, বড়দের সামনে, কাজ শেষে ফোন ফেরত। খেলা বা ভিডিও নয়।

বৈশাখ — আমার খাতা

নতুন ঘরের প্রথম মাস

তারিখ	সকালে মুরগি	সন্ধ্যায় মুরগি	পার্চে কয়টি	বাসায় ডিম	ঝোপে ডিম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] ২৫ ÷ ৪ হিসাব করে ঘরের মাপ ঠিক করতে
- [ ] মাপসহ মেঝে ও পাশের নকশা আঁকতে
- [ ] খুঁটি সমান ও খাড়া কি না মাপতে
- [ ] পার্চ ও ডিমের বাসা বানাতে
- [ ] পালা বদলের নকশা ধরে চার বেড বুনতে
- [ ] খামারের চাকা তীর দিয়ে বোঝাতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

মাস ২ · গ্রীষ্মকাল

⚖ জ্যৈষ্ঠ

মধ্য মে – মধ্য জুন
খরিপ-১ · মধুমাস

খামারের খাবার নিজে বানাই, মেপে খাওয়াই

জ্যৈষ্ঠ — মধুমাস। গাছে পাকা আম, জাম, লিচু, কাঁঠালের গন্ধ। কিন্তু দুপুরে আগুনের মতো রোদ; মুরগিরা ডানা ঝুলিয়ে হাঁ করে ছায়ায় বসে থাকে, হাঁপায়। এ মাসে ওদের পানি লাগে দ্বিগুণ।

তোমার খামারে এখন নতুন ঘর। কিন্তু খামারির সবচেয়ে বড় খরচ কী জানো? ঘর নয় — **খাবার**। বড় খামারে মোট খরচের দশ ভাগের সাত ভাগই যায় খাবারে। বাজারের বস্তার খাবার দামি, আর তাতে কী আছে কেউ জানে না। এ মাসে তুমি শিখবে দেশি উপকরণে — খুদ, কুঁড়া, খৈল, শুঁটকির গুঁড়া, ঝিনুকের গুঁড়া, শাক — নিজের হাতে খামারের খাবার বানাতে, আর **মেপে** খাওয়াতে। সাথে শুরু হবে তোমার ডিমের ব্যবসার আসল খাতা: কত আয়, কত খরচ, কারা বাঁধা ক্রেতা।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আউশ ধানের চারা বড় হচ্ছে; পাট লম্বা হচ্ছে
- আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল পাকা — বাজারে ফলের মেলা
- ঢেঁড়স, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলা, পুঁই তোলা
- তীব্র গরম; পুকুরের পানি কমে, মুরগির ডিম একটু কমে
- মাস শেষে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি, আকাশে মেঘ

এ মাসে আমি শিখব

- মুরগি ও হাঁসের খাবারের তিন অংশ চিনব: শক্তি, শরীর গড়া, হাড়-খোসা
- দেশি উপকরণে নিজের হাতে খাবার মিশাব; দাম হিসাব করব
- পাল্লায় মেপে রোজ ঠিক পরিমাণ খাওয়াব
- ডিমের ব্যবসার খাতা শুরু: আয়, খরচ, ক্রেতার তালিকা
- ৬, ৭, ৮-এর নামতা; কেজি ও গ্রামে গুণ

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- ⚖ **নিজের হাতে খামারের খাবার, মেপে খাওয়ানো**
- 💵 **ডিমের ব্যবসার খাতা ও নিয়মিত ক্রেতা**

প্রজেক্ট: নিজের হাতে খামারের খাবার, মেপে খাওয়ানো খামার

কেন করব?

মুরগি-হাঁস উঠানে চরে পোকা, ঘাস, ঝরা দানা খায় — এটি ওদের «ফ্রি খাবার»। কিন্তু ২৫টি মুরগি শুধু চরে পেট ভরাতে পারে না, আর ডিম দিতে লাগে বাড়তি খাবার। খাবারে তিনটি অংশ থাকতে হয়: **শক্তির খাবার** (খুদ, ভাঙা ভুট্টা, কুঁড়া, গমের ভুসি), **শরীর গড়ার খাবার** (সরিষার খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, ডালের ভুসি, কেঁচো, উইপোকা), আর **হাড় ও ডিমের খোসার খাবার** (ঝিনুক-শামুকের গুঁড়া, ডিমের খোসা, একটু লবণ)। সাথে সবুজ শাক। সব মিশিয়ে নিজে বানালে দাম বাজারের বস্তার প্রায় অর্ধেক, আর তুমি জানো ভেতরে কী আছে।

যা যা লাগবে

- খুদ বা ভাঙা চাল — ৪ কেজি
- কুঁড়া (ধানের তুষ-ভাঙা) — ৩ কেজি
- গমের ভুসি — ১ কেজি
- সরিষার খৈল গুঁড়া — ১ কেজি
- শুঁটকি মাছের গুঁড়া — আধা কেজি
- ঝিনুক/শামুকের গুঁড়া বা ডিমের খোসা গুঁড়া — আধা কেজি
- এক মুঠো লবণ
- বড় গামলা, কাঠের চামচ, পাল্লা
- বায়ুরোধী ড্রাম বা বস্তা (খাবার রাখতে)
- খাতা

ধাপে ধাপে কাজ

১. **উপকরণ জোগাড়:** খুদ-কুঁড়া চালকল বা গত বছরের ধান ভাঙানো থেকে; খৈল তেলের ঘানি থেকে; শুঁটকি গুঁড়া বাজার থেকে; ঝিনুক পুকুর-খাল থেকে কুড়িয়ে, শুকিয়ে, বড়দের দিয়ে ভাঙিয়ে। প্রতিটির দাম ও ওজন খাতায় লেখো।

২. **মিশাই (১০ কেজির হিসাব):** গামলায় ঢালো — খুদ ৪ কেজি + কুঁড়া ৩ কেজি + গমের ভুসি ১ কেজি + খৈল ১ কেজি + শুঁটকি গুঁড়া আধা কেজি + ঝিনুক গুঁড়া আধা কেজি + এক মুঠো লবণ। প্রতিটি পাল্লায় মেপে ঢালো। কাঠের চামচে ভালো করে মেশাও, যেন সব জায়গায় একই রকম হয়।

৩. **দাম বের করি:** ১০ কেজিতে মোট কত টাকা হলো? যোগ করো। তারপর ১০ দিয়ে ভাগ — এক কেজির দাম। বাজারের বস্তার এক কেজির দামের সাথে তুলনা করো।

৪. **কত খাওয়াব:** একটি ডিম-পাড়া দেশি মুরগির দিনে প্রায় ৬০–৭০ গ্রাম মিশ্র খাবার লাগে; হাঁসের ১০০–১২০ গ্রাম (ওরা বেশি চরে খায়, তাই কম দিলেও চলে)। চরে খেলে অর্ধেক। তোমার পালে ১২টি মুরগি হলে — ১২ × ৬০ = ৭২০ গ্রাম। পাল্লায় ৭২০ গ্রাম মেপে দেখো কত হয় — একটি মগ বা কৌটা দিয়ে «এক মাপ» ঠিক করো।

৫. **দুই বেলা, পাত্রে:** সকালে অর্ধেক, বিকেলে অর্ধেক। মাটিতে ছিটিয়ে নয় — লম্বা কাঠের বা বাঁশের পাত্রে, যাতে সবাই পায় ও নষ্ট না হয়। দুর্বল ও ছোটরা যেন ধাক্কা না খায় — দুটো পাত্র দাও।

৬. **সবুজ ও পানি:** রোজ শাক-বেড থেকে এক মুঠো কলমি-হেলেঞ্চা কুচিয়ে দাও। পানির পাত্র সকাল-দুপুর-বিকেল তিনবার ভরো — গরমে পানি ছাড়া মুরগি ডিম বন্ধ করে দেয়। পাত্র ছায়ায় রাখো।

৭. **সংরক্ষণ:** মেশানো খাবার বায়ুরোধী ড্রামে, ঠান্ডা শুকনো জায়গায়। এক সপ্তাহের বেশি রেখো না — ছাতা পড়ে; ছাতা-পড়া খাবার বিষ। ইঁদুর ঢোকে কি না দেখো।

৮. **খাবারের খাতা:** রোজ কত গ্রাম দিলে, মাস শেষে মোট কত কেজি, কত টাকা — এটিই খামারের প্রধান খরচ। কার্তিকে এ সংখ্যা দিয়ে তুমি বের করবে এক ডিমের দাম।

নিজের হাতে খামারের খাবার, মেপে খাওয়ানো খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- খাবার দেওয়ার কত মিনিটে পাত্র খালি হয়? ৫ মিনিটে শেষ = কম দিচ্ছ; এক ঘণ্টা পরেও পড়ে আছে = বেশি।
- কোন উপকরণটি ওরা আগে খুঁটে খায়, কোনটি ফেলে রাখে?
- নতুন খাবার শুরুর দুই সপ্তাহ পর ডিমের সংখ্যা বাড়ল, না কমল? খোসা শক্ত হলো?
- গরমের দুপুরে কয়টি মুরগি হাঁপাচ্ছে? ছায়া ও পানি যথেষ্ট কি?
- উঠানে চরে ওরা কী কী খায় — পোকা, ঘাস, কেঁচো, ঝরা আম? দেখে তালিকা করো।

123 গুনি · মাপি · লিখি

- ১০ কেজি খাবারের মোট দাম ___ টাকা। ১ কেজির দাম = ___ ÷ ১০ = ___ টাকা।
- তোমার পালে ___টি মুরগি × ৬০ গ্রাম = ___ গ্রাম রোজ। ৩০ দিনে কত কেজি? (১০০০ গ্রাম = ১ কেজি)
- মাসে খাবারে কত টাকা খরচ? কেজি × কেজির দাম।
- পানি: প্রতিটি মুরগি গরমে দিনে প্রায় আধা লিটার। ১২টি মুরগি কত লিটার? তোমার বালতিতে কত লিটার ধরে?

নিরাপত্তা

খৈল, শুঁটকি ও ঝিনুক গুঁড়ার ধুলা নাকে-চোখে যায় — মেশানোর সময় গামছায় নাক-মুখ ঢাকো, পরে হাত-মুখ ধোও। ঝিনুক ভাঙা বড়দের কাজ (ধারালো কানা)। পাল্লার কাঁটা বা ডিজিটাল পাল্লা সাবধানে। ছাতা-পড়া বা টক গন্ধের খাবার মুরগিকেও দেবে না, নিজেও ছোঁবে না। মুরগির খাবার মানুষের খাবারের পাত্রে নয়।

অভিভাবকের জন্য

অনুপাতটি দেশি মুরগির আধা-ছাড়া পালনের জন্য মোটামুটি; উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস বা হেল্পলাইন (১৬৩৫৮) থেকে এলাকার উপকরণ অনুযায়ী মিলিয়ে নিন। শুঁটকি গুঁড়া না পেলে ডালের ভুসি ও কেঁচো-উইপোকা বাড়ান। ভুট্টা পাওয়া গেলে খুদের অর্ধেক বদলে দিন। প্রধান শিক্ষা তিনটি: খাবার = খরচ, খরচ = মাপা, আর মাপা = খাতা। রোজ মেপে দেওয়ার অভ্যাসটি কখনো ছাড়তে দেবেন না, এটিই কার্তিকের «এক ডিমের দাম» হিসাবের ভিত্তি। গরমে ডিম কমা স্বাভাবিক — শিশুকে আগে বলে রাখুন।

প্রজেক্ট: ডিমের ব্যবসার খাতা ও নিয়মিত ক্রেতা বাজার ও ব্যবসা

গত বছর তুমি সাপ্তাহিক বিক্রি ও হাটের দোকান করেছ, বাঁধা ক্রেতা পেয়েছ। এ বছর ব্যবসাটি **নিয়মিত**: প্রতি সপ্তাহে একই দিনে একই ক্রেতাদের কাছে ডিম পৌঁছে দেওয়া — যেমন দুধওয়ালা রোজ দুধ দেয়। নিয়মিত ক্রেতা মানে নিয়মিত আয়। আর নিয়মিত আয় মানে নিয়মিত খাতা।

যা করব

১ **ক্রেতার তালিকা:** খাতার একটি পাতায় লেখো — কে, কোথায় থাকেন, সপ্তাহে কয়টি ডিম চান, কোন দিন। গত বছরের বাঁধা ক্রেতা দিয়ে শুরু; পরিবার ও প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করে ২–৩ জন বাড়াও। লক্ষ্য: পাঁচজন নিয়মিত ক্রেতা।

২ **দাম ঠিক করি:** বাজারে দেশি ডিমের হালি (৪টি) কত? বড়দের সাথে হাটে গিয়ে জেনে এসো। তোমার ডিম তাজা, বাড়ির — সেই দামেই বেচো, বেশি নয়, কমও নয়। খাতায় «এ মাসের দাম: ১ হালি = ___ টাকা» লেখো।

৩ **সপ্তাহের ডিম ভাগ করি:** সপ্তাহের মোট ডিম থেকে প্রথমে বাড়ির খাওয়ার জন্য রাখো, তারপর ছানা তোলার জন্য (পরে লাগবে), বাকিটা বিক্রির। ক্রেতার তালিকা অনুযায়ী ভাগ: রহিম চাচা ৮টি, খালা ৪টি… যোগ করে মিলাও।

৪ **সরবরাহের দিন:** ঠিক দিনে, ঠিক সময়ে, খড়-বিছানো ঝুড়িতে। প্রতিটি ডিম পরিষ্কার, ফাটা নয়। সালাম দিয়ে, গুনে হাতে দাও, টাকা গুনে নাও, খাতায় লেখো: তারিখ, কে, কয়টি, কত টাকা।

৫ **আয়ের খাতা ও খরচের খাতা:** দুটি আলাদা পাতা। আয়ের পাতায় প্রতিটি বিক্রি; খরচের পাতায় প্রতিটি খরচ — খাবারের উপকরণ, ঝুড়ি, ছাই-চুন, টিকা (পরে)। সপ্তাহ শেষে দুই পাতার মোট পাশাপাশি লেখো।

৬ **তিন কৌটা:** সপ্তাহের আয় আগের মতো তিন ভাগ — সদকা, সঞ্চয়, খরচ। কিন্তু এ বছর নতুন নিয়ম: খরচের ভাগ থেকে আগে খামারের খাবার কিনতে হবে, তারপর যা থাকে তা তোমার।

৭ **ক্রেতার কথা শুনি:** প্রতি ক্রেতাকে মাসে একবার জিজ্ঞেস করো — ডিম কেমন লাগল? আরও লাগবে? কখন দিলে সুবিধা? উত্তর খাতায় লেখো। এটাই ব্যবসার সবচেয়ে দামি তথ্য।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

ডিমের ব্যবসার খাতা ও নিয়মিত ক্রেতা ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- এক ক্রেতা বললেন, «এ সপ্তাহে ডিম লাগবে না» — কিন্তু তুমি ওঁর জন্য ৮টি রেখেছ। এখন কী করবে?
- তোমার ডিম বাজারের চেয়ে ৫ টাকা বেশি দামে কেউ কিনবে কেন? আর কেউ ৫ টাকা কমে চাইলে?
- গরমে ডিম কমে গেলে ক্রেতাদের কী বলবে? আগে থেকে জানানো কেন ভালো?

নিরাপত্তা

ডিম ধোবে না (খোসার সুরক্ষা উঠে যায়), শুধু শুকনো কাপড়ে মোছো; নোংরা বা ফাটা ডিম বিক্রির ঝুড়িতে নয়। টাকা গুনে বড়দের জিম্মায়। ক্রেতার বাড়িতে একা নয় — বড়দের সাথে। ডিমের ঝুড়ি রোদে ফেলে রেখো না।

অভিভাবকের জন্য

এ বছর ব্যবসার মূল শিক্ষা «নিয়মিততা»: একই দিনে, একই মানে, একই দামে। ক্রেতা হারানোর সবচেয়ে বড় কারণ অনিয়ম — সেটি শিশুকে অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে দিন। ডিমের দাম স্থানীয় বাজারদরে রাখুন; সন্তানের ডিম বলে আত্মীয়রা বেশি দিতে চাইলে বিনয়ের সাথে না করতে শেখান — ন্যায্য দামই সততা। আয়-খরচের দুই পাতা সারা বছর চলবে; চৈত্রে এটিই বার্ষিক লাভ-ক্ষতি। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে টাকা নেওয়া পৌষে শেখানো হবে।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

জ্যৈষ্ঠ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — তিন অংশের খাবার

দিন ১	মুরগিরা উঠানে কী কী খায় তালিকা করি; তিন অংশ চিনি	☐
দিন ২	খুদ, কুঁড়া, ভুসি, খৈল, শুঁটকি, ঝিনুক জোগাড়; দাম ও ওজন লিখি	☐
দিন ৩	ঝিনুক ধুয়ে শুকাই; বড়রা ভাঙেন; ডিমের খোসা গুঁড়া করি	☐
দিন ৪	পাল্লায় মেপে ১০ কেজি খাবার মিশাই; ১ কেজির দাম বের করি	☐
দিন ৫	ক্রেতার তালিকা লিখি; হাটে গিয়ে ডিমের দাম জানি	☐

ইসলামি: সূরা আশ-শামস শোনা ও প্রথম ৫ আয়াত (সূর্য, চাঁদ, দিন, রাত — সব আল্লাহর নিদর্শন)। খাবারের আগে-পরের দোয়া ঝালাই।

ইংরেজি: food, mix — «I mix the food.»

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটরে ভাগ (÷) বোতাম চেনা: ১০ কেজির দাম ÷ ১০ = ১ কেজির দাম; হাতে করে মিলানো।

সপ্তাহ ২ — মেপে খাওয়াই

দিন ১	পালের জন্য রোজকার মাপ হিসাব: মুরগি × ৬০ গ্রাম; «এক মাপ»-এর মগ ঠিক করি	☐
দিন ২	লম্বা খাবারের পাত্র বানাই (বাঁশের চোঙ চিরে); দুই পাত্র	☐
দিন ৩	সকাল-বিকেল মেপে খাওয়াই; কত মিনিটে শেষ হয় দেখি	☐
দিন ৪	পানির পাত্র দিনে তিনবার; ছায়ায় রাখি; হাঁপানো মুরগি গুনি	☐
দিন ৫	প্রথম সাপ্তাহিক সরবরাহ: ভাগ করি, ঝুড়িতে সাজাই, দিয়ে আসি, খাতায় লিখি	☐

ইসলামি: সূরা শামস ৬ম–১০ম আয়াত। হাদিস: «প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীকে (খাওয়ানো-পানি দেওয়ায়) সওয়াব আছে।»

ইংরেজি: morning, evening (ঝালাই) + gram — «Sixty grams for one hen.»

প্রযুক্তি: ফোনের ছকে নতুন কলাম «খাবার (গ্রাম)» যোগ করা; রোজ ভরা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

জ্যৈষ্ঠ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — আয় ও খরচ

দিন ১	আয়ের পাতা ও খরচের পাতা আলাদা করি; এ পর্যন্ত সব লিখি	☐
দিন ২	শাক-বেড থেকে রোজ এক মুঠো সবুজ; বেডের আগাছা মুরগিকে	☐
দিন ৩	খাবারের ড্রাম পরীক্ষা: ছাতা? ইঁদুর? এক সপ্তাহের বেশি পুরোনো?	☐
দিন ৪	দ্বিতীয় সরবরাহ; ক্রেতাদের মতামত জিজ্ঞেস করি ও লিখি	☐
দিন ৫	ঢেঁড়স-ঝিঙা তুলি; বাগানের বিক্রিও আয়ের পাতায়	☐

ইসলামি: সূরা শামস ১১শ–১৫শ আয়াত (সালেহ আ.-এর উটনি: আল্লাহর প্রাণীকে কষ্ট দিলে কী হয়)। নামাজ: যোহরের আগে ৪ রাকাত সুন্নত শোনা।

ইংরেজি: buy, sell — «I sell eggs on Friday.»

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটরে সপ্তাহের আয় যোগ ও খরচ বিয়োগ; খাতার সাথে মিলানো।

সপ্তাহ ৪ — মাসের হিসাব

দিন ১	দ্বিতীয় ১০ কেজি খাবার মিশাই — এবার নিজে মেপে, বড়রা শুধু দেখেন	☐
দিন ২	নতুন খাবারে দুই সপ্তাহ: ডিম বাড়ল কি? খোসা? খাতায় তুলনা	☐
দিন ৩	তৃতীয় সরবরাহ; তিন কৌটায় ভাগ; খাবারের টাকা আলাদা	☐
দিন ৪	মাসে মোট খাবার কত কেজি, কত টাকা — যোগ ও গুণ	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; বর্ষার আগে ঘরের চাল ও নালা পরীক্ষা	☐

ইসলামি: সূরা শামস একা বলা। মাসের দোয়া ও হাদিস ঝালাই।

ইংরেজি: price, customer + ঝালাই। «My customer wants eight eggs.»

প্রযুক্তি: ছকে মাসের «মোট খাবার» ও «মোট ডিম» পাশাপাশি দেখা: কত গ্রাম খাবারে কয়টি ডিম?

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

জ্যৈষ্ঠ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আশ-শামস

১৫ আয়াত। সূর্য, চাঁদ, দিন-রাত, আকাশ-মাটি ও মানুষের মনের কসম — যে নিজের মনকে পবিত্র করে সে সফল। শেষে সামুদ জাতির গল্প: তারা আল্লাহর উটনিকে মেরে ফেলেছিল।

এ মাসের দোয়া

খাবারের দোয়া

শুরুতে: বিসমিল্লাহ। ভুলে গেলে মাঝখানে: বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু। শেষে: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আত'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মুসলিমিন।

অর্থ: শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নামে। — সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন ও মুসলিম বানালেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর (উপকারে) সওয়াব আছে।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম (তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানো ব্যক্তির ঘটনায়)

গল্প ও ভাবনা

নবীজি ﷺ একটি গল্প বলেছেন। এক লোক পথে হাঁটছিল, খুব তৃষ্ণা পেল। সে একটি কুয়োয় নেমে পানি খেল। উঠে দেখে একটি কুকুর তৃষ্ণায় জিভ বের করে ভেজা মাটি চাটছে। লোকটি ভাবল — আমার যেমন তৃষ্ণা পেয়েছিল, এরও তেমন। সে আবার কুয়োয় নামল, নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভরে মুখে কামড়ে ধরে উঠে এল, কুকুরটিকে খাওয়াল। আল্লাহ তার এই কাজ পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবিরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন — পশুর জন্যও কি আমাদের সওয়াব আছে? নবীজি ﷺ বললেন: «প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর জন্যই সওয়াব আছে।» এবার ভাবো — জ্যৈষ্ঠের এই গরমে তোমার মুরগিরা হাঁ করে হাঁপায়, ওদের পানির পাত্র দুপুরে খালি হয়ে যায়। তুমি যখন তিনবার পানি ভরো, মেপে খাবার দাও — প্রতিবার সওয়াব। আর সূরা শামসে আছে সামুদ জাতির কথা: আল্লাহ তাদের একটি উটনি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন ওকে কষ্ট দিয়ো না। তারা মেরে ফেলল — আর ধ্বংস হলো। প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া ছোট পাপ নয়। তাই মুরগিকে লাথি নয়, ঢিল নয়, ডানা ধরে ঝোলানো নয়।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- খাবারের আগে বিসমিল্লাহ, পরে আলহামদুলিল্লাহ — আমার জন্য, মুরগির খাবার দেওয়ার সময়ও।
- কোনো প্রাণীকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় রাখি না; মারি না, ঢিল ছুড়ি না, খেলার ছলে ভয় দেখাই না।
- মুরগির পাত্রে খাবার দেওয়ার আগে নিজের খাবার নয় — আগে দায়িত্ব, পরে অধিকার।
- নামাজ: যোহরের আগে ৪ রাকাত সুন্নত যোগ হলো। ফজর ২+২, যোহর ৪+৪।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

food খাবার	**mix** মেশানো	**gram** গ্রাম	**buy** কেনা
sell বেচা	**price** দাম	**customer** ক্রেতা	**hot** গরম

I mix the food for my hens.	আমি মুরগির খাবার মেশাই।
I sell eggs on Friday.	আমি শুক্রবারে ডিম বেচি।
Sixty grams for one hen.	একটি মুরগির জন্য ষাট গ্রাম।

খেলা

Listen and tell: «It is very hot. My hens are thirsty. I give them water three times a day. I mix rice, bran and fish powder. Each hen eats sixty grams. On Friday I sell eggs to my customers.» প্রশ্ন: «How many times do I give water?» «What do I mix?» «When do I sell eggs?»। **Read it:** «Hot day.» «Mix the food.» «Sell eggs.»। সাথে **How much?** খেলা: ডিমের ঝুড়ি দেখিয়ে «How much for four eggs?» — শিশু ইংরেজিতে সংখ্যা বলবে (১–৫০ এ মাসে)।

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটরে ভাগ — এক কেজির দাম ৫%

১ খাতায় ১০ কেজি খাবারের মোট দাম লেখা আছে। ক্যালকুলেটরে সংখ্যাটি টাইপ করো, তারপর ÷ বোতাম, তারপর ১০, তারপর =। এটাই ১ কেজির দাম।

২ এবার তোমার পালের রোজকার খাবার: মুরগির সংখ্যা × ৬০ = গ্রাম। তারপর × ৩০ = মাসে কত গ্রাম। ÷ ১০০০ = কত কেজি। প্রতিটি ধাপ খাতায় লেখো, তারপর ক্যালকুলেটরে মিলাও।

৩ যন্ত্র যা বলে, তা কি মনে হয় ঠিক? ১২টি মুরগি মাসে ২১ কেজি খাবে — বিশ্বাসযোগ্য? যদি ২১০০ কেজি আসে, কোথায় ভুল টিপেছ?

নিয়ম

আগে খাতায় আন্দাজ লেখো, তারপর যন্ত্রে। উত্তর অদ্ভুত লাগলে যন্ত্র নয়, আঙুল ভুল করেছে — আবার করো। ক্যালকুলেটর বড়দের ফোনে, দিনে ১৫ মিনিটের মধ্যে।

জ্যৈষ্ঠ — আমার খাতা

খাবার ও ডিমের খাতা

তারিখ	খাবার (গ্রাম)	পানি ভরলাম (বার)	ডিম	বিক্রি (টি)	টাকা

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] খাবারের তিন অংশ বলতে ও উপকরণ চিনতে
- [ ] পাল্লায় মেপে ১০ কেজি খাবার মিশাতে
- [ ] ১ কেজির দাম ভাগ করে বের করতে
- [ ] পালের রোজকার খাবার গুণ করে হিসাব করতে
- [ ] আয় ও খরচ আলাদা পাতায় লিখতে
- [ ] নিয়মিত ক্রেতাকে ঠিক দিনে ডিম দিতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

মাস ৩ · বর্ষাকাল

আষাঢ়

হাঁসের বাচ্চা এলো খামারে

মধ্য জুন – মধ্য জুলাই
খরিপ-২ মৌসুমের শুরু

আষাঢ়ের মেঘ ডেকে বৃষ্টি নামল। খাল-বিল-ডোবা ভরে উঠল নতুন পানিতে, ব্যাঙের ডাক, কদম ফুল। মুরগিরা বৃষ্টি দেখে ঘরে ঢুকে যায়; কিন্তু হাঁসেরা? ওরা বৃষ্টিতে নাচে! বর্ষা হাঁসের ঋতু — তাই এ মাসেই তোমার খামারে আসবে নতুন সদস্য: **৮–১০টি দেশি হাঁসের বাচ্চা**।

হাঁস আর মুরগি দেখতে কাছাকাছি, কিন্তু স্বভাব আলাদা। মুরগি উঁচুতে ঘুমায়, হাঁস মাটিতে; মুরগি ধুলায় গড়ায়, হাঁস পানিতে; মুরগি দিনে ডিম পাড়ে যেখানে-সেখানে, হাঁস পাড়ে ভোরে ঘরের ভেতরে। হাঁস শামুক খায়, ধানখেতের পোকা খায়, আর ওর ডিম মুরগির ডিমের চেয়ে বড়। এ মাসে তুমি ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে প্রথম তিন সপ্তাহ উষ্ণ রাখবে, তারপর ধাপে ধাপে পানিতে নামাবে। আর বর্ষার নতুন পানিতে শিখবে — হাঁস আর মাছ কীভাবে বন্ধু।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানের বীজতলা; চাষিরা জমি চষছেন
- গাছের চারা রোপণের মৌসুম; আউশ পাকছে
- খাল-বিলে নতুন পানি; দেশি মাছের ডিম ও পোনা
- হাঁসের বাচ্চার সময়; হাঁস-মুরগির অসুখের মৌসুমও
- কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা; মাচায় ঝিঙা-চালকুমড়া

এ মাসে আমি শিখব

- ভালো হাঁসের বাচ্চা চিনে কিনব বা ফোটাব
- প্রথম তিন সপ্তাহ উষ্ণ ঘরে (ব্রুডার) বাচ্চা বাঁচিয়ে রাখব
- ধাপে ধাপে পানিতে নামাব; হাঁসের ঘর বানাব
- বর্ষার নতুন পানিতে দেশি মাছ চিনব; হাঁস-পুকুরের বন্ধুত্ব বুঝব
- ২৮ দিন গুনে ক্যালেন্ডারে দাগ; ৯-এর নামতা

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **হাঁসের বাচ্চা তোলা ও হাঁসের ঘর**
- **দেশি মাছ ও হাঁস-পুকুরের বন্ধুত্ব**

প্রজেক্ট: হাঁসের বাচ্চা তোলা ও হাঁসের ঘর খামার

কেন করব?

দেশি হাঁস কম খরচে বেশি ডিম দেয় — ভালো দেশি হাঁস বছরে মুরগির চেয়ে অনেক বেশি ডিম পাড়ে, আর খাবারের অর্ধেক নিজে খাল-বিল-খেত থেকে জোগাড় করে: শামুক, গুগলি, পোকা, কচি ঘাস, ঝরা ধান। বর্ষায় বাচ্চা তুললে ওরা ভাদ্র-আশ্বিনে নতুন পানিতে চরে বড় হবে, অগ্রহায়ণে নাড়া-খেতে ঝরা ধান খাবে, আর শীতের শুরুতে ডিম দিতে শুরু করবে। কিন্তু হাঁসের বাচ্চার প্রথম তিন সপ্তাহ খুব নাজুক — ঠান্ডা, ভেজা, বিড়াল, কাক — তাই এ সময়টা খামারির পরীক্ষা।

যা যা লাগবে

- ৮–১০টি দেশি হাঁসের বাচ্চা (১–৩ দিন বয়সী) অথবা ১০–১২টি হাঁসের ডিম ও একটি কুঁচে মুরগি
- ব্রুডার: বড় ঝুড়ি বা বাঁশের ঝাঁপি, নিচে খড় বা কাঠের গুঁড়া, ওপরে চটের ঢাকনা
- অগভীর পানির পাত্র (ডুবে যাবে না এমন), নুড়ি
- মিহি খুদ, সেদ্ধ ভাত, ভাঙা ডাল
- গত বছরের পুরোনো মুরগির ঘর (হাঁসের ঘরের জন্য)
- চট বা বস্তা, খড়
- ক্যালেন্ডার, খাতা, পাল্লা

ধাপে ধাপে কাজ

১ **বাচ্চা বাছি:** হাট বা পরিচিত খামারির কাছ থেকে দেশি হাঁসের বাচ্চা। ভালো বাচ্চা: চোখ উজ্জ্বল, পা শক্ত, চটপটে, নাভি শুকনো, পালক নরম ও শুকনো, ডাকছে। ঝিমানো, পা বাঁকা, ভেজা-নেতানো বাচ্চা নয়। বাড়ির বা প্রতিবেশীর কুঁচে মুরগির নিচে হাঁসের ডিম দিয়েও ফোটানো যায় — ২৮ দিন (ফাল্গুনে আমরা নিজেরা করব)।

২ **ব্রুডার সাজাই:** ঘরের ভেতরে, বাতাস-ঠান্ডা থেকে আড়ালে, বড় ঝুড়িতে ৫ সেন্টিমিটার শুকনো খড় বা কাঠের গুঁড়া। ওপরে চট দিয়ে অর্ধেক ঢাকা — উষ্ণ কিন্তু বাতাস চলে। প্রতি বাচ্চার জন্য প্রায় দুই হাত-তালুর জায়গা।

৩ **উষ্ণতা পড়ি:** বাচ্চারা যদি সব এক জায়গায় গাদাগাদি করে কাঁপে — ঠান্ডা লাগছে, আরও ঢাকো, রাতে পাশে গরম পানির বোতল কাপড়ে মুড়ে দাও। যদি ঝুড়ির কিনারে ছড়িয়ে হাঁ করে থাকে — গরম লাগছে, চট সরাও। সমান ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ালে — ঠিক আছে। আগুন বা হারিকেন ব্রুডারের কাছে নয়।

৪ **প্রথম খাবার ও পানি:** প্রথম দিনে শুধু পানি — অগভীর পাত্রে, ভেতরে নুড়ি, যাতে বাচ্চা ভিজে না যায়। হাঁসের বাচ্চা খাবারের সাথে পানি খায় — পানি ছাড়া গলায় আটকে যায়। তারপর সেদ্ধ ভাত বা মিহি খুদ দিনে ৫–৬ বার, অল্প অল্প। দুই সপ্তাহ পর জ্যৈষ্ঠের মিশ্র খাবার মিহি করে।

৫ **রোজ গুনি, ওজন করি:** সকাল-সন্ধ্যা গুনে খাতায়। সপ্তাহে একদিন একটি ছোট ঝুড়িতে সব বাচ্চা দিয়ে পাল্লায় ওজন, ঝুড়ির ওজন বাদ, বাচ্চার সংখ্যা দিয়ে ভাগ — একটির গড় ওজন। সপ্তাহে কত বাড়ছে?

৬ **পানিতে নামাই — ধাপে ধাপে:** প্রথম সপ্তাহ শুধু পানির পাত্র। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোদের দুপুরে একটি চওড়া গামলায় দুই আঙুল পানি, ৫ মিনিট, তারপর শুকনো খড়ে। তৃতীয় সপ্তাহে ১০–১৫ মিনিট। চার সপ্তাহের পর, পালক ঠিকমতো এলে, বড়দের সাথে ডোবায়। ভেজা বাচ্চা সাথে সাথে মুছে উষ্ণ জায়গায়।

৭ **হাঁসের ঘর:** গত বছরের পুরোনো মুরগির ঘর মেরামত করে হাঁসের ঘর বানাও — হাঁস পার্চে বসে না, তাই মেঝেতে পুরু শুকনো খড়; রাতে মাটিতে পানি জমলে ভেতরটা যেন উঁচু ও শুকনো থাকে। মুরগির ঘর থেকে আলাদা — দুজনের রোগ আলাদা, খাবার আলাদা।

৮ **টিকার তারিখ:** বড়দের সাথে প্রাণিসম্পদ অফিসে জেনে নাও হাঁসের বাচ্চার প্রথম টিকা (ডাক-প্লেগ ও ডাক-কলেরা) কোন বয়সে। ক্যালেন্ডারে দাগ দাও — শ্রাবণে আমরা পুরো খামারের টিকার ক্যালেন্ডার বানাব।

হাঁসের বাচ্চা তোলা ও হাঁসের ঘর খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- ব্রুডারে বাচ্চারা কোথায় জড়ো হয় — মাঝখানে গাদাগাদি, কিনারে ছড়ানো, না সমান? দিনে তিনবার দেখে চিহ্ন দাও।
- হাঁসের বাচ্চা আর মুরগির ছানার পা, ঠোঁট ও হাঁটা — কী কী তফাত?
- কোন বাচ্চাটি সবার আগে খায়, কোনটি সবসময় পেছনে? দুর্বলটিকে আলাদা করে খাওয়াও।
- প্রথমবার গামলার পানিতে নামালে ওরা কী করে? কত সেকেন্ডে পানি ছিটাতে শুরু করে?
- বাচ্চার গায়ে ভেজা থাকে কি? ভেজা বাচ্চা কাঁপে কেন?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- ক্যালেন্ডারে বাচ্চা আসার দিন থেকে ২১ দিন (ব্রুডার শেষ) ও ২৮ দিন (ডোবায় নামা) গুনে দাগ দাও।
- সপ্তাহে একবার: মোট ওজন ___ গ্রাম ÷ ___টি বাচ্চা = একটির গড় ওজন ___ গ্রাম। চার সপ্তাহের চারটি সংখ্যা পাশাপাশি।
- দিনে ৬ বার খাবার × ৭ দিন = সপ্তাহে কতবার? ৯টি বাচ্চা × ৬ বার = দিনে কতবার পাত্র ভরা?
- ১০টি বাচ্চা এনেছিলে, এক মাস পর কয়টি? কয়টি হারাল, কেন — খাতায় কারণসহ।

নিরাপত্তা

ডোবা-পুকুর-খালে বাচ্চা নামানো সবসময় বড়দের সাথে; তুমি পাড়ে, পানিতে নয়। বর্ষায় সাপ, জোঁক — পাড়ে লাঠি দিয়ে শব্দ করে হাঁটো, খালি পায়ে ঘাসে নয়। বাচ্চা ধরার পর, বিষ্ঠা পরিষ্কারের পর সাবান। বাচ্চাকে চেপে ধরবে না — দুই হাতের তালুতে, বুকের কাছে। ব্রুডারের পাশে আগুন, হারিকেন, মোমবাতি নয়। মরা বাচ্চায় হাত দেবে না।

অভিভাবকের জন্য

দেশি হাঁসের বাচ্চা বর্ষায় হাটে ও স্থানীয় খামারিদের কাছে সহজলভ্য; জাত চিনতে ওস্তাদ চাষির সাহায্য নিন (খাকি ক্যাম্বেল বিদেশি জাত — এ সিরিজে দেশি জাতই লক্ষ্য)। প্রথম তিন সপ্তাহে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হতে পারে — ঠান্ডা, ভেজা, বিড়াল-কাক-বেজি, ও পানি ছাড়া খাবারে গলায় আটকানো মূল কারণ; শিশুকে দোষ না দিয়ে প্রতিটি ক্ষতির কারণ একসাথে খুঁজুন ও খাতায় লিখুন। হাঁস ও মুরগির ঘর, পানি ও খাবার আলাদা রাখুন। ডাক-প্লেগ টিকা হাঁসের সবচেয়ে জরুরি টিকা — সময়সূচি অবশ্যই উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে নিন; এ বইয়ে মাত্রা দেওয়া হয়নি ইচ্ছে করেই।

প্রজেক্ট: দেশি মাছ ও হাঁস-পুকুরের বন্ধুত্ব মাছ

গত দুই বছরে তুমি দেশি মাছ চিনেছ, গামলায় পালেছ, খাবার বানিয়েছ, পানি পরীক্ষা করেছ। এ বছর একটি নতুন প্রশ্ন: হাঁস আর মাছ একসাথে থাকলে কী হয়? উত্তর: দুজনেরই লাভ। হাঁসের বিষ্ঠা পানিতে পড়ে ছোট ছোট প্রাণী (প্ল্যাংকটন) জন্মায়, মাছ সেগুলো খায়; হাঁস পানি নাড়ে, বাতাস মেশায়, শামুক-পোকা খেয়ে পুকুর পরিষ্কার রাখে। বাংলাদেশের অনেক চাষি এভাবে **হাঁস-মাছ একসাথে** চাষ করেন।

যা করব

১ **নতুন পানির মাছ দেখি:** বৃষ্টির পর বড়দের সাথে খাল-বিলের পাড়ে যাও। এ সময় কই, শিং, মাগুর, টাকি, পুঁটি, মলা, ট্যাংরা নতুন পানিতে উজান ঠেলে আসে, ডিম পাড়ে। চেনা মাছের নাম খাতায়; অচেনা মাছ ওস্তাদ চাষিকে জিজ্ঞেস করো।

২ **চাড়িতে কই-শিং:** বড় চাড়ি বা মাটির গামলায় (গত বছরের মতো) ১০–১৫টি দেশি কই বা শিংয়ের পোনা। পানি অর্ধেক পুকুর বা খালের, অর্ধেক কলের, এক দিন রেখে। কচুরিপানা ছোট এক মুঠো ছায়ার জন্য।

৩ **হাঁসের বিষ্ঠার পরীক্ষা:** দুটি স্বচ্ছ বোতলে পুকুরের পানি। একটিতে এক চিমটি শুকনো হাঁসের বিষ্ঠা, অন্যটিতে কিছু না। দুটোই রোদে এক সপ্তাহ। কোন বোতলের পানি সবুজ হলো? সবুজ মানে ছোট্ট উদ্ভিদ জন্মেছে — মাছের প্রথম খাবার। বেশি সবুজ-ঘোলা হলে কিন্তু বিপদ — তখন বাতাস কমে যায়।

৪ **হাঁস-পুকুর দেখি:** এলাকায় কেউ পুকুরে হাঁস পালেন? বড়দের সাথে দেখতে যাও। পুকুরের কতটুকুতে হাঁসের ঘর, কয়টি হাঁস, মাছ কেমন হয় — জিজ্ঞেস করে লেখো। সাধারণ নিয়ম: প্রতি শতক পুকুরে অল্প কয়েকটি হাঁস; বেশি হলে পানি নষ্ট।

৫ **চাড়ির মাছের খাবার:** গত বছরের মতো কুঁড়া-খৈলের বড়ি, মেপে, দিনে দুবার। এ বছর যোগ: সপ্তাহে একদিন চাড়ির পানিতে এক চিমটি শুকনো হাঁসের বিষ্ঠা — আর এক সপ্তাহ পর পানির রং ও মাছের চলাফেরা তুলনা করো।

৬ **পানি বদল:** সপ্তাহে একবার অর্ধেক পানি বদল; বৃষ্টির পানি জমলে উপচে যাওয়ার আগে সরাও। মাছ ভাসলে বা হাঁ করলে বাতাস কম — সাথে সাথে পানি বদল।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

দেশি মাছ ও হাঁস-পুকুরের বন্ধুত্ব ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- হাঁসের বিষ্ঠা অল্পে মাছের খাবার, বেশিতে বিষ — এমন আর কী কী আছে যা অল্পে ভালো, বেশিতে খারাপ? (সার? লবণ? রোদ?)
- হাঁস পুকুরে শামুক খায়; শামুক কম হলে কার লাভ, কার ক্ষতি?
- মুরগির বিষ্ঠা কি পুকুরে দেওয়া যায়? হাঁসের সাথে কী তফাত বলে মনে হয়? ওস্তাদ চাষিকে জিজ্ঞেস করো।

নিরাপত্তা

খাল-বিল-পুকুরের পাড়ে বড়দের হাত ধরে; নতুন পানিতে স্রোত থাকে, পাড় পিছল। কই-শিং-মাগুরের কাঁটায় বিষ — মাছ হাত দিয়ে ধরবে না, ছাঁকনিতে। চাড়ির পানিতে হাত দেওয়ার পর সাবান। বিষ্ঠা-পরীক্ষার বোতল মুখে নয়; শেষে বড়রা ফেলবেন।

অভিভাবকের জন্য

হাঁস-মাছ সমন্বিত চাষ বাংলাদেশে প্রচলিত ও মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমোদিত পদ্ধতি; মাত্রা (প্রতি শতকে হাঁসের সংখ্যা) উপজেলা মৎস্য অফিস বা হটলাইন (১৬১২৬) থেকে জেনে নিন। নিজেদের পুকুর না থাকলেও বোতলের পরীক্ষা ও প্রতিবেশীর পুকুর-ভ্রমণ দিয়ে ধারণাটি পুরো হবে; বই ৫-এ (পুকুর ও ছাগল) এটি বড় হয়ে ফিরবে। চাড়ির মাছ শ্রাবণ-ভাদ্রে বড় হবে; আশ্বিনে খাওয়া বা পুকুরে ছাড়া।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

আষাঢ় — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — বাচ্চা আসার আগে

দিন ১	ব্রুডার সাজাই: ঝুড়ি, খড়, চট; অগভীর পানির পাত্রে নুড়ি	☐
দিন ২	পুরোনো মুরগির ঘর পরিষ্কার, মেরামত — হাঁসের ঘর	☐
দিন ৩	হাটে/খামারির কাছে ভালো বাচ্চা চিনি, কিনি; দাম খরচের পাতায়	☐
দিন ৪	প্রথম দিন: শুধু পানি; সন্ধ্যায় গুনি; রাতে গরম পানির বোতল	☐
দিন ৫	দ্বিতীয় দিন থেকে সেদ্ধ ভাত ৬ বার; ক্যালেন্ডারে ২১ ও ২৮ দিন দাগ	☐

ইসলামি: সূরা আল-লাইল শোনা ও প্রথম ৭ আয়াত (যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে, তার পথ সহজ)। বৃষ্টির দোয়া।

ইংরেজি: duck, duckling — «The ducklings are small.»

প্রযুক্তি: ফোনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখা: কাল বৃষ্টি কত শতাংশ? ব্রুডার ঢাকব কি?

সপ্তাহ ২ — উষ্ণ ও শুকনো

দিন ১	দিনে তিনবার ব্রুডারে বাচ্চাদের জড়ো হওয়া দেখি; ঠান্ডা-গরম ঠিক করি	☐
দিন ২	প্রথম সাপ্তাহিক ওজন: মোট ÷ সংখ্যা = গড়	☐
দিন ৩	দুপুরে গামলায় দুই আঙুল পানি, ৫ মিনিট; মুছে খড়ে	☐
দিন ৪	নতুন পানির মাছ দেখতে খালপাড়ে; নাম লিখি	☐
দিন ৫	চাড়িতে কই/শিংয়ের পোনা; বোতলের বিষ্ঠা-পরীক্ষা বসাই	☐

ইসলামি: সূরা লাইল ৮ম–১৪শ আয়াত। বজ্রের শব্দে দোয়া: সুবহানাল্লাযি ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহ।

ইংরেজি: warm, cold — «Keep the ducklings warm.»

প্রযুক্তি: থার্মোমিটার থাকলে ব্রুডারের ভেতর ও বাইরের তাপমাত্রা পড়া; না থাকলে ফোনের আবহাওয়ায় আজকের তাপমাত্রা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আষাঢ় — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — পানিতে নামি

দিন ১	তৃতীয় সপ্তাহ: গামলায় ১০–১৫ মিনিট; পালক দেখি	☐
দিন ২	দ্বিতীয় ওজন; গত সপ্তাহের সাথে তুলনা — কত বাড়ল?	☐
দিন ৩	মিহি মিশ্র খাবার শুরু; দুর্বল বাচ্চা আলাদা খাওয়াই	☐
দিন ৪	বোতল দুটি তুলনা: কোনটি সবুজ? চাড়িতে এক চিমটি	☐
দিন ৫	প্রাণিসম্পদ অফিসে হাঁসের টিকার বয়স জানি; ক্যালেন্ডারে লিখি	☐

ইসলামি: সূরা লাইল ১৫শ–২১শ আয়াত। হাদিস: «সবচেয়ে ভালো মানুষ সে, যে মানুষের উপকার করে।» নামাজ: যোহরের পরে ২ রাকাত সুন্নত।

ইংরেজি: swim, pond — «Ducks swim in the pond.»

প্রযুক্তি: বৃষ্টির দিনের ছবি তুলে ছকে «আবহাওয়া» কলামে এক শব্দ: rain / sun / cloud।

সপ্তাহ ৪ — ডোবায় ও ঘরে

দিন ১	চতুর্থ সপ্তাহ: বড়দের সাথে ডোবায় প্রথম সাঁতার; মুছে ঘরে	☐
দিন ২	হাঁসের ঘরে খড়; সন্ধ্যায় হাঁস তোলা শুরু — মুরগির ঘর থেকে আলাদা	☐
দিন ৩	হাঁস-পুকুর দেখতে যাই; প্রশ্ন করি, লিখি	☐
দিন ৪	চাড়ির পানি বদল; মাছের খাবার মেপে	☐
দিন ৫	মাসের খাতা: কয়টি বাচ্চা এলো, কয়টি আছে, কারণ; সাপ্তাহিক ডিম-বিক্রি চলছে	☐

ইসলামি: সূরা লাইল একা বলা। বৃষ্টি ও বজ্রের দোয়া ঝালাই।

ইংরেজি: snail, egg (ঝালাই) + ঝালাই। «Ducks eat snails.»

প্রযুক্তি: চার সপ্তাহের গড় ওজন ছকে পাশাপাশি লিখে বড়দের সাথে দাগ-চিত্র দেখা — ওপরে উঠছে?

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আষাঢ় — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-লাইল

২১ আয়াত। রাত ও দিনের কসম — মানুষের চেষ্টা দুই রকম: যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে ও ভালো কথাকে সত্য মানে — তার পথ আল্লাহ সহজ করে দেন; যে কৃপণ ও বেপরোয়া — তার পথ কঠিন।

এ মাসের দোয়া

বৃষ্টির সময়ের দোয়া

আল্লাহুম্মা সাইয়িবান নাফি'আ। — বৃষ্টির পর: মুতিরনা বিফাদলিল্লাহি ওয়া রাহমাতিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি দিন। — আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে আমাদের ওপর বৃষ্টি হলো। (সহিহ বুখারি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«নবীরা সবাই ছাগল চরিয়েছেন। আমিও মক্কাবাসীর ছাগল চরাতাম কয়েক কিরাত (সামান্য পারিশ্রমিক)-এর বিনিময়ে।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি

গল্প ও ভাবনা

তুমি কি জানো, আল্লাহর নবীরা প্রায় সবাই পশু চরিয়েছেন? মুসা (আ.) দশ বছর ছাগল চরিয়েছেন। দাউদ (আ.) ছিলেন রাখাল। আর আমাদের নবীজি ﷺ ছোটবেলায় মক্কার লোকদের ছাগল চরাতেন। কেন আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের রাখাল বানালেন? কারণ পশু পালনে শেখা যায় ধৈর্য, দয়া, দায়িত্ব, আর দুর্বলের দেখাশোনা — যে ছানাটি পেছনে পড়ে থাকে তাকে কোলে তুলে নেওয়া, যে হারিয়ে যায় তাকে খুঁজে আনা। যে পশুর খেয়াল রাখতে পারে, সে একদিন মানুষের খেয়াল রাখতে পারবে। তোমার ব্রুডারে দশটি হাঁসের বাচ্চা — ওরা কথা বলতে পারে না, কিন্তু কাঁপলে বোঝা যায় ঠান্ডা, ছড়িয়ে পড়লে বোঝা যায় গরম। ওদের ভাষা পড়তে শেখা — এটাই রাখালের শিক্ষা। সূরা লাইল বলে, আল্লাহ যার পথ সহজ করেন, সে হলো যে দেয় আর ভয় করে। তুমি যখন দুর্বল বাচ্চাটিকে আলাদা করে খাওয়াও, কেউ দেখছে না — আল্লাহ দেখছেন, আর তোমার পথ সহজ করছেন।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- দুর্বল ও ছোটকে আগে খেয়াল করি — প্রাণীর পালে, ভাইবোনের মাঝে, খেলার মাঠে।
- বৃষ্টি নামলে দোয়া; বজ্রের শব্দে তাসবিহ; বৃষ্টিকে «খারাপ আবহাওয়া» বলি না — রহমত বলি।
- কাজ করে পারিশ্রমিক নেওয়ায় লজ্জা নেই — নবীজি ﷺ-ও নিয়েছেন। লজ্জা অলসতায়।
- নামাজ: যোহরের পরে ২ রাকাত সুন্নত যোগ। যোহর এখন ৪ সুন্নত + ৪ ফরজ + ২ সুন্নত।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

duck হাঁস	**duckling** হাঁসের বাচ্চা	**warm** উষ্ণ / গরম	**cold** ঠান্ডা
swim সাঁতার কাটা	**pond** পুকুর	**snail** শামুক	**wet** ভেজা

The ducklings are small and yellow.	হাঁসের বাচ্চাগুলো ছোট ও হলুদ।
Keep the ducklings warm and dry.	বাচ্চাগুলোকে উষ্ণ ও শুকনো রাখো।
Ducks swim in the pond.	হাঁসেরা পুকুরে সাঁতার কাটে।

খেলা

Listen and tell: «It is raining. Ten ducklings came to my farm. They are small and yellow. I keep them warm in a basket. After three weeks they swim in a big bowl. Ducks love water, but hens do not.» প্রশ্ন: «How many ducklings?» «Where do I keep them?» «Who loves water?»। **Read it:** «Ten ducks.» «Warm and dry.» «Ducks swim.»। **Duck or hen?** খেলা: অভিভাবক বলবেন «It swims» — শিশু বলবে «duck»; «It sits on a perch» — «hen»; «It eats snails» — «duck»।

প্রযুক্তি: আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও থার্মোমিটার ৫%

১ বড়দের ফোনে আবহাওয়ার অ্যাপ খোলো। আজকের তাপমাত্রা কত ডিগ্রি? বৃষ্টির সম্ভাবনা কত শতাংশ? শতাংশ মানে একশোতে কত — ৮০% মানে প্রায় নিশ্চিত বৃষ্টি, ২০% মানে সম্ভবত না।

২ কাল বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি হলে আজই কী করবে? ব্রুডারের ওপরে বাড়তি চট, হাঁসের ঘরের নালা পরিষ্কার, খাবারের ড্রাম ঢাকা। খাতায় লেখো «পূর্বাভাস: ___ · আসলে হলো: ___» — সাত দিন পর মিলাও, যন্ত্র কয়বার ঠিক বলল?

৩ থার্মোমিটার থাকলে (ডিজিটাল বা কাচের) ব্রুডারের ভেতরে খড়ের ওপর রেখে পড়ো, তারপর ঘরের বাইরে। কত ডিগ্রি তফাত? বাচ্চারা কি সেই তাপে আরামে আছে?

নিয়ম

কাচের থার্মোমিটার ভঙ্গুর ও বিষাক্ত (পারদ) — বড়রা ধরবেন, তুমি পড়বে। পূর্বাভাস ভবিষ্যদ্বাণী নয়, আন্দাজ — সবসময় মিলবে না; আকাশ দেখা ও বড়দের অভিজ্ঞতাও লাগে। ফোন দিনে ১৫ মিনিট, বৃষ্টিতে বাইরে নয়।

আষাঢ় — আমার খাতা

হাঁসের বাচ্চার প্রথম মাস

তারিখ	বাচ্চা কয়টি	ব্রুডারে: গাদাগাদি / ছড়ানো / সমান	পানিতে (মিনিট)	সাপ্তাহিক গড় ওজন (গ্রাম)	মুরগির ডিম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] ভালো হাঁসের বাচ্চা চিনতে
- [ ] ব্রুডারে বাচ্চাদের জড়ো হওয়া দেখে ঠান্ডা-গরম বুঝতে
- [ ] মোট ওজন ÷ সংখ্যা = গড় বের করতে
- [ ] ধাপে ধাপে বাচ্চাকে পানিতে নামাতে
- [ ] হাঁস ও মুরগির পাঁচটি তফাত বলতে
- [ ] বোতলের পরীক্ষায় বিষ্ঠা ও সবুজ পানির সম্পর্ক বোঝাতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই _____ অভিভাবকের স্বাক্ষর _____ তারিখ _____

মাস ৪ · বর্ষাকাল

শ্রাবণ

মধ্য জুলাই – মধ্য আগস্ট
খরিপ-২ · আমন রোপণ

টিকার ক্যালেন্ডার — অসুখ আসার আগেই

শ্রাবণে বৃষ্টি থামে না। উঠান কাদা, ঘরের চালে টুপটাপ, ভেজা বাতাসে সবকিছু স্যাঁতসেঁতে। এই ভেজা মাসে খামারের সবচেয়ে বড় শত্রু জেগে ওঠে — **রোগ**। মুরগির রানীক্ষেত, কলেরা, বসন্ত; হাঁসের প্লেগ। একটি অসুস্থ পাখি থেকে এক সপ্তাহে পুরো পাল শেষ হয়ে যেতে পারে। গত বছর তুমি সুস্থ-অসুস্থ মুরগি চিনেছ, টিকা দেওয়া দেখেছ। এ বছর তুমি খামারি — তোমার পালে এখন মুরগি, বড় হওয়া ছানা, হাঁসের বাচ্চা; সবার টিকা আলাদা বয়সে।

তাই এ মাসে তুমি বানাবে **টিকা ও রোগ-প্রতিরোধের বার্ষিক ক্যালেন্ডার** — দেয়ালে টাঙানো একটি ছক, যেখানে লেখা থাকবে কোন তারিখে কার কী টিকা, কৃমির ওষুধ, ঘর জীবাণুমুক্ত করা। আর মাঠে? তোমার ছোট্ট ধানখেত এ বছর তৃতীয়বার — কিন্তু এবার উদ্দেশ্য আলাদা: খামারের জন্য খড়, খুদ আর কুঁড়া।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানের চারা রোপণের ধুম; মাঠে কাদা-পানি
- পাট কাটা, জাগ দেওয়া, আঁশ ছাড়ানো
- খাল-বিলে পানি সবচেয়ে বেশি; হাঁস খুশি, মুরগি ঘরে
- হাঁস-মুরগির রোগের মৌসুম; ভেজা ঘরে কৃমি-উকুন বাড়ে
- মাচায় ঝিঙা, চালকুমড়া, ধুন্দল; আমড়া, পেয়ারা

এ মাসে আমি শিখব

- চারটি প্রধান রোগ ও তার টিকার নাম জানব
- প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে সূচি জেনে বার্ষিক ক্যালেন্ডার বানাব
- রোজকার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, আলাদা ঘর ও মৃত্যুর খাতা চালাব
- নিজের বীজে আমন ধানখেত করব — খামারের খড়-কুঁড়ার জন্য
- ক্যালেন্ডারে সপ্তাহ ও মাস গুনে তারিখ বের করব; ১০-এর নামতা

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **টিকা ও রোগ-প্রতিরোধের বার্ষিক ক্যালেন্ডার**
- **তৃতীয় বছরের আমন ধানখেত**

প্রজেক্ট: টিকা ও রোগ-প্রতিরোধের বার্ষিক ক্যালেন্ডার খামার

কেন করব?

ওষুধ দিয়ে অসুস্থ মুরগি সারানো কঠিন ও দামি; আর রানীক্ষেতের মতো রোগের কোনো ওষুধই নেই — শুধু টিকা। টিকা হলো রোগের একটি দুর্বল নমুনা, যা শরীরকে আগে থেকে «শিখিয়ে» রাখে, যেন আসল রোগ এলে শরীর লড়তে পারে। তুমি নিজেও ছোটবেলায় টিকা নিয়েছ। কিন্তু টিকার একটি শর্ত আছে: **ঠিক বয়সে, ঠিক সময়ে, বারবার**। একবার ভুলে গেলে পুরো পাল ঝুঁকিতে। তাই বড় খামারিরা ক্যালেন্ডার ছাড়া চলেন না। রোগ ঠেকানোর বাকি তিন অস্ত্র: **শুকনো-পরিষ্কার ঘর, নতুন পাখি আলাদা রাখা, অসুস্থকে সাথে সাথে সরানো**।

যা যা লাগবে

বড় কাগজ, স্কেল, রং-পেনসিল · দেয়াল-ক্যালেন্ডার · খাতা · অসুস্থ পাখির আলাদা ঝুড়ি · ছাই, চুন, নিম পাতা · প্রাণিসম্পদ অফিসের ফোন (পরিশিষ্ট ৮) · বরফসহ পাত্র (টিকা আনতে, বড়দের)

ধাপে ধাপে কাজ

১ **চার রোগ চিনি:** খাতায় লেখো — (১) **রানীক্ষেত** (মুরগি): ঘাড় বাঁকা, সবুজ পায়খানা, হঠাৎ অনেক মৃত্যু। (২) **বসন্ত** (মুরগি): ঝুঁটি-মুখে গুটি। (৩) **কলেরা** (হাঁস-মুরগি): হঠাৎ মৃত্যু, ঝুঁটি নীল। (৪) **ডাক-প্লেগ** (হাঁস): চোখ-নাক দিয়ে পানি, পা অবশ। প্রতিটির নামের পাশে «টিকা আছে» লেখো।

২ **অফিসে যাই:** বড়দের সাথে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে। তোমার খাতা দেখিয়ে বলো: আমার ___টি মুরগি (বয়স ___), ___টি ছানা, ___টি হাঁসের বাচ্চা (বয়স ___)। জিজ্ঞেস করো — কোন টিকা কোন বয়সে, কয় দিন পর আবার, কোথায় পাওয়া যায়, দাম কত। উত্তর খাতায় লেখো। এটাই তোমার সূচি।

৩ **ক্যালেন্ডার বানাই:** বড় কাগজে ১২ মাসের ১২টি ঘর (শ্রাবণ থেকে আষাঢ়)। প্রতি ঘরে তারিখসহ লেখো: কাকে কী টিকা। রঙে ভাগ: মুরগির টিকা সবুজ, হাঁসের নীল, কৃমির ওষুধ হলুদ, ঘর জীবাণুমুক্ত করা লাল। যে টিকা দুই মাস পর আবার লাগে — দুই ঘরে লেখো। দেয়ালে টাঙাও; দেয়াল-ক্যালেন্ডারেও গোল দাগ দাও।

৪ **প্রথম টিকার দিন:** টিকা বরফের সাথে আনতে হয় ও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিতে হয় — বড়রা বা অফিসের লোক দেবেন। তুমি পাখি ধরে দেবে, গুনবে, খাতায় লিখবে: তারিখ, টিকার নাম, কয়টিকে দেওয়া হলো, খরচ। টিকার পর ২–৩ দিন পাখিরা একটু ঝিমায় — স্বাভাবিক।

৫ **রোজকার এক-নজর:** সকালে গোনার সময় প্রত্যেককে দেখো — চোখ, ঝুঁটি, পালক, হাঁটা, পায়খানা। সন্দেহ হলে সেই পাখিকে সাথে সাথে **আলাদা ঝুড়িতে**, দূরে; খাবার-পানি আলাদা; বড়দের বলো। দিনে দুটির বেশি অসুস্থ বা একটিও মৃত্যু হলে ১৬৩৫৮।

৬ **কৃমি ও উকুন:** বর্ষায় কৃমি বাড়ে — পাখি খায় কিন্তু শুকিয়ে যায়, পায়খানায় সাদা সুতার মতো। অফিস থেকে জেনে কৃমির ওষুধ (বড়রা)। উকুন-আঠালির জন্য ছাই-গোসলের পাত্রে শুকনো ছাই ও গুঁড়ো নিম পাতা; ঘরের কোণে, পার্চের নিচে চুন।

৭ **নতুন পাখি আলাদা:** বাইরে থেকে নতুন মুরগি বা হাঁস আনলে ২ সপ্তাহ পাল থেকে দূরে আলাদা ঘরে রাখো, সুস্থ থাকলে তবে পালে। এটিই বড় খামারের নিয়ম — «কোয়ারেন্টিন»।

৮ **মৃত্যুর খাতা:** কোনো পাখি মারা গেলে লেখো: তারিখ, কোনটি, বয়স, কী লক্ষণ ছিল, সম্ভাব্য কারণ। মরা পাখি বড়রা চুন দিয়ে গভীর গর্তে পুঁতবেন। বছর শেষে এ খাতাই বলবে কোন মাসে কী বিপদ।

টিকা ও রোগ-প্রতিরোধের বার্ষিক ক্যালেন্ডার খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- টিকার পরের তিন দিন পাখিরা কেমন? ঝিমায়? খায়? কবে আবার স্বাভাবিক?
- ঘরের কোন কোণ সবসময় ভেজা থাকে? সেখানে কী করা যায়?
- কোন পাখির পায়খানা সাদা-পাতলা বা সবুজ? কোনটি খেয়েও শুকনো?
- ছাই-গোসলের পাত্রে দিনে কয়টি মুরগি গড়ায়? কোন সময়ে?
- হাঁসের বাচ্চারা বৃষ্টিতে কেমন, মুরগির ছানারা কেমন — তুলনা করো।

123 গুনি · মাপি · লিখি

- প্রথম টিকার তারিখ থেকে ___ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ — ক্যালেন্ডারে গুনে তারিখ লেখো (সপ্তাহ গুনে, তারপর দিন)।
- ২৫টি মুরগির টিকায় কত টাকা? প্রতি পাখি কত পড়ল? (ভাগ)
- এ মাসে কয়টি পাখি অসুস্থ হলো, কয়টি সারল, কয়টি মারা গেল? মোট পালের কত ভাগ?
- ১০-এর নামতা: ১০টি হাঁস × ১০ মাস = কত হাঁস-মাস? প্রতি হাঁসে বছরে ২টি টিকা হলে মোট কয়টি টিকা?

নিরাপত্তা

টিকা, সুচ, ওষুধ — শুধু বড়দের ও ডাক্তারের হাতে; ব্যবহৃত সুচ-শিশি বড়রা মাটিতে পুঁতবেন, তুমি ছোঁবে না। অসুস্থ বা মরা পাখি হাতে ধরবে না; ধরলে সাথে সাথে সাবানে হাত। অসুস্থ পাখির ঝুড়ি থেকে সুস্থদের কাছে যাওয়ার আগে হাত-পা ধোও, স্যান্ডেল বদলাও। চুন চোখে-হাতে জ্বলে — বড়রা ছিটাবেন। বর্ষায় কাদায় পিছলে পড়া, সাপ, বজ্রপাত — আগের নিয়ম।

অভিভাবকের জন্য

টিকার নাম, বয়স, মাত্রা ও পুনরাবৃত্তি ইচ্ছে করেই এ বইয়ে দেওয়া হয়নি — এলাকা ও সময়ভেদে সুপারিশ বদলায়; অবশ্যই উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস বা হেল্পলাইন (১৬৩৫৮) থেকে লিখিয়ে নিন এবং শিশুর ক্যালেন্ডারে তুলুন। সাধারণত রানীক্ষেত (বিসিআরডিভি/আরডিভি), বসন্ত, কলেরা ও হাঁসের প্লেগ-কলেরার টিকা সরকারি অফিসে অল্প দামে মেলে। টিকা ঠান্ডায় রাখা ও দ্রুত দেওয়ার নিয়ম কঠোরভাবে মানুন; সম্ভব হলে এলাকার কয়েকজন খামারি একসাথে নিন। হঠাৎ অনেক মৃত্যু হলে অবশ্যই অফিসে জানান — এটি শুধু আপনার ক্ষতি নয়, এলাকার বিষয়। শিশুকে «রোজকার এক-নজর» ও «সন্দেহ হলেই আলাদা» — এ দুটি অভ্যাস পাকা করান; এটিই সব প্রাণিপালনের ভিত্তি।

প্রজেক্ট: তৃতীয় বছরের আমন ধানখেত ফসল

তুমি ধান চেনো: গামলায় (বই ১), বীজতলা থেকে দড়ি টেনে সারিতে (বই ২)। অগ্রহায়ণে রাখা বীজ-ধান বয়ামে আছে। এ বছর ধানখেত তৃতীয়বার — আর এবার তুমি জানো এটি কার জন্য: ধান থেকে চাল তোমার, কিন্তু **খুদ-কুঁড়া মুরগির, খড় হাঁস-মুরগির ঘরের বিছানা ও গরুর**, আর নাড়া-খেতে হাঁস চরবে। একটি খেত, চার রকম লাভ। গত বছরের দক্ষতায় এবার কাজ দ্রুত — আর খেতটি একটু বড়: ২ মিটার × ২ মিটার।

যা করব

১ **বীজ থেকে চারা (আষাঢ়ের শেষে করা থাকলে ভালো):** গত বছরের মতো ভাসিয়ে বাছাই → ২৪ ঘণ্টা ভেজানো → ৪৮ ঘণ্টা জাগ → বীজতলায়। এ বছর নিজে পুরোটা, বড়রা শুধু দেখবেন। বীজতলার তারিখ থেকে ২৫–৩০ দিনে চারা তৈরি।

২ **জমি চাই:** ওস্তাদ চাষির কাছে ২ মি × ২ মি কোণ। বড়রা চষে কাদা করবেন; তুমি আইল ঠিক করবে, ঢেলা ভাঙবে, আগাছা তুলবে। সারের গাদা থেকে এক ঝুড়ি কম্পোস্ট মিশাও।

৩ **দড়ি টেনে রোপণ:** ২০ সেমি দূরে দূরে দাগওয়ালা দড়ি। প্রতি দাগে ২–৩টি চারা, দুই আঙুল গভীরে। সারির দূরত্বও ২০ সেমি। গুনে দেখো: কয় সারি × কয় গোছা = মোট গোছা। গত বছরের দেড় মিটার খেতে কত ছিল, এবার কত?

৪ **প্রথম তিন সপ্তাহ:** পানি গোড়া-ডোবা, কিন্তু চারা ডুবে নয়। ১৫ দিন পর প্রথম নিড়ানি — আগাছা তুলে মুরগিকে। হাঁসের বাচ্চারা এখন ছোট; বড় হলে (আশ্বিনে) ওরা খেতের পোকা খাবে।

৫ **পোকা দেখি:** পাতা মোড়ানো, কাটা, হলদে দাগ? ছবি তুলে নাম খোঁজো (গত বছরের দক্ষতা), ওস্তাদ চাষিকে দেখাও। দেশি দমন: পাখি বসার ডাল পুঁতে দাও, হাতে বাছাই, ছাই, নিম পাতার পানি।

৬ **হিসাবের খাতা:** এ খেতে কী কী খরচ (কম্পোস্ট, মজুরি নেই — নিজের), কত সময় লাগল। অগ্রহায়ণে ফলন হলে দেখবে — কত কেজি ধান, কত খড়, কত খুদ-কুঁড়া।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

তৃতীয় বছরের আমন ধানখেত ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- একই খেতে গত বছর কত গোছা ছিল, এবার কত? খেত বড় হলে ফলন কত গুণ হতে পারে — আন্দাজ করো, অগ্রহায়ণে মিলাবে।
- চাষি ধানের খড় কেন ফেলেন না? খড়ের কয়টি ব্যবহার তুমি জানো?
- হাঁস ধানখেতে চরলে কী কী লাভ, আর কখন ক্ষতি (কচি চারা?)?

নিরাপত্তা

কাদার খেতে জোঁক ধরে — নুন বা লাঠি দিয়ে ছাড়াও, টেনে নয়; পরে সাবানে হাত-পা। কাস্তে-কোদাল বড়দের। বজ্রপাতের মেঘ দেখলে মাঠ ছাড়ো — খোলা মাঠ সবচেয়ে বিপদ। জমে থাকা পানি রোজ দেখো (মশা)।

অভিভাবকের জন্য

এ বছর ধান শিশুর চেনা কাজ — তাই এটি দ্বিতীয় প্রজেক্ট; বড় নতুন শিক্ষা হলো «একটি ফসল, অনেক ব্যবহার» (চাল, খুদ, কুঁড়া, খড়, নাড়া) ও খামার-বাগানের চাকা। বীজ-ধান নষ্ট হয়ে থাকলে ওস্তাদ চাষির দেশি জাত নিন ও কারণ খুঁজুন। জায়গা না পেলে গত বছরের দেড় মিটার বা দুটি বড় গামলাই চলবে। বই ৪ (মাঠের চাষি) এ ধানই ১–২ শতকে নিয়ে যাবে — তাই এ বছর সময়-খরচের খাতা পুরো রাখুন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

শ্রাবণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — রোগ চিনি, অফিসে যাই

দিন ১	চার রোগের লক্ষণ খাতায় লিখি; গত বছরের «সুস্থ মুরগির ৫ চিহ্ন» ঝালাই	☐
দিন ২	পালের তালিকা: কয়টি, কী বয়স — অফিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য	☐
দিন ৩	প্রাণিসম্পদ অফিসে: টিকার সূচি জানি, লিখি, দাম জানি	☐
দিন ৪	ধানের বীজ ভাসিয়ে বাছি, ভেজাই, জাগ দিই (নিজে)	☐
দিন ৫	অসুস্থ পাখির আলাদা ঝুড়ি তৈরি; ছাই-গোসলের পাত্র ভরি	☐

ইসলামি: সূরা আল-আলাক — গত বছরের ১–৫ ঝালাই, ৬–১০ নতুন। অসুস্থকে দেখতে গেলে দোয়া।

ইংরেজি: sick, healthy (ঝালাই) + vaccine — «Vaccines keep them healthy.»

প্রযুক্তি: ফোনের ক্যালেন্ডার অ্যাপে প্রথম টিকার তারিখে রিমাইন্ডার বসানো (বড়দের সাথে)।

সপ্তাহ ২ — ক্যালেন্ডার বানাই

দিন ১	বড় কাগজে ১২ মাসের ঘর; তারিখসহ টিকা, কৃমি, চুন — চার রঙে	☐
দিন ২	দেয়ালে টাঙাই; দেয়াল-ক্যালেন্ডারে গোল দাগ	☐
দিন ৩	বীজতলায় বীজ ছিটাই; জাল দিই	☐
দিন ৪	ঘরের ভেজা কোণ খুঁজি; নালা কাটি; চুন (বড়রা)	☐
দিন ৫	সাপ্তাহিক ডিম সরবরাহ; আয়-খরচের পাতা	☐

ইসলামি: সূরা আলাক ১১শ–১৫শ আয়াত। হাদিস: «আল্লাহ এমন কোনো রোগ দেননি, যার ওষুধ দেননি।» (বুখারি)

ইংরেজি: calendar, month — «The vaccine is next month.»

প্রযুক্তি: প্রতিটি টিকার তারিখে রিমাইন্ডার; সাত দিন আগে ও সেদিন — দুটি।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

শ্রাবণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — প্রথম টিকা

দিন ১	টিকার দিন: বড়রা আনেন, দেন; আমি ধরি, গুনি, লিখি	☐
দিন ২	টিকার পর তিন দিন পাখিদের দেখি; ঝিমানো লিখি	☐
দিন ৩	ওস্তাদ চাষির জমিতে ২ × ২ মিটার আইল; কম্পোস্ট	☐
দিন ৪	দড়ি টেনে রোপণ: সারি × গোছা গুনি; গত বছরের সাথে তুলনা	☐
দিন ৫	হাঁসের বাচ্চার সাপ্তাহিক ওজন ও গড় (চলছে)	☐

ইসলামি: সূরা আলাক ১৬শ–১৯শ আয়াত (সিজদা করো, নিকটবর্তী হও)। নামাজ: মাগরিবের পরে ২ রাকাত সুন্নত।

ইংরেজি: needle, doctor — «The doctor gives the vaccine.»

প্রযুক্তি: টিকার দিনের ছবি (দূর থেকে, হাত না লাগিয়ে) ছকে «টিকা» কলামে ✔ ও খরচ।

সপ্তাহ ৪ — আলাদা রাখি, খাতা রাখি

দিন ১	রোজকার এক-নজর পরীক্ষা: কে কেমন — ছকে	☐
দিন ২	কৃমির লক্ষণ খুঁজি; অফিসের কথামতো ওষুধ (বড়রা)	☐
দিন ৩	ধানখেতে প্রথম নিড়ানি; আগাছা মুরগিকে; পোকা দেখি	☐
দিন ৪	মৃত্যুর খাতা খুলি (খালি থাকলেই ভালো!); কারণের ঘর	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; আয়-খরচ যোগ; ক্যালেন্ডারে পরের টিকার তারিখ দেখি	☐

ইসলামি: সূরা আলাক পুরোটা একা। মাসের দোয়া ও হাদিস ঝালাই।

ইংরেজি: clean, dry (ঝালাই) + separate। «Keep the sick hen separate.»

প্রযুক্তি: ছকে নতুন কলাম «অসুস্থ» ও «মৃত্যু»; মাসের মোট।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

শ্রাবণ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-আলাক (পূর্ণ)

১৯ আয়াত। প্রথম ৫ আয়াত কুরআনের প্রথম ওহি — «পড়ো তোমার রবের নামে» — গত বছর শিখেছ; এ বছর পুরো সূরা। শেষে সিজদার আয়াত: সিজদা করো ও (আল্লাহর) নিকটবর্তী হও।

এ মাসের দোয়া

অসুস্থকে দেখতে গিয়ে দোয়া

লা বা'সা, তাহুরুন ইন শা আল্লাহ

অর্থ: কোনো ভয় নেই, ইন শা আল্লাহ এটি (গুনাহ থেকে) পবিত্রকারী হবে। (সহিহ বুখারি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাজিল করেননি, যার জন্য আরোগ্যও নাজিল করেননি।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি

গল্প ও ভাবনা

নবীজি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ প্রতিটি রোগের সাথে তার ওষুধও পাঠিয়েছেন — কেউ জানে, কেউ এখনো খুঁজছে। তাই ওষুধ খোঁজা, টিকা নেওয়া, ডাক্তারের কাছে যাওয়া — এগুলো আল্লাহর ওপর ভরসার বিরুদ্ধে নয়, বরং ভরসারই অংশ; যেমন বৈশাখে শিখেছিলে, «উট বাঁধো, তারপর ভরসা করো»। আরেকটি হাদিসে নবীজি ﷺ বলেছেন: «যেখানে মহামারি, সেখানে ঢুকো না; আর যেখানে আছ, সেখানে মহামারি এলে বের হয়ো না» (বুখারি)। চৌদ্দশ বছর আগে তিনি শিখিয়েছেন — রোগ ছড়ায়, তাই অসুস্থকে আলাদা রাখতে হয়। ঠিক তা-ই তুমি করছ: সন্দেহ হলে পাখিটি আলাদা ঝুড়িতে, নতুন পাখি দুই সপ্তাহ দূরে। আর সূরা আলাক শুরু হয়েছে «পড়ো» দিয়ে — জানার আদেশ। অফিসে গিয়ে প্রশ্ন করা, ক্যালেন্ডারে লেখা, মৃত্যুর কারণ খোঁজা — সবই «পড়ো»-র আমল। যে খামারি শেখে না, সে প্রতি বছর একই ভুলে একই পাল হারায়।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- অসুস্থ মানুষ ও প্রাণীর যত্ন নিই; রোগীকে দেখতে গেলে দোয়া পড়ি।
- রোগ ছড়াতে দিই না — অসুস্থকে আলাদা করি, হাত ধুই; নিজে অসুস্থ হলে ঘরে থাকি।
- জানার চেষ্টা করি: জিজ্ঞেস করি, লিখে রাখি, ভুল থেকে শিখি।
- নামাজ: মাগরিবের পরে ২ রাকাত সুন্নত যোগ। রাতে এশার আগে ওজু করে ঘুমাই।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

vaccine টিকা	**doctor** ডাক্তার	**needle** সুচ	**calendar** ক্যালেন্ডার
month মাস	**separate** আলাদা	**disease** রোগ	**safe** নিরাপদ

Vaccines keep my hens healthy.	টিকা আমার মুরগিদের সুস্থ রাখে।
The next vaccine is in two months.	পরের টিকা দুই মাস পর।
Keep the sick hen separate.	অসুস্থ মুরগিটিকে আলাদা রাখো।

খেলা

Listen and tell: «In the rainy season many hens get sick. So I made a calendar. It shows the vaccine days. The doctor comes with the vaccine. I hold the hens and count them. Now my farm is safe.» প্রশ্ন: «When do hens get sick?» «What does the calendar show?» «Who comes?»। **Read it:** «Vaccine day.» «Sick hen.» «Keep it separate.»। **Months:** ইংরেজি ১২ মাসের নাম শোনা ও বলা — টিকার ক্যালেন্ডারের ঘরগুলোর নিচে ইংরেজি নাম লেবেল।

প্রযুক্তি: ক্যালেন্ডার অ্যাপে টিকার রিমাইন্ডার ৫%

১ বড়দের ফোনে ক্যালেন্ডার অ্যাপ খোলো। তোমার কাগজের টিকা-ক্যালেন্ডার থেকে প্রথম তারিখটি খুঁজে সেই দিনে ছুঁয়ে একটি «ইভেন্ট» বানাও: নাম লেখো «মুরগির রানীক্ষেত টিকা — ২৫টি»।

২ রিমাইন্ডার (মনে করিয়ে দেওয়া) বসাও — দুটি: সাত দিন আগে (অফিসে বলার জন্য) আর সেদিন সকালে। এভাবে ক্যালেন্ডারের সব তারিখ বসাও — টিকা, কৃমি, চুন।

৩ ফোন যেদিন বাজবে, দেয়ালের কাগজের ক্যালেন্ডারে মিলাও — একই তারিখ? যন্ত্র মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু কাজটি করে মানুষ: বরফ, অফিস, ধরা, লেখা।

নিয়ম

রিমাইন্ডার থাকলেও দেয়ালের কাগজই আসল — ফোন হারালে, বন্ধ থাকলে, বদলালে যন্ত্রের মনে থাকে না। সপ্তাহে একদিন কাগজ ও ফোন মিলিয়ে দেখো। ফোন বড়দের সামনে, ১৫ মিনিট।

শ্রাবণ — আমার খাতা

স্বাস্থ্য ও টিকার খাতা

তারিখ	সবাই সুস্থ ✔ / কে অসুস্থ	আলাদা করলাম	টিকা / ওষুধ (কাকে, কী)	মৃত্যু (কারণ)	ডিম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] চার রোগের নাম ও প্রধান লক্ষণ বলতে
- [ ] অফিস থেকে সূচি জেনে বার্ষিক ক্যালেন্ডার বানাতে
- [ ] টিকার দিন থেকে পরের ডোজের তারিখ গুনে বের করতে
- [ ] সন্দেহ হলেই পাখি আলাদা করতে ও বড়দের জানাতে
- [ ] মৃত্যুর খাতায় কারণসহ লিখতে
- [ ] নিজে বীজ বাছাই থেকে রোপণ পর্যন্ত ধানের কাজ করতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

মাস ৫ · শরৎকাল

ভাদ্র

মধ্য আগস্ট – মধ্য সেপ্টেম্বর
খরিপ-২ · আমনের যত্ন

পাল বাছাই — কে থাকবে, কে যাবে

ভাদ্রের আকাশে সাদা মেঘ, মাঠে কাশফুল, ভ্যাপসা গরম — তালপাকা ভাদ্র। বৃষ্টি কমেছে, রোদ উঠেছে, উঠান শুকাচ্ছে। তোমার খামার এখন ভরা: পুরোনো মুরগি, গত শীতের ছানা থেকে বড় হওয়া মুরগি-মোরগ, আষাঢ়ের হাঁসের বাচ্চারা এখন অর্ধেক বড়। সবাইকে গুনলে হয়তো ৩০-এর বেশি!

কিন্তু খামারি জানেন — বেশি পাখি মানেই ভালো খামার নয়। যে মুরগি ডিম দেয় না কিন্তু রোজ ৬০ গ্রাম খায়, সে খামারের বোঝা। যে মোরগ সারাদিন ঝগড়া করে, সে পালের অশান্তি। তাই এ মাসে তুমি প্রত্যেক পাখিকে চিনবে, প্রত্যেকের একটি **কার্ড** বানাবে, আর ঠিক করবে — **কে থাকবে, কে যাবে**। ঠিক যেমন অগ্রহায়ণে সেরা ধানের গোছা বাছো। যারা যাবে, তারা যাবে হাটে — এ মাসের দ্বিতীয় কাজ: মোরগ বিক্রি, ওজনে দাম, দরদাম, রসিদ।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানের চারা সবুজ হয়ে ঝাঁকিয়ে উঠছে; নিড়ানি
- তাল পাকা; আমড়া, জাম্বুরা, পেয়ারা
- শিম, লাউ, বরবটি বোনা; শীতের সবজির প্রস্তুতি শুরু
- মুরগির বাচ্চারা বড় — বাজারে মোরগের চাহিদা ভালো
- হাঁসের বাচ্চা খাল-বিলে চরা শিখছে

এ মাসে আমি শিখব

- প্রত্যেক পাখিকে চিহ্ন দিয়ে চিনব; প্রত্যেকের কার্ড বানাব
- ভালো ডিম-পাড়া মুরগি ও ভালো মোরগ চেনার চিহ্ন শিখব
- রাখব-বেচব তালিকা করে সিদ্ধান্ত নেব
- ওজন মেপে দাম, দরদাম ও রসিদ দিয়ে মোরগ বিক্রি করব
- ১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা; কেজিতে দাম × ওজন

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **পাল বাছাই ও প্রত্যেক পাখির কার্ড**
- **মোরগ বিক্রি: ওজনে দাম ও রসিদ**

প্রজেক্ট: পাল বাছাই ও প্রত্যেক পাখির কার্ড খামার

কেন করব?

ধানের মাঠ-বাছাইয়ের মতো পালের বাছাই: প্রতি বছর সেরা পাখিদের রেখে, বাকিদের বিক্রি করলে পাল বছর বছর ভালো হয় — বেশি ডিম, কম রোগ, শান্ত স্বভাব। এর নাম **নির্বাচন**; গ্রামের দাদি-নানিরা এভাবেই শত বছরে আমাদের দেশি মুরগি গড়েছেন। কিন্তু বাছতে হলে আগে চিনতে হবে — ২৫টি মুরগির ভিড়ে কোনটি রোজ ডিম দেয়, কোনটি ছয় মাস দেয়নি, তা মনে রাখা যায় না। তাই প্রত্যেকের **চিহ্ন** ও **কার্ড**।

যা যা লাগবে

- রঙিন সুতা, রঙিন প্লাস্টিকের রিং বা পুরোনো চুড়ির টুকরা (পায়ের চিহ্ন)
- ছোট কার্ড (শক্ত কাগজ) — প্রতি পাখির জন্য একটি
- দড়ি ও ক্লিপ (কার্ড ঝোলাতে) বা একটি খাতা
- পাল্লা
- ডিমের বাসার কাছে বসার একটি টুল
- খাতা, পেনসিল

ধাপে ধাপে কাজ

১. **চিহ্ন দিই:** সন্ধ্যায় ঘরে তুলে (তখন ওরা শান্ত) বড়দের সাথে প্রত্যেক মুরগি-হাঁসের পায়ে একটি রঙিন সুতা বা রিং — ঢিলা, যেন পা বাড়লে কাটে না। রং ও সংখ্যা মিলিয়ে নাম: «লাল-১», «লাল-২», «নীল-১»... হাঁসের জন্য আলাদা রং।

২. **কার্ড বানাই:** প্রতি পাখির কার্ডে: নাম/চিহ্ন · মুরগি না হাঁস · মোরগ না মুরগি · জন্ম বা আসার মাস · রং-চেহারা · মা কে (জানা থাকলে) · টিকা · ডিমের ঘর (মাসওয়ারি) · মন্তব্য। কার্ডগুলো দড়িতে ক্লিপে ঝুলিয়ে রাখো বা খাতার এক পাতায় একটি।

৩. **কে ডিম দেয়, দেখি:** দুই সপ্তাহ, রোজ সকালে ডিমের বাসার কাছে চুপ করে বসো। কোন রঙের মুরগি বাসায় ঢুকল, বেরিয়ে «কক-কক-কক» করে ডাকল — তার কার্ডে দাগ। বড়দের সাথে চিহ্নও দেখো: ডিম-পাড়া মুরগির ঝুঁটি বড় ও টকটকে লাল, পায়ুর দিকটা ভেজা-চওড়া, দুই হাড়ের ফাঁকে ২–৩ আঙুল ঢোকে; যে পাড়ে না, তার ঝুঁটি ফ্যাকাশে-শুকনো, হাড়ের ফাঁক এক আঙুল।

৪. **মোরগ বাছি:** ২৫টি মুরগির জন্য ২টি মোরগই যথেষ্ট (প্রতি ১০–১২টিতে একটি)। রাখব: সবল, বড়, উজ্জ্বল পালক, ভোরে ডাকে, মুরগিদের পাহারা দেয়, বাজপাখি দেখলে ডাক দেয়, কিন্তু মানুষকে তাড়া করে না। বাকিরা বিক্রির তালিকায়।

৫. **তিন তালিকা:** খাতায় তিনটি ঘর — (১) **রাখব**: ভালো ডিম দেয়, সুস্থ, গত বছর ভালো মা হয়েছে, বাছাই মোরগ। (২) **বেচব**: বাড়তি মোরগ, বুড়ো মুরগি যে আর ডিম দেয় না, সবসময় ঝগড়া করে, বারবার অসুস্থ। (৩) **দেখব**: নতুন বড় হওয়া মুরগি যারা এখনো ডিম দেয়নি — এক মাস সময়।

৬. **ভালো মায়ের নোট:** যে মুরগি গত বছর ১২টি ডিম বসে ৯টি ফুটিয়েছে ও সব ছানা বাঁচিয়েছে — তার কার্ডে বড় করে তারা ★। কার্তিকে ছানা তোলার সময় তাকেই আগে বসাবে। হাঁসের বাচ্চাদের কার্ডে এখন শুধু ওজন ও পালক।

৭. **সিদ্ধান্ত:** বড়দের সাথে বসে তালিকা চূড়ান্ত করো। বেচার তালিকার পাখি কয়টি, আনুমানিক ওজন কত, হাটে এখন কেজি কত — একটি আন্দাজের টাকা লেখো। এরা যাবে এ মাসের দ্বিতীয় প্রজেক্টে।

পাল বাছাই ও প্রত্যেক পাখির কার্ড খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- দুই সপ্তাহে কোন মুরগি সবচেয়ে বেশি দিন বাসায় গেল? কোনটি একবারও না?
- ঝুঁটির রং আর ডিম দেওয়া — মিলছে কি? ফ্যাকাশে ঝুঁটির কেউ কি ডিম দিল?
- মোরগরা কখন ঝগড়া করে? কোন মোরগ জেতে? সে কি মুরগিদের পাহারাও দেয়?
- পায়ের রিং কোনো পাখির পা কেটে বসছে কি? ঢিলা করো।
- হাঁসের বাচ্চাদের কোনটি সবচেয়ে বড়, কোনটি ছোট — ওজনে কত তফাত?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- মোট পাখি ___; রাখব ___, বেচব ___, দেখব ___ — তিন যোগে মোট মিলছে?
- প্রতি ১২টি মুরগিতে ১টি মোরগ: ২৫টি মুরগির জন্য কয়টি? ৩৬টির জন্য?
- বেচার তালিকার পাখির আন্দাজ ওজন যোগ করো: মোট ___ কেজি × হাটের দাম ___ টাকা = আনুমানিক ___ টাকা।
- কার্ডে দুই সপ্তাহের ডিমের দাগ গুনে প্রতি মুরগির সংখ্যা; সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে কম কত?

নিরাপত্তা

সন্ধ্যায় ঘরে ঢোকা পাখি ধরবে ধীরে, ডানা চেপে, বড়দের সাথে — মোরগের নখ ও ঠোকর ব্যথা দেয়। রিং খুব টাইট নয়, কাটা মাথা নয়। বাসার কাছে বসে দেখার সময় মুরগিকে ভয় দেখাবে না — ভয় পেলে ডিম বন্ধ। পরে সাবান।

অভিভাবকের জন্য

এটি শিশুর প্রথম «প্রজনন নির্বাচন» — ধানের মাঠ-বাছাইয়ের সাথে মিলিয়ে বোঝান। ডিম-পাড়া চেনার শারীরিক চিহ্নগুলো (ঝুঁটি, পেলভিক হাড়ের ফাঁক) ওস্তাদ খামারির কাছে একবার হাতে-কলমে দেখিয়ে নিন। «বেচব» তালিকা আবেগের জায়গা — শিশুর প্রিয় মোরগটি তালিকায় পড়লে কারণ নিয়ে কথা বলুন, জোর করবেন না; একটি-দুটি «পোষা» রাখা যায়, কিন্তু খামার ও পোষা আলাদা — এ বোধ এ বছরই শুরু হোক। কার্ড-পদ্ধতি বই ৫–৬-এ ছাগল-গরুর রেকর্ডে ফিরবে।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: মোরগ বিক্রি: ওজনে দাম ও রসিদ বাজার ও ব্যবসা

ডিম তুমি হালিতে বেচো; কিন্তু মুরগি বিক্রি হয় **ওজনে** — কেজিতে। হাটে পাইকার মোরগ হাতে তুলে ওজন আন্দাজ করে, পাল্লায় মাপে, দরদাম করে। এ মাসে তুমি নিজে বেচার তালিকার মোরগ-মুরগি বিক্রি করবে — হাটে বা বাড়ি থেকে — মেপে, দাম জেনে, দরদাম করে, আর প্রথমবার **রসিদ** লিখে।

যা করব

১ **দাম জানি:** হাটের আগে বড়দের সাথে জেনে নাও — দেশি মোরগ এখন কেজি কত, মুরগি কত, বুড়ো মুরগি কত। তিনটি দাম খাতায়। দাম দিনে দিনে বদলায় — ঈদ, পূজা, শীতে বাড়ে।

২ **বাড়িতে ওজন:** বেচার তালিকার প্রতিটি পাখি ঝুড়িতে পাল্লায় মাপো (ঝুড়ির ওজন বাদ)। কার্ডে লেখো। হাটের ওজনের সাথে পরে মিলাবে — কম দেখালে বুঝবে পাল্লায় কারসাজি।

৩ **হিসাব আগে:** প্রতিটি পাখির ওজন × কেজির দাম = দাম। যেমন ১ কেজি ৮০০ গ্রাম × ৫০০ টাকা: ১ কেজিতে ৫০০, ৮০০ গ্রামে ৪০০ — মোট ৯০০ টাকা। খাতায় তালিকা: নাম, ওজন, আন্দাজ দাম। যোগ করে মোট — এটাই তোমার «চাওয়া»।

৪ **বেচি:** বড়দের সাথে হাটে, বা পরিচিত ক্রেতা বাড়িতে এলে। ক্রেতা দাম বলবেন — তুমি তোমার হিসাব দেখিয়ে বলবে কেন এ দাম। দরদামে একটু ছাড় দেওয়া যায়, কিন্তু খরচের নিচে নয়। রাজি হলে পাল্লায় মেপে, টাকা গুনে, হাসিমুখে।

৫ **রসিদ লিখি:** ছোট কাগজে দুই কপি: তারিখ · ক্রেতার নাম · কী বেচলাম (দেশি মোরগ ২টি) · ওজন · কেজির দাম · মোট · «টাকা বুঝে পেলাম» · তোমার নাম। এক কপি ক্রেতাকে, এক কপি তোমার খাতায় আঠা দিয়ে। এটাই ব্যবসার প্রমাণ।

৬ **কার্ড বন্ধ:** বিক্রি হওয়া পাখির কার্ডে লেখো «বিক্রি, তারিখ, দাম» — কার্ড ফেলে নয়, আলাদা গোছায় রাখো। বছর শেষে দেখবে কয়টি বেচলে, কত টাকা।

৭ **টাকা কোথায়:** আয়ের পাতায় লেখো। তিন কৌটায় ভাগ — তবে এ টাকা বড় অঙ্ক; সঞ্চয়ের ভাগ বেশি রাখো: আষাঢ়ের মতো আরও হাঁস বা শীতের আগে ঘরের মেরামতের জন্য।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

মোরগ বিক্রি: ওজনে দাম ও রসিদ ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- হাটের পাল্লায় তোমার মোরগ বাড়ির চেয়ে ২০০ গ্রাম কম দেখাল। কী হতে পারে? তুমি কী করবে?
- ক্রেতা বললেন «সব মিলিয়ে ২০০০ দেব» — কিন্তু তোমার হিসাবে ২৪০০। ছাড় দেবে? কতটুকু? কেন?
- ঈদের আগে মোরগের দাম বাড়ে কেন? তাহলে কখন বেচা ভালো — এখন, না ঈদের আগে? কিন্তু ততদিন ওরা খাবে কত?

নিরাপত্তা

হাটে ভিড়, ভ্যান, গরু — সবসময় বড়দের হাত ধরে। টাকা বড়দের জিম্মায়; বড় নোট গুনে নেওয়া বড়রা। মোরগ ধরে নেওয়ার সময় পা বেঁধে মাথা নিচে ঝুলিয়ে নয় — ঝুড়িতে। অচেনা লোকের সাথে একা দরদাম নয়।

অভিভাবকের জন্য

ওজনে বিক্রি শিশুকে দশমিক-ঘনিষ্ঠ গুণ শেখায় (১ কেজি ৮০০ গ্রাম × ৫০০) — আপাতত গ্রামে ভেঙে হিসাব করান; দশমিক বই ৪-এ। দরদাম শেখার সেরা জায়গা হাট; তবে প্রথমবার পরিচিত ক্রেতার সাথে হলে ভালো। রসিদের অভ্যাস বই ৮-এর হিসাব-শিক্ষার ভিত্তি। মোরগের দাম ও ওজনের বাস্তব সংখ্যা স্থানীয় বাজার থেকে নিন; বইয়ের উদাহরণ নমুনা মাত্র। সব আয় একদিনে পাওয়া «বড় টাকা» — কৌটার নিয়ম কঠোরভাবে মানুন, ও সঞ্চয়ের লক্ষ্য (হাঁস/ঘর) আগে ঠিক করুন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

ভাদ্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — চিহ্ন ও কার্ড

দিন ১	সন্ধ্যায় প্রত্যেক পাখির পায়ে রঙিন সুতা/রিং; নাম দিই	☐
দিন ২	প্রতি পাখির কার্ড লিখি; দড়িতে ঝোলাই	☐
দিন ৩	সকালে বাসার কাছে বসে দেখি: কে ডিম দিল — কার্ডে দাগ (শুরু)	☐
দিন ৪	ধানখেতে দ্বিতীয় নিড়ানি; পোকা দেখি; আগাছা মুরগিকে	☐
দিন ৫	হাঁসের বাচ্চা: ওজন, রিং, কার্ড	☐

ইসলামি: সূরা আল-বালাদ শোনা ও প্রথম ১০ আয়াত। বাজারে ঢোকার দোয়া।

ইংরেজি: cock, hen (ঝালাই) + weigh — «I weigh the cock.»

প্রযুক্তি: ছবি দিয়ে খোঁজা: মুরগির ঝুঁটির ছবি তুলে «ডিম-পাড়া মুরগি কীভাবে চিনব» খোঁজা; ওস্তাদ খামারির কথার সাথে মিলানো।

সপ্তাহ ২ — কে ডিম দেয়

দিন ১	রোজ সকালে বাসা-পাহারা; কার্ডে দাগ (চলছে)	☐
দিন ২	বড়দের সাথে ঝুঁটি ও হাড়ের ফাঁক দেখে ডিম-পাড়া চিনি	☐
দিন ৩	মোরগ বাছাই: কে পাহারা দেয়, কে শুধু ঝগড়া	☐
দিন ৪	সাপ্তাহিক ডিম সরবরাহ; ক্রেতার মতামত	☐
দিন ৫	শাক-বেড ছাঁটি; বিষ্ঠা গাদায়; কলসি-মাদার শেষ ফল	☐

ইসলামি: সূরা বালাদ ১১শ–২০শ আয়াত (কঠিন পথ: দাস মুক্ত করা, ক্ষুধার দিনে খাওয়ানো)। হাদিস: সত্যবাদী ব্যবসায়ী।

ইংরেজি: heavy, light (ঝালাই) + kilo — «This cock is two kilos.»

প্রযুক্তি: ছবি-খোঁজার ফল কতটা ঠিক ছিল, খাতায় «ফোন বলল / মানুষ বলল» দুই ঘরে।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ভাদ্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — তিন তালিকা

দিন ১	দুই সপ্তাহের দাগ গুনি; প্রতি মুরগির সংখ্যা কার্ডে	☐
দিন ২	রাখব / বেচব / দেখব — তিন তালিকা; বড়দের সাথে চূড়ান্ত	☐
দিন ৩	বেচার পাখিদের বাড়িতে ওজন; হাটের দাম জানি	☐
দিন ৪	ওজন × দাম = চাওয়া; যোগ করে মোট	☐
দিন ৫	রসিদের নমুনা লিখে অনুশীলন (দুই কপি)	☐

ইসলামি: সূরা বালাদ পুরোটা বড়দের সাথে। নামাজ: এশার পরে ২ রাকাত সুন্নত; বিতর শোনা।

ইংরেজি: receipt, total (ঝালাই) — «Here is your receipt.»

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটরে ওজন × দাম (গ্রামে ভেঙে); খাতার সাথে মিলানো।

সপ্তাহ ৪ — হাটের দিন

দিন ১	হাটে বা বাড়িতে বিক্রি: দরদাম, ওজন, টাকা, রসিদ	☐
দিন ২	বিক্রি হওয়া পাখির কার্ড বন্ধ; আয়ের পাতায়; তিন কৌটা (সঞ্চয় বেশি)	☐
দিন ৩	হাটের ওজন ও বাড়ির ওজন তুলনা — মিলল?	☐
দিন ৪	ভালো মায়েদের কার্ডে তারা; কার্তিকের জন্য ডিম জমানো শুরু	☐
দিন ৫	মাসের খাতা; পালের নতুন সংখ্যা; ছকে «বিক্রি» কলাম	☐

ইসলামি: সূরা বালাদ একা বলা। হাট থেকে ফিরে শোকর; সদকার কৌটা আগে।

ইংরেজি: choose, keep + ঝালাই। «I keep the best hens.»

প্রযুক্তি: ছকে বিক্রি ও আয় কলাম; মাসের মোট আয় ডিম + মোরগ আলাদা দেখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ভাদ্র — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-বালাদ

২০ আয়াত। মক্কা নগরীর কসম — মানুষকে কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে; আল্লাহ তাকে দুই চোখ, জিভ, দুই ঠোঁট ও দুই পথ দেখিয়েছেন। কঠিন পথ কোনটি? দাস মুক্ত করা, ক্ষুধার দিনে এতিম ও গরিবকে খাওয়ানো, ধৈর্য ও দয়ার উপদেশ।

এ মাসের দোয়া

বাজারে ঢোকার দোয়া

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হাইয়ুল লা ইয়ামুত, বিয়াদিহিল খাইর, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই; রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই; তিনি জীবন দেন ও মৃত্যু দেন; তিনি চিরঞ্জীব, মরেন না; কল্যাণ তাঁর হাতে; তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দিক ও শহিদদের সাথে থাকবেন।»

ভাবার্থ — জামে তিরমিজি

গল্প ও ভাবনা

নবীজি ﷺ নিজে ব্যবসায়ী ছিলেন — মক্কার লোকেরা তাঁকে ডাকত «আল-আমিন», বিশ্বস্ত। খাদিজা (রা.)-এর মাল নিয়ে তিনি সিরিয়ায় গিয়েছিলেন; যে ছেলেটি সাথে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলেছিল — এমন সৎ ব্যবসায়ী সে কখনো দেখেনি। একবার নবীজি ﷺ বাজারে এক শস্যের স্তূপে হাত ঢুকিয়ে দেখলেন ভেতরটা ভেজা, ওপরটা শুকনো। বিক্রেতা বলল, বৃষ্টিতে ভিজেছে। নবীজি ﷺ বললেন: «ভেজাটা ওপরে রাখলে না কেন, যাতে মানুষ দেখতে পায়? যে ধোঁকা দেয়, সে আমার (উম্মতের) নয়» (সহিহ মুসলিম)। তুমি এ মাসে মোরগ বেচছ। বুড়ো মুরগিকে «জোয়ান» বলে বেচা, রোগা মোরগকে আগে পানি খাইয়ে ভারী করা, পাল্লায় আঙুল চাপা — এসব ধোঁকা। তুমি করবে উল্টোটা: বাড়িতে মেপে আনবে, ওজন বলবে, বুড়ো হলে বলবে বুড়ো, আর রসিদ দেবে। দাম একটু কম পেলেও — তুমি থাকবে নবীদের সাথে। সূরা বালাদ বলে, মানুষকে দুই পথ দেখানো হয়েছে — সহজ পথ আর কঠিন পথ; কঠিন পথই (সততা, দান) আসল পথ।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- বেচার সময় জিনিসের দোষ লুকাই না; ওজনে কম দিই না; সত্য বলি, দাম কম পেলেও।
- বাজারে ঢুকে দোয়া পড়ি; চিৎকার-ঝগড়া নয়, নরম স্বরে দরদাম।
- যে পাখি বেচব, তাকেও শেষ দিন পর্যন্ত ভালো খাওয়াই; বিক্রির পর ক্রেতাকে তার খাবার-অভ্যাস বলি।
- নামাজ: এশার পরে ২ রাকাত সুন্নত যোগ; বিতর শোনা শুরু। পাঁচ ওয়াক্তেই এখন সুন্নতসহ।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

weigh ওজন করা	**kilo** কেজি	**receipt** রসিদ	**choose** বাছা
keep রাখা	**old** বুড়ো / পুরোনো	**young** জোয়ান / ছোট	**market** হাট / বাজার

I weigh the cock on the scale.	আমি পাল্লায় মোরগটি ওজন করি।
This cock is two kilos.	এই মোরগটি দুই কেজি।
I keep the best hens.	আমি সেরা মুরগিগুলো রাখি।

খেলা

Listen and tell: «I have thirty birds now. That is too many. I choose the best hens and keep them. I sell four young cocks at the market. I weigh them first. Each cock is about two kilos. I write a receipt for the buyer.» প্রশ্ন: «How many birds?» «What do I sell?» «What do I write?»। **Read it:** «Two kilos.» «Keep the best.» «Here is your receipt.»। **How much?** ঝালাই: ইংরেজিতে ৫০–১০০ সংখ্যা — «One cock, five hundred taka.»

প্রযুক্তি: ছবি দিয়ে খোঁজা — ডিম-পাড়া মুরগি চিনি, যাচাই করি

৫%

১ দুটি মুরগির মাথার ছবি তোলো — একটি টকটকে লাল বড় ঝুঁটি, একটি ফ্যাকাশে ছোট। বড়রা ফোনে «ডিম পাড়া মুরগি চেনার উপায়» খুঁজে দেবেন; ছবি দিয়েও খুঁজে দেখো।

২ যা পেলে, তিনটি কথা খাতায় লেখো। তারপর ওস্তাদ খামারিকে একই প্রশ্ন করো। দুই উত্তর পাশাপাশি — কোথায় মিলল, কোথায় মিলল না?

৩ যেটি মিলল না, সেটি হাতে-কলমে পরীক্ষা করো: দুই সপ্তাহের বাসা-পাহারার দাগ কার পক্ষে? ফোন, মানুষ, না তোমার নিজের খাতা — কে ঠিক বলল? খাতায় রায় লেখো।

নিয়ম

ইন্টারনেটে অনেক কথা থাকে — কিছু ঠিক, কিছু ভুল, কিছু বিক্রির জন্য লেখা। তিনটি উৎস মিলাও: ফোন, অভিজ্ঞ মানুষ, নিজের পর্যবেক্ষণ। যেটি নিজের চোখে মিলল, সেটিই জ্ঞান। ফোন বড়দের সাথে, ১৫ মিনিট।

ভাদ্র — আমার খাতা

পালের কার্ড — সারসংক্ষেপ

চিহ্ন / নাম	মুরগি · মোরগ · হাঁস	বয়স	দুই সপ্তাহে ডিম	রাখব / বেচব / দেখব	ওজন · দাম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] প্রত্যেক পাখিকে চিহ্ন দিয়ে চিনতে ও কার্ড রাখতে
- [ ] ঝুঁটি ও হাড়ের ফাঁক দেখে ডিম-পাড়া মুরগি চিনতে
- [ ] ভালো মোরগের চিহ্ন বলতে ও সংখ্যা ঠিক রাখতে
- [ ] রাখব-বেচব-দেখব তালিকা করে কারণ বলতে
- [ ] ওজন × দাম হিসাব করে দরদাম করতে
- [ ] দুই কপির রসিদ লিখতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

মাস ৬ · শরৎকাল

আশ্বিন

হাঁস চরে মাঠে, সার যায় বাগানে

মধ্য সেপ্টেম্বর – মধ্য অক্টোবর
খরিপ-২ শেষ · রবির প্রস্তুতি

আশ্বিনের সকালে ঘাসে শিশির, দুপুরে ঝকঝকে রোদ, বিকেলে ঠান্ডা হাওয়া। বৃষ্টি প্রায় শেষ; খাল-বিলের পানি স্থির, কচুরিপানায় বেগুনি ফুল। শরৎ — বছরের সবচেয়ে আরামের মাস, আর শীতের আগে প্রস্তুতির মাস।

তোমার হাঁসের বাচ্চারা এখন চার মাসের — আর বাচ্চা নয়, প্রায় পুরো হাঁস। ওদের এখন ঘরে বন্দি রাখার দরকার নেই: সকালে ছেড়ে দিলে ওরা লাইন ধরে খাল-বিল-ধানখেতে যাবে, সারা দিন শামুক-পোকা-ঘাস খাবে, সন্ধ্যায় লাইন ধরে ফিরবে — যদি তুমি শেখাও। এ মাসে তুমি শিখবে **হাঁস চরানো**, আর শীতের আগে ঘর মেরামত। সাথে বাগানে ফিরবে খামারের দান: ছয় মাস ধরে গাদায় জমা মুরগির বিষ্ঠা এখন কালো সার — তাই দিয়ে শীতের সবজির বীজতলা।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানে থোড়; মাঠ সবুজ; হাঁস আইলে চরে
- বৃষ্টি শেষ; খাল-বিলের পানি স্থির, শামুক-গুগলি প্রচুর
- শীতের সবজির বীজতলা: ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন
- শিম-লাউয়ের লতা মাচায়; আগাম মুলা-পালং বোনা
- পূজার মেলা; হাটে হাঁস-মুরগির চাহিদা

এ মাসে আমি শিখব

- হাঁসদের লাইন ধরে চরতে যাওয়া ও সন্ধ্যায় ফেরা শেখাব
- চরানোর জায়গা চিনব: কোথায় নিরাপদ, কোথায় বিপদ
- শীতের আগে দুই ঘর মেরামত করব
- বিষ্ঠা-কম্পোস্ট চিনব ও শীতের সবজির উঁচু বীজতলা করব
- সময়ের হিসাব: ঘড়িতে মিনিট; হাঁস কত ঘণ্টা বাইরে

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **হাঁস চরানো ও শীতের আগে ঘর মেরামত**
- **খামারের সার ও শীতের সবজির বীজতলা**

প্রজেক্ট: হাঁস চরানো ও শীতের আগে ঘর মেরামত খামার

কেন করব?

হাঁসের সবচেয়ে বড় গুণ — ও নিজের খাবার নিজে খোঁজে। খাল-বিলে শামুক-গুগলি, ধানখেতের আইলে পোকা-ঘাস, নাড়া-খেতে ঝরা ধান। চরা হাঁসের খাবারের খরচ ঘরে-বন্দি হাঁসের অর্ধেকেরও কম, আর ডিম বেশি। কিন্তু চরাতে হলে হাঁসকে **অভ্যাস** শেখাতে হয়: সকালে একই সময়ে বের হওয়া, একই পথে যাওয়া, সন্ধ্যায় ডাকলে ফেরা। আর শীত আসছে — ঠান্ডা, কুয়াশা, রানীক্ষেতের মৌসুম; এখনই ঘর মেরামত না করলে পৌষে কাঁপতে হবে।

যা যা লাগবে

একটি লম্বা পাতলা লাঠি (হাঁস তাড়ানোর, মারার নয়) · একটি নির্দিষ্ট ডাক বা বাঁশি (সন্ধ্যায় ডাকার) · খুদ এক মুঠো (ফেরার পুরস্কার) · ঘড়ি · ঘর মেরামতের জন্য: খড়/ছন, চট, বাঁশের বাতা, দড়ি, কাদা · চুন, শুকনো ছাই · খাতা

ধাপে ধাপে কাজ

১ **পথ ঠিক করি:** বড়দের সাথে হেঁটে দেখো — বাড়ি থেকে নিকটের খাল/বিল/ডোবা বা ধানখেতের আইল কোন পথে। পথে রাস্তা পার হতে হয়? কুকুর আছে? বিষাক্ত কিছু ছিটানো খেত? নিরাপদ পথ ও চরার জায়গা নকশায় আঁকো।

২ **প্রথম সপ্তাহ — কাছে:** সকালে খাবারের পর হাঁসদের বাড়ির কাছের ডোবায় নিয়ে যাও, লাঠি দুই পাশে ধীরে নাড়িয়ে লাইন রাখো। এক ঘণ্টা পর একই ডাক দিয়ে (যেমন «আয়-আয়-আয়» বা বাঁশি) খুদ ছিটাও — ফিরলে পুরস্কার। রোজ একই সময়, একই ডাক।

৩ **দ্বিতীয় সপ্তাহ — দূরে ও বেশি সময়:** খাল-বিলে, সকাল থেকে দুপুর। দুপুরে ডাক দিয়ে ফেরাও, ছায়ায় বিশ্রাম ও পানি। তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সকাল থেকে বিকেল; সন্ধ্যার আগে ডাক। হাঁস একবার পথ শিখলে নিজেই লাইন ধরে যায়-আসে।

৪ **গুনে বের করি, গুনে তুলি:** সকালে বের হওয়ার সময় ও সন্ধ্যায় ফেরার সময় গুনে খাতায়। একটি কম হলে সাথে সাথে খুঁজতে যাও (বড়দের সাথে) — হাঁস সন্ধ্যায় পথ হারায়, ঝোপে বসে থাকে।

৫ **চরার খাবার দেখি:** হাঁসের পেছনে পেছনে এক দিন যাও — ও কী খায়? শামুক, গুগলি, ছোট মাছ, ব্যাঙাচি, পোকা, ঘাসের কচি ডগা, কচুরিপানার শিকড়। বিকেলে ফিরলে ওর পেট ফোলা? তাহলে সন্ধ্যার খাবার অর্ধেক — খরচ কমল; খাতায় লেখো।

৬ **মুরগির ঘর মেরামত:** বৈশাখের ঘরের চাল ফুটো? বাতা ঢিলা? দেয়ালে ফাঁক (ঠান্ডা বাতাস ঢুকবে)? বড়দের সাথে মেরামত। শীতের জন্য জানালায় চটের পর্দা তৈরি রাখো — রাতে নামানো যাবে, দিনে তোলা। পুরো ঘর খালি করে চুন ছিটানো (বড়রা), শুকিয়ে নতুন ছাই।

৭ **হাঁসের ঘর মেরামত:** হাঁস রাতে মেঝেতে শোয় — ভেজা মেঝে মানে অসুখ। মেঝে উঁচু করো, পুরু খড়; চারপাশে নালা। শীতের আগেই প্রবেশপথে চটের পর্দা।

৮ **শীতের মজুত:** বর্ষার পর এখন শুকনো দিন — খড়, ছাই, কাঠের গুঁড়া বস্তায় ভরে শুকনো জায়গায় রাখো; পৌষে ভেজা খড় মিলবে না। কত বস্তা লাগবে, আন্দাজ করো।

হাঁস চরানো ও শীতের আগে ঘর মেরামত খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- হাঁসেরা কয় দিনে একা পথ চিনে গেল? কে লাইনের সামনে থাকে — সবসময় একই হাঁস?
- চরা থেকে ফেরার পর সন্ধ্যার খাবার কত মিনিটে শেষ হয়? আগের চেয়ে কম খাচ্ছে?
- চরা শুরুর দুই সপ্তাহ পর হাঁসদের ওজন বাড়ল? পালক চকচকে?
- কোন জায়গায় হাঁসেরা সবচেয়ে বেশি সময় থাকে — কাদা, ঘাস, না পানি?
- ভোরে ঘরের মেঝেতে প্রথম হাঁসের ডিম কি এসেছে? (সাধারণত ৫–৬ মাসে শুরু — অগ্রহায়ণে বিস্তারিত)

123 গুনি · মাপি · লিখি

- হাঁস সকাল ___টায় বের হলো, বিকেল ___টায় ফিরল — কত ঘণ্টা কত মিনিট বাইরে?
- চরার আগে হাঁসের খাবার দিনে ___ গ্রাম, চরার পর ___ গ্রাম — দিনে কত বাঁচল? মাসে কত কেজি? কত টাকা?
- ঘর মেরামতে খরচ (খড়, চট, চুন, দড়ি) যোগ করো; খরচের পাতায়।
- শীতে প্রতি সপ্তাহে ১ বস্তা খড় লাগলে পৌষ-মাঘ (৮ সপ্তাহ) কত বস্তা? এখন আছে কত?

নিরাপত্তা

খাল-বিলের পাড়ে হাঁসের পেছনে গেলেও তুমি পানিতে নামবে না — পাড় থেকে লাঠি। গভীর পানি, স্রোত, কচুরিপানার নিচে গভীর কাদা। রাস্তা পার হলে বড়রা আগে দাঁড়াবেন। লাঠি হাঁসকে ছোঁয়ার জন্য নয়, দিক দেখানোর। চালে ওঠা, চুন ছিটানো বড়দের। হাঁস খোঁজা সন্ধ্যায় একা নয়, টর্চ ও বড়দের সাথে।

অভিভাবকের জন্য

হাঁস চরানো দেশি পদ্ধতির প্রাণ — তবে প্রতিবেশীর খেত-পুকুরের অনুমতি নিন ও কচি ধানের খেতে ঢুকতে দেবেন না (চারা নষ্ট করে); থোড়-আসা ধানে ও কাটা খেতে সমস্যা নেই। যে খেতে কীটনাশক ছিটানো হয়েছে সেখানে হাঁস মারা যায় — আশপাশের চাষির সাথে কথা বলে রাখুন। শিশু রোজ হাঁসের সাথে দুপুর পর্যন্ত থাকতে পারবে না; প্রথম দুই সপ্তাহে অভ্যাস গড়ে দিন, তারপর সকালে ছাড়া ও সন্ধ্যায় গোনাই তার কাজ। ঘর মেরামত ও শীতের মজুত এ মাসেই শেষ করুন — পৌষে ভেজা-ঠান্ডা মেঝেই ছানা ও বড় পাখি হারানোর প্রধান কারণ।

প্রজেক্ট: খামারের সার ও শীতের সবজির বীজতলা ফসল

বৈশাখ থেকে তুমি মুরগির ঘরের বিষ্ঠা গাদায় দিচ্ছ। গাদা খুলে দেখো — ওপরের স্তর এখনো বিষ্ঠা, কিন্তু নিচেরটা কালো, ঝুরঝুরে, মাটির মতো গন্ধ। এটাই **বিষ্ঠা-কম্পোস্ট** — বাজারের সারের চেয়ে ভালো, আর বিনামূল্যে। চাষিরা বলেন, হাঁস-মুরগির সার গোবরের চেয়েও «গরম»। এ মাসে এই সার দিয়ে তুমি করবে শীতের সবজির উঁচু বীজতলা (গত বছরের দক্ষতা) আর পালা বদলের নকশা ধরে রবি মৌসুমের চার বেড।

যা করব

১ **গাদা পরীক্ষা:** গাদার তিন স্তর থেকে তিন মুঠো তোলো — ওপর, মাঝ, নিচ। রং, গন্ধ, গরম কি না (হাত দিয়ে), কেঁচো আছে কি না — ছকে লেখো। নিচের কালো-ঠান্ডা-গন্ধহীন অংশটিই তৈরি সার। ওপরেরটা এখনো «কাঁচা» — গাছে দিলে পোড়ে।

২ **গাদা উল্টাই:** বড়দের সাথে গাদা উল্টে দাও — নিচেরটা ওপরে, ওপরেরটা নিচে। তৈরি সার আলাদা ঝুড়িতে, চালুনিতে চেলে। কাঁচা অংশ নতুন গাদায়; তাতে শুকনো পাতা ও খড় মেশাও — শুধু বিষ্ঠা নয়, বিষ্ঠার সাথে তিন গুণ শুকনো জিনিস।

৩ **কতটুকু দেব:** মুরগির সার গোবরের চেয়ে বেশি শক্তিশালী — তাই কম: এক বর্গমিটার বেডে এক ঝুড়ি কম্পোস্টের জায়গায় অর্ধেক ঝুড়ি, আর ভালো করে মাটির সাথে মিশিয়ে এক সপ্তাহ রেখে তবে বোনা।

৪ **উঁচু বীজতলা:** গত বছরের মতো ১ × ২ মিটার, হাত-উঁচু, মিহি মাটি + চালা সার + ছাই। সারিতে টমেটো, বেগুন, মরিচ (নিজের বীজ ব্যাংক থেকে — গত ফাল্গুনের ভেজা ফলের বীজ!), সাথে এ বছর নতুন: দেশি ফুলকপি বা বাঁধাকপির বীজ থাকলে এক সারি। খড়ের ছাউনি, পাখি তাড়ানো।

৫ **চার বেড (রবি):** দেয়ালের নকশায় দেখো শীতে কোন বেডে কোন দল — পাতা-দলে পালং, লাল শাক, ধনিয়া; মূল-দলে মুলা, গাজর, পেঁয়াজ (কার্তিকে); ফল-দলে টমেটো-বেগুনের চারা (আশ্বিনের শেষে); শিম-দলে শিম-মটরশুঁটি। বেড তৈরি করে সার মেশাও; বোনা কার্তিকে।

৬ **শাক-বেড নবায়ন:** বর্ষার কলমি-হেলেঞ্চা শেষ হচ্ছে; শীতের জন্য পালং, লাল শাক, মুলার পাতা — মুরগির সবুজ খাবার শীতেও চলবে।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

খামারের সার ও শীতের সবজির বীজতলা ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- গাদার নিচে কেঁচো এলো কোথা থেকে? ওরা কী করে? তাজা বিষ্ঠায় কেঁচো থাকে না কেন?
- মুরগির সার গোবরের চেয়ে «গরম» — তাহলে কম দেব, না বেশি? কী হয় বেশি দিলে?
- খামারের চাকা এখন পুরো ঘুরল: বাগান → মুরগি → বিষ্ঠা → গাদা → সার → বাগান। কোন ধাপে কত মাস লাগল?

নিরাপত্তা

গাদা উল্টানোর সময় নাক-মুখ ঢাকো, স্যান্ডেল, পরে সাবান; গাদার ভেতর গরম হতে পারে — খালি হাত নয়, খুরপি। সাপ-বিছা গাদায় থাকতে পারে — আগে লাঠি দিয়ে নাড়ো। কাঁচা বিষ্ঠা গাছে নয়, হাতে নয়। বীজ ও সার মুখে নয়।

অভিভাবকের জন্য

মুরগি-হাঁসের বিষ্ঠা উচ্চ নাইট্রোজেনযুক্ত — পচিয়ে ও কম মাত্রায় ব্যবহার, নইলে চারা পুড়বে; শুকনো জিনিসের সাথে ১:৩ অনুপাত ও মাঝে মাঝে উল্টানো কম্পোস্টের দেশি নিয়ম। এটিই এ বছর বাগানের «খরচ শূন্য» সার — কার্তিকের হিসাবে খামারের এই অদৃশ্য আয় শিশুকে দেখান (সার কিনলে কত লাগত?)। বীজতলা ও চারা রোপণ গত বছরের চেনা কাজ — শিশুকে নিজে করতে দিন; নতুন শিক্ষা শুধু সারের মাত্রা।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

আশ্বিন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — পথ চিনি

দিন ১	বড়দের সাথে চরার পথ ও জায়গা দেখি; নকশায় আঁকি; বিপদ চিহ্ন	☐
দিন ২	প্রথম চরানো: কাছের ডোবা, এক ঘণ্টা; ডাক ঠিক করি, খুদে ফেরাই	☐
দিন ৩	সকাল-সন্ধ্যা হাঁস গুনি; ঘড়িতে সময় লিখি	☐
দিন ৪	গাদার তিন স্তর পরীক্ষা; ছকে রং-গন্ধ-গরম	☐
দিন ৫	সাপ্তাহিক ডিম সরবরাহ; বিষ্ঠা তোলা	☐

ইসলামি: সূরা আল-ফাজর শোনা ও প্রথম ৫ আয়াত (ভোর, দশ রাত, জোড়-বিজোড়)। সকালের যিকির ঝালাই।

ইংরেজি: walk, line — «The ducks walk in a line.»

প্রযুক্তি: ভিডিও দেখে শেখা (বড়দের বাছাই): «হাঁস চরানো» বা «মুরগির ঘর মেরামত» — ৫ মিনিটের একটি ভিডিও; তিনটি নতুন কথা খাতায়।

সপ্তাহ ২ — দূরে ও বেশি

দিন ১	খাল-বিলে, সকাল–দুপুর; দুপুরে ডেকে ফেরাই	☐
দিন ২	হাঁসের পেছনে এক দিন: কী খায় — তালিকা	☐
দিন ৩	গাদা উল্টাই (বড়রা); তৈরি সার চালি, আলাদা	☐
দিন ৪	নতুন গাদা: বিষ্ঠা ১ ভাগ, শুকনো পাতা-খড় ৩ ভাগ	☐
দিন ৫	উঁচু বীজতলা তৈরি; সার মিশিয়ে এক সপ্তাহ রাখি	☐

ইসলামি: সূরা ফাজর ৬ম–১৪শ আয়াত (আদ, সামুদ, ফেরাউন — অহংকারীর পরিণতি)। হাদিস: প্রতিবেশীর হক।

ইংরেজি: morning, afternoon — «They come back in the afternoon.»

প্রযুক্তি: ভিডিওর কথা ওস্তাদ চাষির সাথে মিলানো: কোনটি আমাদের এলাকায় খাটে, কোনটি না?

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আশ্বিন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — সারা দিন বাইরে

দিন ১	সকাল–বিকেল চরা; সন্ধ্যার আগে ডাক; নিজেরা ফিরল কি?	☐
দিন ২	সন্ধ্যার খাবার অর্ধেক করে দেখি — পাত্র খালি হয়?	☐
দিন ৩	বীজতলায় টমেটো-বেগুন-মরিচ সারিতে; ছাউনি, জাল	☐
দিন ৪	মুরগির ঘর: চাল-বাতা-ফাঁক মেরামত (বড়দের সাথে); চটের পর্দা বানাই	☐
দিন ৫	ঘর খালি করে চুন (বড়রা); শুকিয়ে ছাই; মুরগি ফেরত	☐

ইসলামি: সূরা ফাজর ১৫শ–২০শ আয়াত (এতিমকে সম্মান না করা, গরিবকে খাওয়াতে উৎসাহ না দেওয়া)। নামাজ: বিতর ৩ রাকাত বড়দের সাথে।

ইংরেজি: repair, winter — «We repair the house before winter.»

প্রযুক্তি: ঘড়িতে মিনিট পড়া: হাঁস বের হলো ৭:১০, ফিরল ৪:৪৫ — কত সময়? ফোনের ঘড়ি ও দেয়ালঘড়ি মিলানো।

সপ্তাহ ৪ — শীতের মজুত

দিন ১	হাঁসের ঘর: মেঝে উঁচু, খড়, নালা, পর্দা	☐
দিন ২	খড়, ছাই, কাঠের গুঁড়া বস্তায় মজুত; কত বস্তা গুনি	☐
দিন ৩	রবির চার বেড তৈরি; নকশা অনুযায়ী সার; শাক-বেডে পালং-লাল শাক	☐
দিন ৪	চরার পর খাবার-খরচ কত কমল — হিসাব	☐
দিন ৫	মাসের খাতা; ছকে হাঁসের বাইরে থাকার সময়	☐

ইসলামি: সূরা ফাজর ২০ আয়াত পর্যন্ত একা; বাকিটা কার্তিকে। মাসের দোয়া ঝালাই।

ইংরেজি: compost, smell + ঝালাই। «Good compost smells like soil.»

প্রযুক্তি: ছকে «খাবার (গ্রাম)» কলামের আগের ও এখনকার মাসের মোট তুলনা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আশ্বিন — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-ফাজর (১–২০)

৩০ আয়াত; এ মাসে প্রথম ২০, বাকিটা কার্তিকে। ভোরের কসম — আদ, সামুদ ও ফেরাউনের অহংকার ও পরিণতি; মানুষ সম্পদ পেলে বলে «আল্লাহ আমাকে সম্মান দিয়েছেন», কম পেলে বলে «অপমান করেছেন» — অথচ আসল পরীক্ষা: এতিম ও গরিবের হক।

এ মাসের দোয়া

সকালের যিকির

আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ

অর্থ: আমরা সকালে উপনীত হলাম, আর সমস্ত রাজত্ব আল্লাহর; সব প্রশংসা আল্লাহর; আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। (সহিহ মুসলিম)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«জিবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি উপদেশ দিতে থাকলেন যে আমি ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীই বানিয়ে দেবেন।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

তোমার হাঁসেরা এখন রোজ প্রতিবেশীর খাল, চাষি চাচার ধানখেতের আইল, কারও পুকুরের পাড়ে চরে। ওদের খাবার আসছে অন্যের জমি থেকে। এটি কি ঠিক? ঠিক — যদি তুমি অনুমতি নাও, কচি চারার খেতে না ঢোকাও, আর ক্ষতি হলে স্বীকার করো। নবীজি ﷺ বলেছেন, জিবরাইল (আ.) প্রতিবেশীর হকের কথা এত বলেছেন যে তিনি ভেবেছিলেন প্রতিবেশীকে সম্পত্তির ভাগই দিতে হবে! প্রতিবেশীর হক: তার ক্ষতি না করা, তার সুখ-দুঃখে পাশে থাকা, আর তোমার ভালো জিনিসে তাকে ভাগ দেওয়া। নবীজি ﷺ আবু যর (রা.)-কে বলেছিলেন, «তরকারি রাঁধলে ঝোল একটু বাড়িয়ে প্রতিবেশীকে দিয়ো» (মুসলিম)। তোমার হাঁস যাঁর খালে চরে, তাঁকে মাঝে মাঝে কয়েকটি ডিম দিয়ো — এটিই হাঁসের «ভাড়া», আর এটিই প্রতিবেশীর হক। আর সূরা ফাজর সাবধান করছে: সম্পদ বাড়লে মানুষ ভাবে সে বড় হয়ে গেছে। তোমার খামার বড় হচ্ছে — ৩০টি পাখি, নিয়মিত আয়। কিন্তু আসল পরীক্ষা: এতিম ও গরিবের হক দিচ্ছ কি না।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- অন্যের জমি-পুকুরে হাঁস চরাতে অনুমতি নিই; ক্ষতি হলে স্বীকার করি, পূরণ করি।
- প্রতিবেশীকে খামারের ভাগ দিই — ডিম, সবজি; তাঁর সুখ-দুঃখের খবর রাখি।
- সম্পদ বাড়লে অহংকার নয় — শোকর ও সদকা বাড়াই।
- নামাজ: বিতর ৩ রাকাত শেখা শুরু (এশার পরে)। সকালের যিকির ফজরের পর।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

walk হাঁটা	**line** লাইন / সারি	**afternoon** বিকেল	**repair** মেরামত করা
winter শীত	**compost** পচা সার / কম্পোস্ট	**smell** গন্ধ	**neighbour** প্রতিবেশী

The ducks walk in a line.	হাঁসেরা লাইন ধরে হাঁটে।
They come back in the afternoon.	ওরা বিকেলে ফিরে আসে।
We repair the house before winter.	শীতের আগে আমরা ঘর মেরামত করি।

খেলা

Listen and tell: «Every morning my ducks walk to the canal in a line. They eat snails and grass all day. In the afternoon I call them and they come back. I count them: ten ducks. Before winter we repair the house. The compost from the farm goes to the garden.» প্রশ্ন: «Where do the ducks go?» «What do they eat?» «What goes to the garden?»। **Read it:** «Ten ducks.» «Walk in a line.» «Repair the roof.»। **What time?** খেলা: ঘড়ি দেখিয়ে «What time is it?» — «Seven o'clock», «Half past four»।

প্রযুক্তি: ভিডিও দেখে শেখা — আর ভুল ভিডিও চেনা ৫%

১ বড়রা «হাঁস পালন» বা «মুরগির ঘর মেরামত» বিষয়ে ৫ মিনিটের একটি ভিডিও বেছে দেবেন (সরকারি কৃষি তথ্য সার্ভিস বা পরিচিত খামারির)। মন দিয়ে দেখো; শেষে তিনটি নতুন কথা খাতায় লেখো।

২ এবার প্রশ্ন করো: এই ভিডিও কি আমাদের এলাকার জন্য? ভিডিওর খামার কি দেশি মুরগির, না বিদেশি ব্রয়লারের? ওরা কি কিছু বিক্রি করতে চাইছে (খাবার, ওষুধ, বাচ্চা)? ওস্তাদ চাষিকে তিনটি কথা বলো — তিনি কী বলেন?

৩ খাতায় লেখো: «ভিডিও থেকে যা নিলাম: ___। যা নিলাম না, কারণ: ___।» এটাই শেখার সঠিক নিয়ম — সব নেওয়া নয়, বেছে নেওয়া।

নিয়ম

ভিডিও বড়রা বাছবেন, তুমি নিজে খুঁজবে না; একটি ভিডিও শেষ হলে পরেরটি নয় — স্বয়ংক্রিয় পরের ভিডিও বন্ধ। যে ভিডিও «একটি জিনিস দিলেই দ্বিগুণ ডিম» বলে, সেটি বিক্রির জন্য — সন্দেহ করো। ১৫ মিনিট, বড়দের পাশে।

আশ্বিন — আমার খাতা

হাঁস চরানোর খাতা

তারিখ	বের হলো (সময়)	ফিরল (সময়)	বের হলো (টি) / ফিরল (টি)	সন্ধ্যার খাবার (গ্রাম)	মুরগির ডিম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] হাঁসদের একই ডাকে ফেরার অভ্যাস করাতে
- [ ] চরার নিরাপদ পথ ও বিপদ নকশায় দেখাতে
- [ ] ঘড়িতে মিনিটসহ সময় পড়ে কত ঘণ্টা বাইরে হিসাব করতে
- [ ] গাদার তিন স্তর চিনে তৈরি সার আলাদা করতে
- [ ] মুরগির সার কম মাত্রায় মিশিয়ে বীজতলা করতে
- [ ] শীতের আগে ঘরের মেরামত ও মজুত তালিকা করতে

অভিভাবকের মন্তব্য

_____

_____

_____ _____ _____

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৭ · হেমন্তকাল

কার্তিক

তিন মা একসাথে — প্রথম দফা ছানা

মধ্য অক্টোবর – মধ্য নভেম্বর
রবি মৌসুমের শুরু

কার্তিকে ভোরে হালকা কুয়াশা, শিউলি ফুলের গন্ধ, ধানের শিষে দুধ। বৃষ্টি নেই, রোদ নরম, বাতাস শুকনো — ছানা তোলার সেরা সময়ের শুরু। দেশি মুরগি এ সময় কুঁচে হয় বেশি, আর শুকনো দিনে ছানারা বাঁচে বেশি।

গত বছর তুমি একটি মুরগি বসিয়ে ছানা তুলেছ। এ বছর খামারের লক্ষ্য ২৫টি — তাই একটি নয়, **তিনটি মা একসাথে**, একই দিনে, যাতে ছানারা একই বয়সের হয়, একসাথে টিকা পায়, একসাথে বড় হয়। বড় খামারে এর নাম **দফা (ব্যাচ)**। এ মাসের শেষে ২৫–৩০টি ছানা তোমার উঠানে দৌড়াবে — ইন শা আল্লাহ। আর হিসাবের খাতায় এ মাসে উত্তর মিলবে বছরের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের: **একটি ডিম বানাতে আমার কত খরচ হয়?**

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানে শিষ, দুধ-দানা; মাঠ সোনালি হতে শুরু
- শীতের সবজির বেড: মুলা, পালং, ধনিয়া, লাল শাক বোনা; আলু-পেঁয়াজ-রসুন রোপণ
- কুয়াশার শুরু; মুরগি কুঁচে হয়, ছানা তোলার মৌসুম
- হাঁস ধানখেতের আইলে চরে; শামুক কমে, ঝরা দানা শুরু
- কার্তিকের «মঙ্গা» — পুরোনো দিনে অভাবের মাস; এখন সবজির মাস

এ মাসে আমি শিখব

- বসানোর ডিম বাছব, জমাব, তিন মা একই দিনে বসাব
- ২১ দিনের পরিকল্পনা, ৭ম দিনে আলোয় পরীক্ষা, ফোটার হিসাব
- ছানার প্রথম টিকা ক্যালেন্ডার মিলিয়ে দেওয়াব
- খাবারের খরচ ÷ ডিমের সংখ্যা = এক ডিমের খরচ বের করব
- ভাগ (÷) ভালো করে; ২১ ও ২৮ দিন গোনা

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **প্রথম দফা ছানা: তিন মা একসাথে**
- **১২৩ এক ডিম বানাতে খরচ কত? (ভাগ)**

প্রজেক্ট: প্রথম দফা ছানা: তিন মা একসাথে খামার

কেন করব?

পাল বাড়ানোর সবচেয়ে সস্তা পথ নিজের ছানা — কিনতে হয় না, জাত জানা, মা শেখায়। কিন্তু একটি-দুটি করে ছানা তুললে পালে সব বয়সের পাখি মিশে যায়: কাকে কখন টিকা, কে কবে ডিম দেবে — গুলিয়ে যায়। দফায় তুললে ২৫–৩০টি ছানা একই বয়সের: একই দিনে টিকা, একই সময়ে বড়, একই মাসে ডিম। আর তিনটি মা মানে একটি মা ছেড়ে দিলেও বাকি দুটি আছে। এ দফার মুরগিরা ফাল্গুন-চৈত্রে ডিম দিতে শুরু করবে — তোমার বছরের লক্ষ্য তখনই পূর্ণ।

যা যা লাগবে

৩০–৩৬টি বসানোর ডিম | ৩টি কুঁচে মা (তারা-দেওয়া) | ৩টি তা-ঘর: ঝুড়ি, ছাই, খড়

পেনসিল, টর্চ, ক্যালেন্ডার, খাতা | ছানার খুদ, অগভীর পাত্র, ঝাঁপি | টিকা: প্রাণিসম্পদ অফিস

ধাপে ধাপে কাজ

১ **ডিম জমাই (১০ দিন):** সেরা মুরগিদের তাজা, মাঝারি, পরিষ্কার, মসৃণ ডিম — মোরগ আছে এমন পালের। পেনসিলে তারিখ ও মায়ের চিহ্ন; ঠান্ডা ছায়ায়, মোটা দিক ওপরে, রোজ একবার ঘুরিয়ে; ধোবে না। প্রতি মায়ের জন্য ১২টি।

২ **তিন মা চিনি:** কার্ড দেখো — কারা ডিম থামিয়ে বাসায় বসে থাকছে, ডাকলে «কর-র-র» করে, পালক ফুলায়? তারা কুঁচে। তারা-দেওয়া মায়েদের আগে। তিনটি না পেলে দুটি দিয়ে শুরু, তৃতীয় পরে।

৩ **একই সন্ধ্যায় বসাই:** তিনটি তা-ঘর আলাদা কোণে, যেন মায়েরা একে অপরকে না দেখে (ঝগড়া, ডিম বদল)। সন্ধ্যায় বড়রা প্রতি মায়ের নিচে ১০–১২টি ডিম দেবেন। ক্যালেন্ডারে বসানোর তারিখ থেকে ২১ দিন গুনে দাগ। তিন মায়ের নাম ও ডিমের সংখ্যা খাতায়।

৪ **২১ দিন যত্ন:** প্রতি তা-ঘরের পাশে খাবার-পানি; মা দিনে একবার নামে কি না দেখো। নামলে বাসায় ভাঙা ডিম বা বিষ্ঠা আছে কি না দেখে পরিষ্কার। বিড়াল-বেজি-ইঁদুর থেকে পাহারা। মায়ের গায়ে উকুন থাকলে ছানায় যাবে — বসানোর আগে ছাই-গোসল।

৫ **৭ম দিনে আলোয় পরীক্ষা:** রাতে অন্ধকার ঘরে টর্চের মাথায় ডিম — লাল শিরার জাল = ছানা হচ্ছে; স্বচ্ছ = হবে না (সরাও, খাওয়া যাবে না); কালো দাগ-ছোপ = নষ্ট (সরাও)। তিন মায়ের আলাদা হিসাব: বসানো ___, ভালো ___। ১৮তম দিনে আরেকবার।

৬ **ফোটার দিন (২০–২১):** খোসায় ঠোঁটের ফুটো, শুনবে «পিপ-পিপ»। সাহায্য করবে না — নিজে বের হওয়াটাই ছানার প্রথম পরীক্ষা। ২২তম দিনের পরও না ফোটা ডিম সরাও। প্রতি মায়ের ছানা গুনে খাতায়: বসানো, ভালো ছিল, ফুটল। ফোটার হার: ফুটল ÷ বসানো।

৭ **তিন দল আলাদা:** প্রথম দুই সপ্তাহ তিন দল আলাদা ঝাঁপিতে মায়ের সাথে; দিনে ৫–৬ বার মিহি খুদ, অগভীর পানি; রাতে চট; চিল-কাক-বেজি থেকে পাহারা।

৮ **ছানার প্রথম টিকা:** দেয়ালের ক্যালেন্ডার দেখো — ছানার রানীক্ষেত টিকা কোন বয়সে (অফিস যা বলেছে, সাধারণত প্রথম সপ্তাহেই)। তিন দল একই বয়সের — একই দিনে, একবারে। বড়রা অফিস থেকে আনবেন; তুমি গুনবে, কার্ড বানাবে: দফা ১, জন্মতারিখ, মা, টিকা। প্রতি ছানার নিজের কার্ড পরে, এখন দফার কার্ড।

প্রথম দফা ছানা: তিন মা একসাথে খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- তিন মায়ের মধ্যে কে সবচেয়ে কম নামে, কে বেশি? কার ডিম বেশি ফুটল — মিল আছে?
- ৭ম দিনে স্বচ্ছ ডিম কয়টি ছিল? সেগুলো কোন মুরগির পাড়া (পেনসিলের চিহ্ন)? সেই মুরগির কার্ডে লেখো।
- ফোটার দিন প্রথম ছানা কখন বের হলো, শেষটি কখন — কত ঘণ্টা তফাত?
- কোন মা ছানাদের সবচেয়ে ভালো আগলায় — চিল দেখলে ডাকে, ডানার নিচে নেয়?
- ছানারা প্রথম কবে নিজে খুঁটে খেল? মা কীভাবে শেখায় — দেখো।

123 গুনি · মাপি · লিখি

- বসানো ___ + ___ + ___ = মোট ___। ৭ম দিনে ভালো ___। ফুটল ___। ফোটার হার: প্রতি ১০টিতে কয়টি?
- বসানোর তারিখ + ২১ = ফোটার তারিখ; + ৭ = প্রথম টিকার সম্ভাব্য দিন (অফিসের কথামতো) — ক্যালেন্ডারে লেখো।
- ৩০টি ছানা × দিনে ৬ বার খাবার = দিনে কতবার? ৩০টি ছানার জন্য দিনে ১০ গ্রাম করে হলে মোট কত গ্রাম?
- চৈত্রে লক্ষ্য ২৫ মুরগি: এখন বড় মুরগি ___ + এ দফার (অর্ধেক মুরগি ধরে) ___ = ___। লক্ষ্য পূর্ণ হবে?

নিরাপত্তা

তা-দেওয়া মুরগি জোরে ঠোকরায় — ডিম বদল ও পরিষ্কার বড়দের সাথে, সন্ধ্যায়। আলোয় পরীক্ষায় ডিম দুই হাতে, নিচু হয়ে, নরম কাপড়ের ওপরে। সরানো নষ্ট ডিম খাওয়া নয়, ভাঙা নয় (দুর্গন্ধ ও জীবাণু) — বড়রা পুঁতবেন। ছানা ধরলে তালুতে, চেপে নয়; পরে সাবান। টিকা বড়দের ও অফিসের।

অভিভাবকের জন্য

তিন মা একসাথে বসানো দেশি পদ্ধতিতে সবচেয়ে কার্যকর «দফা» কৌশল — মায়েদের অবশ্যই আলাদা কোণে রাখুন। কুঁচে মুরগি ঠিক একই দিনে তিনটি না পেলে ২–৩ দিনের ব্যবধান চলে। ডিমের উর্বরতার জন্য পালে সক্রিয় মোরগ থাকা জরুরি (ভাদ্রের বাছাই)। ফোটার হার ৬০–৮০% হলে ভালো; কম হলে কারণ (পুরোনো ডিম, ঠান্ডা, মা বেশি নামা, মোরগ) একসাথে খুঁজুন। ছানার প্রথম টিকা ও পরের ডোজ ক্যালেন্ডারে আগে থেকেই আছে — অফিসের সাথে এক সপ্তাহ আগে কথা বলুন; মাত্রা বইয়ে নেই ইচ্ছে করেই। দ্বিতীয় দফা পৌষে, তৃতীয় (হাঁস) ফাল্গুনে।

123 প্রজেক্ট: এক ডিম বানাতে খরচ কত? (ভাগ) বাজার ও ব্যবসা

তুমি ডিম বেচো হালি ___ টাকায়। কিন্তু একটি ডিম বানাতে তোমার কত **খরচ** হয়? খাবার, টিকা, ছাই-চুন, ঘর — সব মিলিয়ে? এ প্রশ্নের উত্তর না জানলে লাভ হচ্ছে না ক্ষতি, বোঝার উপায় নেই। উত্তর বের করার যন্ত্র একটি: **ভাগ**। মাসের মোট খরচ ÷ মাসের মোট ডিম = এক ডিমের খরচ। জ্যৈষ্ঠ থেকে তুমি রোজ খাবার মেপেছ আর ডিম গুনেছ — এখন সেই সংখ্যাগুলো কথা বলবে।

যা করব

১ **এক মাসের খরচ জড়ো করি:** খরচের পাতা থেকে গত মাসের (আশ্বিনের) সব খরচ এক জায়গায়: খাবারের উপকরণ ___ + টিকা-ওষুধ ___ + ছাই-চুন-খড় ___ + ঘর মেরামত ___ = মোট খরচ ___ টাকা।

২ **এক মাসের ডিম:** ডিমের খাতা থেকে আশ্বিনের মোট ডিম (মুরগির) ___টি।

৩ **ভাগ করি:** মোট খরচ ÷ মোট ডিম = এক ডিমের খরচ। যেমন: ১২০০ টাকা ÷ ৩০০ ডিম = ৪ টাকা। হাতে ভাগ শেখো — ১২০০-এর ভেতরে ৩০০ কয়বার আছে? ৪ বার। তারপর ক্যালকুলেটরে মিলাও।

৪ **দামের সাথে তুলনা:** এক ডিম বেচো কত টাকায়? (হালির দাম ÷ ৪।) বিক্রির দাম − খরচ = এক ডিমে লাভ। যেমন বেচো ১২ টাকায়, খরচ ৪ টাকা — লাভ ৮ টাকা। মাসে ৩০০ ডিম × ৮ = ২৪০০ টাকা লাভ? কিন্তু থামো —

৫ **যা ধরিনি:** ঘর বানানোর টাকা (বৈশাখ), মোরগ-মুরগি কেনার টাকা, তোমার সময়, বাড়িতে খাওয়া ডিম (ওগুলো বেচলে টাকা আসত), আর মারা যাওয়া পাখি। বড়দের সাথে তালিকা করো: «এগুলো ধরলে খরচ বাড়ে।» ঠিক হিসাব বই ৮-এ; এখন শুধু জানা — লাভ যা দেখা যায়, তার চেয়ে কম।

৬ **খরচ কমানোর তিন পথ:** (১) চরা: হাঁস যত চরে, খাবার তত কম — আশ্বিনে দেখেছ। (২) শাক-বেড ও বাগানের ফেলনা: কেনা খাবার কমে। (৩) নিজের খুদ-কুঁড়া: অগ্রহায়ণের ধান থেকে। প্রতিটিতে মাসে কত টাকা বাঁচে, আন্দাজ করো।

৭ **ঘাটতি কোথা থেকে আসে:** কার্তিক-অগ্রহায়ণে দেশি মুরগি কুঁচে হয়, ডিম কমে — কিন্তু বাজারে চাহিদা কমে না। তখন ডিম আসে কোথা থেকে? বড় খামার থেকে, অন্য জেলা থেকে, কখনো বিদেশ থেকেও (আমদানি)। হাটে ডিমের বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করো: এ ডিম কোথাকার? পথটা খাতায় তীর দিয়ে আঁকো।

123 এক ডিম বানাতে খরচ কত? (ভাগ) ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- এক ডিমের খরচ ৪ টাকা, বিক্রি ১২ টাকা। কেউ যদি হালি ২০ টাকায় (একটি ৫ টাকায়) চায়, বেচবে? কেন / কেন নয়?
- খাবারের দাম বেড়ে দ্বিগুণ হলে এক ডিমের খরচ কত হবে? তখন কী করবে — দাম বাড়াবে, না খরচ কমাবে, কীভাবে?
- বাড়িতে খাওয়া ডিম কি «ফ্রি»? ওগুলো হিসাবে কীভাবে ধরা উচিত?

নিরাপত্তা

হিসাবের কাজ ছায়ায়, বসে, মন দিয়ে — ভুল সংখ্যা ভুল সিদ্ধান্ত আনে। হাটে ডিম-বিক্রেতার সাথে কথা বড়দের সাথে।

অভিভাবকের জন্য

এটি সিরিজের প্রথম «একক খরচ» (ইউনিট কস্ট) — ভাগের সবচেয়ে বাস্তব প্রয়োগ। সংখ্যাগুলো শিশুর নিজের খাতা থেকে আসা চাই, বইয়ের উদাহরণ নমুনা মাত্র। দীর্ঘমেয়াদি খরচ (ঘর, পাখি কেনা), শ্রম ও মৃত্যু — এগুলো আপাতত «যা ধরিনি» তালিকায় রাখুন; পূর্ণাঙ্গ খরচ-হিসাব বই ৮-এ। «ডিম কোথা থেকে আসে» অংশটি আমদানির ধারণার ধারাবাহিকতা (বই ১ ও ২-এর কার্তিক); সরবরাহ-শিকল বই ৮–১০-এ বড় হবে।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

কার্তিক — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — ডিম জমাই, মা বাছি

দিন ১	বসানোর ডিম বাছি; তারিখ ও মায়ের চিহ্ন লিখি; ঘুরিয়ে রাখি	☐
দিন ২	কার্ড দেখে তিন কুঁচে মা চিনি; ছাই-গোসল করাই	☐
দিন ৩	তিন তা-ঘর আলাদা কোণে সাজাই	☐
দিন ৪	আশ্বিনের মোট খরচ ও মোট ডিম জড়ো করি	☐
দিন ৫	রবির চার বেডে মুলা, পালং, ধনিয়া, লাল শাক বুনি; আলু-পেঁয়াজ-রসুন রোপণ (গত বছরের মতো)	☐

ইসলামি: সূরা আল-ফাজর ২১শ–৩০শ আয়াত (হে প্রশান্ত আত্মা, তোমার রবের কাছে ফিরে এসো)। হাদিস: দাউদ (আ.) নিজের হাতের কামাই খেতেন।

ইংরেজি: egg, chick (ঝালাই) + hatch — «The eggs hatch in three weeks.»

প্রযুক্তি: ডিজিটাল পাল্লায় (থাকলে) ১০টি ডিমের ওজন; ছকে বসিয়ে বড়দের সাথে «গড়» সূত্র দেখা।

সপ্তাহ ২ — বসানো ও ভাগ

দিন ১	একই সন্ধ্যায় তিন মা বসাই (বড়রা ডিম দেন); ২১ দিন গুনে দাগ	☐
দিন ২	খাতায় তিন মায়ের নাম ও ডিমের সংখ্যা; রোজ খাবার-পানি	☐
দিন ৩	হাতে ভাগ: মোট খরচ ÷ মোট ডিম = এক ডিমের খরচ	☐
দিন ৪	ক্যালকুলেটরে মিলাই; বিক্রির দাম − খরচ = লাভ	☐
দিন ৫	বীজতলার টমেটো-বেগুন-মরিচের চারা বেডে রোপণ (মাটির বলসহ)	☐

ইসলামি: সূরা ফাজর পুরোটা বড়দের সাথে। মাসের দোয়া: কষ্টে — হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।

ইংরেজি: cost, profit — «One egg costs four taka.»

প্রযুক্তি: ছকে «খরচ» ও «ডিম» মাসওয়ারি; বড়দের সাথে ভাগের সূত্র বসিয়ে এক ডিমের খরচ।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

কার্তিক — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — আলোয় দেখি

দিন ১	৭ম দিনের রাতে তিন বাসার ডিম টর্চে; স্বচ্ছ-নষ্ট সরাই; হিসাব	☐
দিন ২	স্বচ্ছ ডিম কোন মুরগির — কার্ডে লিখি	☐
দিন ৩	«যা ধরিনি» তালিকা বড়দের সাথে; খরচ কমানোর তিন পথ	☐
দিন ৪	হাটে ডিম-বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস: এ ডিম কোথাকার? পথ আঁকি	☐
দিন ৫	ছানার ঝাঁপি, মিহি খুদ, অগভীর পাত্র তৈরি রাখি	☐

ইসলামি: সূরা ফাজর একা বলা। নামাজ: বিতর ৩ রাকাত নিজে চেষ্টা; দোয়া কুনুত শোনা।

ইংরেজি: light, dark — «I check the eggs in the dark.»

প্রযুক্তি: টর্চ ছাড়া ফোনের আলো দিয়েও ডিম পরীক্ষা (বড়দের ফোন, কাপড়ে মুড়ে) — কোনটি ভালো দেখায়?

সপ্তাহ ৪ — ফোটার সপ্তাহ

দিন ১	১৮তম দিনে দ্বিতীয় পরীক্ষা; ফোটার অপেক্ষা	☐
দিন ২	ফোটার দিন: গুনি — বসানো, ভালো, ফুটল; ফোটার হার	☐
দিন ৩	তিন দল ঝাঁপিতে; দিনে ৬ বার খুদ; রাতে চট; পাহারা	☐
দিন ৪	ক্যালেন্ডার দেখে ছানার প্রথম টিকার তারিখ; অফিসে খবর (বড়রা)	☐
দিন ৫	মাসের খাতা; দফা ১-এর কার্ড; লক্ষ্যের হিসাব আবার	☐

ইসলামি: ফজর ও ফাজর — দুই শব্দের অর্থ (ভোর); ফজরের নামাজ সময়মতো এক সপ্তাহ টানা — দাগ-খাতা।

ইংরেজি: mother, batch + ঝালাই। «Thirty chicks in one batch.»

প্রযুক্তি: ছানা ফোটার ছবি ছকে; দফা ১-এর সংখ্যা «ছানা» কলামে।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

কার্তিক — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-ফাজর (পূর্ণ)

৩০ আয়াত পূর্ণ হলো। শেষ আয়াতগুলো সবচেয়ে সুন্দর: «হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার রবের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে; আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হও, আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।»

এ মাসের দোয়া

কষ্ট বা ক্ষতির সময়ের দোয়া

হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। — ক্ষতিতে: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা'জুরনি ফি মুসিবাতি ওয়াখলুফ লি খাইরাম মিনহা।

অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কত ভালো কর্মবিধায়ক। — আমরা আল্লাহরই, তাঁর কাছেই ফিরব; হে আল্লাহ, আমার বিপদে আমাকে সওয়াব দিন ও এর চেয়ে ভালো কিছু দিন। (সহিহ মুসলিম)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজের হাতের কামাই খেতেন।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি

গল্প ও ভাবনা

দাউদ (আ.) ছিলেন রাজা — এক দেশের বাদশাহ। চাইলে রাজকোষ থেকে খেতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের হাতে লোহার বর্ম বানিয়ে বেচতেন, আর সেই টাকায় খেতেন। নবীজি ﷺ বলেছেন, নিজের হাতের কামাইয়ের চেয়ে ভালো খাবার আর নেই। তুমি এ মাসে বের করেছ — একটি ডিম বানাতে তোমার ৪ টাকা খরচ, বেচো ১২ টাকায়। মাঝের ৮ টাকা কোথা থেকে এলো? তোমার হাত থেকে: রোজ ভোরে ওঠা, মেপে খাওয়ানো, পানি ভরা, ঘর পরিষ্কার, টিকা, খাতা। ওই ৮ টাকা **হালাল** — তোমার শ্রমের দাম। আর যদি ধোঁকা দিয়ে, পাল্লায় কম দিয়ে, বুড়ো মুরগিকে জোয়ান বলে ১০০ টাকা বেশি আসত — সেটি হারাম; তাতে বরকত নেই। সূরা ফাজরের শেষে আল্লাহ ডাকছেন «প্রশান্ত আত্মা»-কে — যে সন্তুষ্ট ও যার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। হালাল কামাইয়ে প্রশান্তি আসে — অল্প হলেও। আর ছানা না ফুটলে? বা ফুটে মারা গেলে? «ইন্না লিল্লাহ» বলো, কারণ খোঁজো, আবার চেষ্টা। ক্ষতিতে ধৈর্যের সওয়াব আছে, আর আল্লাহ বদলে ভালো দেন।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- নিজের হাতে কাজ করে খাই — এতে গর্ব নয়, শোকর; অলসতায় লজ্জা।
- হালাল অল্পকে হারাম বেশির চেয়ে ভালোবাসি।
- ক্ষতিতে «ইন্না লিল্লাহ», কারণ খুঁজি, আবার চেষ্টা করি — হাল ছাড়ি না।
- নামাজ: বিতর ৩ রাকাত নিজে চেষ্টা; দোয়া কুনুত শোনা। ফজর সময়মতো — এ মাসের দাগ-খাতা।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

hatch ফোটা	**batch** দফা	**cost** খরচ	**profit** লাভ
light আলো	**dark** অন্ধকার	**divide** ভাগ করা	**each** প্রতিটি

The eggs hatch in twenty-one days.	ডিমগুলো একুশ দিনে ফোটে।
One egg costs four taka.	একটি ডিমে খরচ চার টাকা।
I check the eggs in the dark.	আমি অন্ধকারে ডিমগুলো পরীক্ষা করি।

খেলা

Listen and tell: «Three mother hens sit on thirty-six eggs. On day seven I check the eggs with a light in the dark. On day twenty-one the chicks hatch. Twenty-eight chicks! This is my first batch. Each egg costs me four taka, and I sell it for twelve.» প্রশ্ন: «How many eggs?» «When do they hatch?»। **Read it:** «Three mothers.» «Day twenty-one.» «Four taka each.»। **Divide it:** «Twelve eggs, three children — how many each?» — «Four each.»

প্রযুক্তি: ডিজিটাল পাল্লা ও স্প্রেডশিটে গড় ৫%

১ পাল্লা শূন্য করো (ZERO/TARE), তারপর বসানোর ১০টি ডিম একটি একটি করে ওজন — ১০টি সংখ্যা খাতায়।

২ বড়দের ফোনের ছকে ১০টি সংখ্যা এক কলামে বসাও। নিচে বড়রা «গড়» (AVERAGE) সূত্র বসাবেন — যন্ত্র একটি সংখ্যা দেখাবে। এটাই গড় ওজন।

৩ এবার হাতে: ১০টি যোগ, ১০ দিয়ে ভাগ — মিলল? গড় মানে «সবাই সমান হলে প্রত্যেকে কত পেত»।

নিয়ম

প্রতিবার পাল্লা শূন্য দেখে তবে ওজন। যন্ত্রের গড় ও হাতের গড় না মিললে একটি সংখ্যা ভুল ঢুকেছে — খুঁজে বের করো। ফোন বড়দের সামনে, ১৫ মিনিট।

কার্তিক — আমার খাতা

দফা ১ — তিন মায়ের হিসাব

মা (চিহ্ন)	বসানো ডিম	৭ম দিনে ভালো	১৮তম দিনে ভালো	ফুটল	১ মাস পর বেঁচে

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] বসানোর ডিম বাছতে, তারিখ লিখতে, ঘুরিয়ে রাখতে
- [ ] কুঁচে মা চিনে তিনটি আলাদা তা-ঘরে বসাতে
- [ ] আলোয় পরীক্ষা করে ভালো-নষ্ট আলাদা করতে
- [ ] ফোটার হার (প্রতি ১০-এ কয়টি) বলতে
- [ ] মোট খরচ ÷ মোট ডিম = এক ডিমের খরচ বের করতে
- [ ] যা হিসাবে ধরিনি, তার তালিকা বলতে

অভিভাবকের মন্তব্য

টর্চের আলোয় ডিমের ভেতরের লাল শিরার জাল যেমন দেখেছ, তেমন আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৮ · হেমন্তকাল

অগ্রহায়ণ

নাড়া-খেতে হাঁস, হাঁসের প্রথম ডিম

মধ্য নভেম্বর – মধ্য ডিসেম্বর
আমন কাটা · নবান্ন

অগ্রহায়ণ — সোনার মাস। মাঠের পর মাঠ পাকা ধান, কাস্তের শব্দ, উঠানে মাড়াই, ঘরে নবান্নের পিঠা। আর ধান কাটার পরে যে খেত পড়ে থাকে — কাটা গোড়া, ঝরা শিষ, মাটিতে পড়া দানা, গর্তে লুকানো শামুক-পোকা — তার নাম **নাড়া-খেত**। হাঁসের জন্য এটি বছরের সবচেয়ে বড় ভোজ। এক মাস নাড়া-খেতে চরলে হাঁস মোটা হয়, পালক চকচকে, আর তারপরই —

এক ভোরে হাঁসের ঘরের খড়ের ওপরে তুমি পাবে একটি বড়, সাদাটে-নীলচে ডিম। **হাঁসের প্রথম ডিম!** আষাঢ়ের সেই ছোট্ট হলুদ বাচ্চারা এখন ডিম দিচ্ছে। এ মাস থেকে তোমার ডিমের খাতায় দুটি কলাম: মুরগি আর হাঁস। আর তোমার তৃতীয় বছরের ধানখেত? ধান কাটো, খড় তোলো, ভাঙিয়ে খুদ-কুঁড়া — খামারের চাকা পুরো ঘুরে গেল।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধান কাটা, মাড়াই, শুকানো; খড়ের গাদা
- নাড়া-খেতে হাঁস-মুরগি চরে; ঝরা ধান, শামুক
- সরিষা, গম, মসুর, খেসারি বোনা; সরিষা ফুল শুরু
- শীতের সবজি: মুলা, পালং, শিম; আলুর গাছে মাটি তোলা
- নবান্ন; সকালে কুয়াশা, রাতে ঠান্ডা শুরু

এ মাসে আমি শিখব

- নাড়া-খেতে হাঁস চরিয়ে খাবারের খরচ প্রায় শূন্যে নামাব
- হাঁসের ডিম চিনব, ভোরে তুলব, আলাদা কলামে লিখব
- হাঁসের ডিমের বাঁধা ক্রেতা ও দাম ঠিক করব
- ধান কেটে খড়, খুদ, কুঁড়া — খামারে কোথায় কী যায়, হিসাব করব
- দুই কলামের যোগ; কেজি-গ্রাম; ফলন তুলনা তিন বছরের

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **নাড়া-খেতে হাঁস ও হাঁসের প্রথম ডিম**
- **ধান কাটা: খড়, খুদ, কুঁড়া — খামারের চাকা**

প্রজেক্ট: নাড়া-খেতে হাঁস ও হাঁসের প্রথম ডিম খামার

কেন করব?

দেশি হাঁস সাধারণত ৫–৬ মাস বয়সে ডিম দিতে শুরু করে — আষাঢ়ের বাচ্চারা তাই অগ্রহায়ণ-পৌষে। আর ডিম দিতে লাগে ভালো খাবার — ঠিক তখনই আল্লাহ দিয়েছেন নাড়া-খেত: ঝরা ধান (শক্তি), শামুক-পোকা (শরীর গড়া), শামুকের খোসা (ডিমের খোসা)! বাংলাদেশের চাষিরা তাই অগ্রহায়ণে হাঁসের ঝাঁক নিয়ে মাঠে যান — কোনো কোনো এলাকায় শত শত হাঁস। হাঁসের ডিম মুরগির ডিমের চেয়ে বড়, দাম বেশি, আর হাঁস শীতেও ডিম দেয় যখন দেশি মুরগি কুঁচে হয়ে থেমে থাকে — তাই খামারে হাঁস থাকলে সারা বছর ডিম।

যা যা লাগবে

- হাঁসের ঝাঁক (আষাঢ়ের ৮–১০টি)
- লাঠি, ডাক/বাঁশি (আশ্বিনের অভ্যাস)
- নাড়া-খেতের অনুমতি (কাটা খেতের মালিকের)
- হাঁসের ঘরে পুরু শুকনো খড়
- ডিমের ঝুড়ি (হাঁসের জন্য আলাদা)
- পাল্লা
- খাতা, ক্যালেন্ডার

ধাপে ধাপে কাজ

১. **খেত খুঁজি:** কোন কোন খেত কাটা হলো, বড়দের সাথে দেখো; মালিকের অনুমতি নাও (প্রতিবেশীর হক — আশ্বিনে শিখেছ)। হাঁস খেতে ঝরা ধান খায়, কিন্তু মালিকের কোনো ক্ষতি করে না — উল্টো শামুক-পোকা খেয়ে উপকার, বিষ্ঠায় সার। তবু অনুমতি।

২. **সকালে নাড়া-খেতে:** সকালে ঘরের খাবার না দিয়ে (বা সামান্য) সরাসরি খেতে — ক্ষুধার্ত হাঁস ভালো খোঁজে। প্রথম দিন সাথে থাকো; দেখো ওরা কী খুঁজে বের করে। খেতে পানি নেই — কাছে ডোবা বা নালা থাকা চাই; না থাকলে একটি বড় গামলা পানি নিয়ে যাও।

৩. **সন্ধ্যায় খাবার মাপি:** ফিরে এলে পেট দেখো — ফোলা? তাহলে সন্ধ্যায় শুধু এক মুঠো খুদ, আর একটু ঝিনুক-গুঁড়া (ডিমের খোসার জন্য)। খাবারের খাতায় লেখো: নাড়া-খেতের মাসে হাঁসের খাবার কত কমল। এটাই বছরের সবচেয়ে সস্তা মাস।

৪. **ডিমের লক্ষণ:** হাঁসের ঝুঁটি নেই — তাই চিহ্ন অন্য: পেট ভারী-নিচু, হাঁটা দুলে দুলে, ঘরে খড় খুঁড়ে বাসা বানায়, সকালে বের হতে দেরি করে। এমন দেখলে — এ সপ্তাহেই।

৫. **প্রথম ডিম:** হাঁস ডিম পাড়ে **ভোরে, ঘরের ভেতরে** (সকাল ৮টার আগে প্রায় সব)। তাই হাঁসকে ৮টার আগে ছাড়বে না — ছাড়লে খেতে-পানিতে ডিম হারাবে। ভোরে ঘরের খড় খুঁজে ডিম তোলো; প্রথম ডিমের তারিখ কার্ডে ও ক্যালেন্ডারে বড় করে লেখো। প্রথম ডিমগুলো ছোট হয় — স্বাভাবিক।

৬. **দুই কলাম:** ডিমের খাতায় এখন «মুরগির ডিম» ও «হাঁসের ডিম» আলাদা; সপ্তাহে দুটোর মোট ও সব মিলিয়ে মোট। হাঁসের ডিম ওজন করো — মুরগির ডিমের চেয়ে কত গ্রাম বেশি?

৭. **হাঁসের ডিমের ক্রেতা:** হাঁসের ডিমের দাম বেশি, ক্রেতা আলাদা — পিঠা-কেক বানান যাঁরা, যাঁদের ছোট শিশু আছে। জ্যৈষ্ঠের তালিকায় নতুন কলাম: হাঁসের ডিম চান কি? হাটে হাঁসের ডিমের হালি কত — জেনে দাম ঠিক।

৮. **শীতের প্রস্তুতি সাথে:** অগ্রহায়ণের শেষে রাত ঠান্ডা — হাঁসের ঘরের মেঝেতে খড় দ্বিগুণ (আশ্বিনের মজুত), পর্দা নামানো শুরু। কার্তিকের ছানারা এখন এক মাসের — ওদের ঝাঁপি রাতে ঢাকা, পরের টিকা ক্যালেন্ডারে।

নাড়া-খেতে হাঁস ও হাঁসের প্রথম ডিম খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- নাড়া-খেতে হাঁস কী কী খায়? ধানের দানা, শামুক, কেঁচো, ফড়িং — দেখে তালিকা; কোনটি বেশি?
- হাঁসের ডিম ও মুরগির ডিম পাশাপাশি — রং, আকার, খোসার মসৃণতা, ওজন, কুসুমের রং (একটি ভেঙে দেখো)।
- কোন হাঁস প্রথম ডিম দিল? সে কি সবচেয়ে বড়টি ছিল? সবচেয়ে আগে খাওয়া?
- ৮টার আগে ছাড়লে ডিম কোথায় পাড়ে? একদিন পরীক্ষা করে দেখো (আর কুড়িয়ে আনো!)।
- নাড়া-খেতের মাসে হাঁসের পালক ও ওজন — আশ্বিনের সাথে তুলনা।

123 গুনি · মাপি · লিখি

- নাড়া-খেতের আগে হাঁসের খাবার দিনে ___ গ্রাম, এখন ___ গ্রাম; মাসে কত কেজি বাঁচল, কত টাকা?
- হাঁসের ডিমের গড় ওজন ___ গ্রাম, মুরগির ___ গ্রাম; তফাত কত? ১০টি হাঁসের ডিম = কয়টি মুরগির ডিমের সমান ওজন?
- সপ্তাহে মুরগির ডিম ___ + হাঁসের ডিম ___ = মোট ___। হাঁসের হালি ___ টাকা, মুরগির ___ — সপ্তাহের ডিমের দাম কত?
- আষাঢ়ে বাচ্চা এলো ___ তারিখে, প্রথম ডিম ___ তারিখে — কত মাস কত দিন? ক্যালেন্ডারে গুনে দেখো।

নিরাপত্তা

নাড়া-খেতে খালি পায়ে নয় — কাটা গোড়া পায়ে ফোটে; স্যান্ডেল বা জুতা। খেতের গর্তে-আইলে সাপ থাকতে পারে — লাঠি। কুয়াশার ভোরে রাস্তা পার হওয়া সাবধানে। ডোবায় হাঁসের পেছনে নামবে না। হাঁসের ডিম কাঁচা বা আধা-সেদ্ধ খাবে না — পুরো সেদ্ধ।

অভিভাবকের জন্য

দেশি হাঁসের ডিম দেওয়ার বয়স জাত ও খাবারভেদে ৫–৭ মাস — আষাঢ়ের বাচ্চা অগ্রহায়ণে না দিলে পৌষ-মাঘে দেবে; শিশুকে আগে বলে রাখুন, হতাশ হতে দেবেন না। নাড়া-খেতে চরানো বাংলাদেশে প্রাচীন ও সবচেয়ে সাশ্রয়ী পদ্ধতি; শুধু কীটনাশক-ছিটানো খেত ও কচি রবি-ফসলের (সরিষা, মসুর) খেত এড়ান। হাঁসের ডিম পুরো সেদ্ধ করে খাওয়ান। ঠান্ডা শুরু হচ্ছে — কার্তিকের ছানাদের রাতের উষ্ণতা এ মাসেই নিশ্চিত করুন; পৌষের প্রজেক্ট এটি নিয়েই।

প্রজেক্ট: ধান কাটা: খড়, খুদ, কুঁড়া — খামারের চাকা ফসল

তৃতীয় বছরের ধান পেকেছে। কাটা-মাড়াই-ঝাড়া-ওজন তুমি জানো (গত বছরের দক্ষতা — এবার নিজে, বড়রা কাস্তে ধরবেন)। নতুন কথা এ বছর: ধান থেকে শুধু চাল নয়। এক ঝুড়ি ধান ভাঙালে পাওয়া যায় **চাল** (মানুষের), **খুদ** (ভাঙা চাল — মুরগির), **কুঁড়া** (তুষের গুঁড়া — মুরগি-হাঁস-মাছের), আর **তুষ** (জ্বালানি বা ঘরের মেঝে)। আর খড় — হাঁস-মুরগির ঘরের বিছানা, গরুর খাবার, মালচ। একটি খেত, কিছুই ফেলনা নয়।

যা করব

১ **মাঠ-বাছাই ও কাটা:** গত বছরের মতো সেরা ৫–৬ গোছায় লাল সুতা (বীজ); পাকা পরীক্ষা; বড়রা কাটবেন — বীজের গোছা আগে, আলাদা। তুমি আঁটি বাঁধো, গুনো, ঝরা শিষ কুড়াও।

২ **মাড়াই-ঝাড়া-শুকানো-ওজন:** নিজে, গত বছরের ধাপে। মোট ফলন ___ কেজি। তিন বছরের ফলন পাশাপাশি লেখো: গামলা (বই ১) ___, দেড় মিটার খেত (বই ২) ___, দুই মিটার খেত (বই ৩) ___। দাগ-চিত্র আঁকো।

৩ **খড় তুলি:** কাটা ধানগাছ মাড়াইয়ের পর রোদে ৩–৪ দিন শুকিয়ে আঁটি বাঁধো। কয় আঁটি? ওজন কত? কোথায় যাবে ভাগ করো: হাঁসের ঘরের বিছানা ___ আঁটি, মুরগির বাসা ___, মালচ ___, গরু (থাকলে) ___।

৪ **ভাঙাই:** বীজ ও হকের ভাগ আলাদা করে বাকি ধান বড়দের সাথে চালকলে (বা ঢেঁকিতে) ভাঙাও। ফিরে এসে চারটি আলাদা পাত্রে: চাল, খুদ, কুঁড়া, তুষ। প্রতিটি ওজন করো। ১০ কেজি ধানে কত কেজি চাল, কত খুদ, কত কুঁড়া?

৫ **খামারের চাকা পুরো:** খুদ-কুঁড়া খাবারের ড্রামে — জ্যৈষ্ঠের মিশ্রণে এ দুটি এখন তোমার নিজের। খাবারের খরচ কত কমল? খড় ঘরে, তুষ মেঝেতে-গাদায়। নাড়া-খেতে হাঁস। বিষ্ঠা গাদায় → সার → আগামী বছরের ধানখেতে। খাতায় বড় করে চাকা আঁকো — এ বছর প্রতিটি তীর তুমি নিজে করেছ।

৬ **নবান্ন ও হক:** হকের ভাগ নিজ হাতে প্রতিবেশীকে (উশরের ধারণা — গত বছর); নতুন চালের পায়েস; নাড়া-খেতের মালিককে এক হাঁড়ি পিঠা — হাঁসের ভাড়া।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

ধান কাটা: খড়, খুদ, কুঁড়া — খামারের চাকা ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- ১০ কেজি ধান থেকে ৬–৭ কেজি চাল হলে বাকিটা কী হলো? «ফেলনা» বলা যায় কি?
- তিন বছরের ফলনের দাগ-চিত্র দেখে বলো: খেত দ্বিগুণ বড় হলে ফলন কি ঠিক দ্বিগুণ হলো? কেন / কেন নয়?
- আগামী বছর তুমি «মাঠের চাষি» হবে — ১–২ শতক জমিতে ধান। কত ফলন হতে পারে আন্দাজ করো (১ শতক = প্রায় ৪০ বর্গমিটার)।

নিরাপত্তা

কাস্তে বড়দের; নাড়ায় জুতা; ধানের ধুলায় ফুলহাতা, চোখ ডলা নয়; মাড়াই-কল ও চালকলের যন্ত্রের কাছে নয় — দূর থেকে দেখো। ঢেঁকিতে হাত নয়।

অভিভাবকের জন্য

তিন বছরের ফলন-তুলনা শিশুর প্রথম «বহু বছরের তথ্য» — দাগ-চিত্রটি দেয়ালে রাখুন; বই ৪-এ এটি শতক-ভিত্তিক হিসাবে যাবে। চালকলে ধান ভাঙানোর সময় খুদ-কুঁড়া-তুষ আলাদা চেয়ে নিন (অনেক কল কুঁড়া রেখে দেয় — সেটিও একটি ব্যবসার পাঠ: কুঁড়ার দাম আছে)। হকের ভাগ ও নবান্নের শেয়ারিং গত বছরের অভ্যাস — এবার শিশু নিজে করুক।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

অগ্রহায়ণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — নাড়া-খেতে

দিন ১	কাটা খেত খুঁজি; মালিকের অনুমতি (বড়দের সাথে)	☐
দিন ২	প্রথম দিন সাথে থাকি: হাঁস কী খায় — তালিকা; পানির ব্যবস্থা	☐
দিন ৩	সন্ধ্যার খাবার কমাই; খাবারের খাতায় লিখি	☐
দিন ৪	নিজের খেতে মাঠ-বাছাই: লাল সুতা; পাকা পরীক্ষা	☐
দিন ৫	কার্তিকের ছানাদের দ্বিতীয় টিকা ক্যালেন্ডার দেখে (বড়রা)	☐

ইসলামি: সূরা আল-গাশিয়াহ শোনা ও প্রথম ৭ আয়াত। হাদিস: মোরগের ডাক ও ফেরেশতা।

ইংরেজি: field, straw — «The ducks eat in the rice field.»

প্রযুক্তি: হেল্পলাইনে ফোন (বড়দের সাথে): প্রাণিসম্পদ ১৬৩৫৮-এ হাঁসের ডিম দেওয়ার বয়স জিজ্ঞেস করা; উত্তর খাতায়।

সপ্তাহ ২ — ধান কাটা

দিন ১	বীজের গোছা আগে কাটা (বড়রা); বাকি খেত; আঁটি গুনি	☐
দিন ২	মাড়াই নিজে; ঝাড়া; দুই দল আলাদা রোদে	☐
দিন ৩	খড় শুকাই, আঁটি বাঁধি, ওজন; কোথায় যাবে ভাগ	☐
দিন ৪	হাঁসের পেট-হাঁটা দেখি — ডিমের লক্ষণ?	☐
দিন ৫	ঘরে পুরু খড়; হাঁসকে ৮টার আগে ছাড়ি না	☐

ইসলামি: সূরা গাশিয়াহ ৮ম–১৬শ আয়াত (জান্নাতের বর্ণনা)। নামাজ: জুমার গোসল ও আগে যাওয়ার আদব।

ইংরেজি: first, big — «The first duck egg is big.»

প্রযুক্তি: কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩-এ ধান ভাঙানো/সংরক্ষণ নিয়ে একটি প্রশ্ন; কথা বলার আদব অনুশীলন।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

অগ্রহায়ণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — প্রথম ডিম

দিন ১	ভোরে খড় খুঁজে হাঁসের ডিম; তারিখ বড় করে; ওজন	☐
দিন ২	ডিমের খাতায় দুই কলাম শুরু; হাঁস-মুরগির ডিম তুলনা (একটি ভেঙে)	☐
দিন ৩	শুকনো ধান ওজন; তিন বছরের ফলন পাশাপাশি; দাগ-চিত্র	☐
দিন ৪	বীজ বয়ামে, নিম পাতা, লেবেল; হকের ভাগ আলাদা	☐
দিন ৫	হাঁসের ডিমের ক্রেতা খুঁজি; হাটে দাম জানি	☐

ইসলামি: সূরা গাশিয়াহ ১৭শ–২৬শ আয়াত (উট, আকাশ, পাহাড়, মাটি — দেখো না?)। শোকরের দোয়া (নতুন ফসল)।

ইংরেজি: duck egg, hen egg — «Duck eggs cost more.»

প্রযুক্তি: ছকে «হাঁসের ডিম» কলাম যোগ; সপ্তাহের দুই কলামের যোগ।

সপ্তাহ ৪ — ভাঙাই ও চাকা

দিন ১	চালকলে ধান ভাঙাই (বড়দের সাথে); চাল-খুদ-কুঁড়া-তুষ আলাদা ওজন	☐
দিন ২	খুদ-কুঁড়া ড্রামে; খাবারের খরচ কত কমল হিসাব	☐
দিন ৩	খামারের চাকা বড় করে আঁকি — প্রতিটি তীরে তারিখ	☐
দিন ৪	হক নিজ হাতে; নবান্ন; নাড়া-খেতের মালিককে পিঠা	☐
দিন ৫	মাসের খাতা; ছানাদের ওজন; শীতের পর্দা নামানো শুরু	☐

ইসলামি: সূরা গাশিয়াহ একা বলা। মাসের দোয়া-হাদিস ঝালাই।

ইংরেজি: rice, husk + ঝালাই। «Nothing is wasted.»

প্রযুক্তি: দুই হেল্পলাইনের উত্তর ওস্তাদ চাষির কথার সাথে মিলানো; কোনটি বেশি কাজে লাগল?

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

অগ্রহায়ণ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-গাশিয়াহ

২৬ আয়াত। কিয়ামতের দিনের দুই দল — ক্লান্ত-লাঞ্ছিত মুখ ও সুখী মুখ। তারপর প্রশ্ন: তারা কি উটের দিকে তাকায় না, কীভাবে সৃষ্টি হলো? আকাশ, পাহাড়, মাটি — দেখে না? তুমি তো শুধু উপদেশদাতা।

এ মাসের দোয়া

মোরগের ডাক শুনে

মোরগের ডাক শুনে: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক। — গাধা বা কুকুরের ডাক শুনে: আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার অনুগ্রহ চাই। — বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«যখন তোমরা মোরগের ডাক শোনো, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও — কারণ সে একজন ফেরেশতা দেখেছে।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

তোমার খামারের মোরগ রোজ ভোরে ডাকে — ফজরের আগে। নবীজি ﷺ বলেছেন, মোরগ যখন ডাকে, সে একজন ফেরেশতাকে দেখেছে; তখন তুমি আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ চাও। ভাবো — তোমার উঠানের সাধারণ মোরগটি এমন কিছু দেখে যা তুমি দেখো না! আর সূরা গাশিয়াহ বলে: «তারা কি উটের দিকে তাকায় না — কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?» আল্লাহ বলছেন প্রাণীর দিকে **তাকাতে** — ভেবে দেখতে। এ মাসে তুমি দেখেছ: আষাঢ়ের হলুদ ছোট্ট বাচ্চা, যে পানি ছাড়া গিলতে পারত না, পাঁচ মাসে সে একটি গোটা ডিম বানাচ্ছে — খোসা, সাদা, কুসুম — নাড়া-খেতের শামুক আর ঝরা ধান থেকে! কে শেখাল ওকে? ডিমের খোসা শক্ত করতে কত ঝিনুক লাগে, কে হিসাব করে? এটাই আল্লাহর নিদর্শন — দেখার জন্য চোখ চাই। আর ভাবো নাড়া-খেতের কথা: চাষি ধান কেটে নিলেন, যা পড়ে রইল তা হাঁসের, শামুকের, মাটির। আল্লাহর ব্যবস্থায় কিছুই ফেলনা নয় — তোমার ধানের খুদ, কুঁড়া, তুষ, খড়ের মতো। যে এ চাকা দেখে, সে শোকর করে; যে দেখে না, সে অপচয় করে।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- মোরগের ডাকে আল্লাহর অনুগ্রহ চাই; ভোরে উঠে ফজর — মোরগ আমার অ্যালার্ম।
- প্রাণী ও ফসলের দিকে তাকিয়ে ভাবি — কে বানাল, কীভাবে; অবাক হই, শোকর করি।
- কিছুই ফেলি না — খুদ, কুঁড়া, খড়, তুষ, ঝরা ধান — প্রত্যেকটির জায়গা আছে।
- নামাজ: জুমার দিন গোসল, ভালো জামা, আগে মসজিদে, চুপ করে খুতবা শোনা। সূরা কাহফ শোনা শুরু (জুমায়)।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

field খেত / মাঠ	**straw** খড়	**first** প্রথম	**big** বড়
husk তুষ	**rice** ধান / চাল	**waste** অপচয় / ফেলনা	**nothing** কিছু না

The ducks eat in the rice field.	হাঁসেরা ধানখেতে খায়।
The first duck egg is big.	প্রথম হাঁসের ডিমটি বড়।
Nothing is wasted on my farm.	আমার খামারে কিছুই নষ্ট হয় না।

খেলা

Listen and tell: «After the harvest the ducks go to the rice field. They eat fallen rice and snails. One morning I find the first duck egg in the straw. It is big and blue-white. Now I write hen eggs and duck eggs in two columns. The straw goes to the duck house, the husk goes to the hens. Nothing is wasted.» প্রশ্ন: «What do the ducks eat?» «Where is the first egg?» «Where does the straw go?»। **Read it:** «Duck egg.» «Two columns.» «Nothing is wasted.»। **Because:** «Why are the ducks fat? — Because they eat in the field.» — শিশু because দিয়ে উত্তর বানাবে।

প্রযুক্তি: হেল্পলাইনে ফোন — প্রশ্ন করার আদব ৫%

১ কাগজে প্রশ্নটি আগে লেখো, এক লাইনে: «আমার দেশি হাঁসের বাচ্চার বয়স পাঁচ মাস, এখনো ডিম দেয়নি — কত বয়সে দেবে?» বড়রা প্রাণিসম্পদ হেল্পলাইন ১৬৩৫৮-এ ফোন করে তোমাকে দেবেন।

২ সালাম দাও, নিজের নাম ও এলাকা বলো, প্রশ্নটি পড়ে শোনাও, তারপর চুপ করে শোনো। উত্তর খাতায় লেখো — না বুঝলে «একটু আবার বলবেন?» বলো। শেষে ধন্যবাদ ও সালাম।

৩ পরের সপ্তাহে কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩-এ ধান নিয়ে একটি প্রশ্ন। দুই উত্তর ওস্তাদ চাষির কথার সাথে মিলাও — সরকারি সেবা, অভিজ্ঞ মানুষ, নিজের খাতা: তিন উৎস।

নিয়ম

ফোন বড়রা করবেন, তুমি কথা বলবে; নম্বর নিজে টিপবে না। প্রশ্ন ছোট ও স্পষ্ট — আগে কাগজে। কল সেন্টারের লোক ব্যস্ত; এক কলে এক-দুটি প্রশ্ন। পরিশিষ্ট ৮-এর নম্বরগুলো ব্যবহারের আগে যাচাই।

অগ্রহায়ণ — আমার খাতা

দুই কলামের ডিমের খাতা ও ধানের হিসাব

তারিখ	মুরগির ডিম	হাঁসের ডিম	মোট	হাঁসের খাবার (গ্রাম)	ধান / খড় / খুদ / কুঁড়া (কেজি)

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] নাড়া-খেতে হাঁস চরিয়ে খাবার কমাতে ও হিসাব রাখতে
- [ ] হাঁসের ডিম দেওয়ার লক্ষণ বলতে ও ভোরে ডিম তুলতে
- [ ] দুই কলামের খাতা রেখে মোট করতে
- [ ] হাঁস ও মুরগির ডিমের পাঁচটি তফাত বলতে
- [ ] ধান ভাঙিয়ে চাল-খুদ-কুঁড়া-তুষ আলাদা ওজন করতে
- [ ] তিন বছরের ফলনের দাগ-চিত্র আঁকতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

মাস ৯ · শীতকাল

পৌষ

শীতে খামার — ঠান্ডা, রোগ, দ্বিতীয় দফা

মধ্য ডিসেম্বর – মধ্য জানুয়ারি
রবি · শীতের সবজি

পৌষের ভোরে ঘন কুয়াশা, ঘাসে শিশির, খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি, উঠানে আগুন পোহানো। পিঠা-পায়েসের মাস। কিন্তু খামারির জন্য পৌষ সবচেয়ে সাবধানের মাস: রাতে ঠান্ডা, দিনে রোদ — এই ওঠানামায় পাখিরা অসুস্থ হয়, আর শীতেই আসে **রানীক্ষেতের ঢেউ**। কার্তিকের ছানারা এখন দুই মাসের — ওদের জন্য প্রথম শীত, সবচেয়ে বিপদের।

তবু পৌষ আশার মাসও: হাঁসেরা এখন রোজ ডিম দিচ্ছে, যখন দেশি মুরগিরা শীতে থেমে আছে — হাঁস রাখার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল! আর এ মাসে দ্বিতীয় দফা ছানা — শীতের শেষে ওরা বড় হবে ঠিক গ্রীষ্মের আগে। সাথে শীতের হাটে তোমার ডিমের দোকান — পিঠার মৌসুমে ডিমের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- বোরো ধানের বীজতলা; সরিষা ফুলে মাঠ হলুদ; মধু
- শীতের সবজি ভরপুর: ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, টমেটো, শিম
- খেজুরের রস ও গুড়; পৌষ-পার্বণ, পিঠার মেলা
- ঘন কুয়াশা, রাতে ঠান্ডা — হাঁস-মুরগির রানীক্ষেত ও ঠান্ডাজনিত রোগ
- দেশি মুরগির ডিম কম; হাঁসের ডিম বেশি

এ মাসে আমি শিখব

- ঠান্ডা থেকে ছানা ও বড় পাখিদের বাঁচাব — আগুন ছাড়া
- শীতের রোগের লক্ষণ চিনব; রোজ এক-নজর কঠোরভাবে
- দ্বিতীয় দফা ছানা তুলব — এবার শীতের বাড়তি যত্নে
- শীতের হাটে ডিমের দোকান: দামের বোর্ড, ভাংতি, রসিদ
- ১০০০ টাকার ওপরে হিসাব; ভাংতি ফেরত; দিন × ডিম

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **শীতে খামার ও দ্বিতীয় দফা ছানা**
- **শীতের হাটে ডিমের দোকান ও দামের বোর্ড**

❄ প্রজেক্ট: শীতে খামার ও দ্বিতীয় দফা ছানা খামার

কেন করব?

দেশি পাখি গরম সহ্য করে, কিন্তু ভেজা ঠান্ডা ও হঠাৎ তাপমাত্রার ওঠানামা সহ্য করে না। শীতের রাতে ছানা কাঁপে, গাদাগাদি করে, নিচেরটা চাপা পড়ে মরে; ঠান্ডায় শরীর দুর্বল হলে রানীক্ষেত-কলেরা চেপে ধরে। তাই পৌষে তিন কাজ: **উষ্ণ রাখা** (কিন্তু আগুন নয় — আগুনে বহু খামার পুড়েছে), **শুকনো রাখা**, আর **টিকার ক্যালেন্ডার কঠোরভাবে মানা**। যে খামারি শীত পার করতে পারে, সে বছর পার করতে পারে।

যা যা লাগবে

আশ্বিনের মজুত: শুকনো খড়, ছাই, কাঠের গুঁড়া, চটের পর্দা · ঝাঁপি ও ঝুড়ি (ছানার জন্য), মোটা কাপড় · গরম পানির বোতল (রাতে, কাপড়ে মুড়ে) · কুসুম গরম পানি (সকালে পাখিদের) · ৩টি কুঁচে মা ও ৩০–৩৬টি ডিম (দ্বিতীয় দফা) · টিকা: ক্যালেন্ডার অনুযায়ী · থার্মোমিটার (থাকলে), খাতা

ধাপে ধাপে কাজ

১ **রাতের ঘর:** সন্ধ্যায় দুই ঘরের চটের পর্দা নামাও, সকালে রোদ উঠলে তোলো। মেঝেতে খড় পুরু, ভেজা হলে সাথে সাথে বদল। ঘরে বাতাস যেন একেবারে বন্ধ না হয় — পর্দার ওপরে এক হাত ফাঁক; বদ্ধ ঘরে বিষ্ঠার ঝাঁঝে রোগ বাড়ে।

২ **ছানার শীত:** কার্তিকের ছানারা (দুই মাসের) রাতে ঝাঁপির নিচে মায়ের সাথে, ঝাঁপির ওপরে মোটা কাপড়, নিচে পুরু খড়; প্রচণ্ড ঠান্ডায় পাশে গরম পানির বোতল কাপড়ে মুড়ে। আষাঢ়ের নিয়ম: গাদাগাদি = ঠান্ডা, ছড়ানো = ঠিক। সকালে রোদ উঠলে ছানাদের রোদে ছাড়ো — শীতের রোদ ওষুধ।

৩ **আগুন নয় — কখনো:** হারিকেন, কুপি, মোমবাতি, কয়লার মালসা, খড়ের আগুন — ঘরের ভেতরে বা পাশে নয়। খড় ও বাঁশের ঘর এক মিনিটে পোড়ে, আর ধোঁয়ায় পাখি দম বন্ধ হয়ে মরে। উষ্ণতার উপায়: পর্দা, খড়, গরম পানির বোতল, একসাথে থাকা।

৪ **সকালের কাজ:** কুয়াশা কাটার আগে পাখি ছাড়বে না — রোদ উঠলে। সকালে কুসুম গরম পানি দাও (ঠান্ডা পানি কম খায়)। খাবারে একটু বেশি শক্তি: খুদ-ভুট্টা বাড়াও; শীতের শাক-বেড থেকে সবুজ।

৫ **রোজ এক-নজর, কঠোরভাবে:** শীতের রোগ — হাঁচি, নাক-চোখে পানি, ঘাড় বাঁকা (রানীক্ষেত), ঝিমানো, ফুলে বসে থাকা। একটিও সন্দেহ হলে আলাদা, বড়দের বলো; এক দিনে দুটির বেশি অসুস্থ বা একটিও হঠাৎ মৃত্যু হলে ১৬৩৫৮। এ মাসের মৃত্যুর খাতা সবচেয়ে মন দিয়ে।

৬ **টিকার ক্যালেন্ডার:** দেয়ালের ক্যালেন্ডারে পৌষের ঘর দেখো — ছানাদের পরের ডোজ, বড়দের বুস্টার, বসন্তের টিকা — যা লেখা আছে, তারিখে করো। শীতে টিকা বাদ দেওয়া মানে পুরো পাল ঝুঁকিতে।

৭ **দ্বিতীয় দফা:** কার্তিকের পদ্ধতিতে তিন মা, একই দিনে, ৩০–৩৬ ডিম। শীতের বাড়তি নিয়ম: তা-ঘর ঘরের ভেতরে সবচেয়ে উষ্ণ কোণে; মা নামলে ডিম ঠান্ডা হয় — ২০ মিনিটের বেশি নামতে দিয়ো না (খাবার-পানি একদম পাশে); আলোয় পরীক্ষা দ্রুত, ডিম ঠান্ডা না করে। ফোটার হার কার্তিকের সাথে তুলনা করবে।

৮ **হাঁসের ডিম চলছে:** হাঁস শীতেও ডিম দেয় — ভোরে খড় খুঁজে তুলতে ভুলো না; ডিম বেশিক্ষণ খড়ে পড়ে থাকলে ঠান্ডায় ফাটে। দুই কলামের খাতা চলছে।

❄ শীতে খামার ও দ্বিতীয় দফা ছানা খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- ভোরে ও দুপুরে ঘরের ভেতরের তাপ (থার্মোমিটারে বা হাতে) — কত তফাত? ছানারা কখন গাদাগাদি করে?
- পর্দা নামানো রাতে ঘরে বিষ্ঠার ঝাঁঝ লাগে কি? বাতাসের ফাঁক যথেষ্ট?
- শীতে কোন পাখিরা ডিম দিচ্ছে — হাঁস না মুরগি? দুই কলামের সংখ্যা তুলনা করো।
- কার্তিকের দফা আর পৌষের দফা — কোন দফায় বেশি ডিম ফুটল? কারণ কী হতে পারে?
- কুয়াশার দিনে পাখিরা কখন খেতে শুরু করে? রোদের দিনে?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- পৌষের ৩০ দিনে হাঁসের ডিম ___টি, মুরগির ___টি — কোনটি বেশি, কত বেশি? গড়ে দিনে কয়টি হাঁসের ডিম?
- দ্বিতীয় দফা: বসানো ___, ফুটল ___; কার্তিকে ___ ও ___ — প্রতি ১০-এ হার তুলনা।
- শীতে খড় কত বস্তা লাগল? আশ্বিনের আন্দাজের সাথে মিলল?
- এ মাসে মৃত্যু ___টি, অসুস্থ ___টি, সারল ___টি। গত মাসের সাথে তুলনা।

⚠ নিরাপত্তা

আগুন, হারিকেন, কুপি, মালসা — খামারের ঘরে কখনো নয়; নিজেও আগুন পোহাতে গেলে বড়দের সাথে, কাপড়-চুল দূরে। গরম পানির বোতল বড়রা ভরবেন, কাপড়ে মুড়ে। ভোরের কুয়াশায় রাস্তা-পুকুরপাড়ে সাবধান। কাঁচা খেজুরের রস খাবে না (নিপাহ) — জ্বাল দেওয়া গুড়। নিজে শীতের কাপড়, টুপি, মোজা — খামারি অসুস্থ হলে খামার অসুস্থ।

অভিভাবকের জন্য

শীতে ছোট খামারে সবচেয়ে বড় দুই বিপদ — আগুন ও রানীক্ষেত। আগুনের নিয়মে কোনো ছাড় নেই; «এক রাতের জন্য» হারিকেনও নয়। পর্দা নামানো ঘরে বায়ু চলাচলের ফাঁক রাখুন। শীতে দফা তোলা একটু কঠিন (ফোটার হার কম হতে পারে) — এটিই পাঠ: শিশু দুই দফার হার তুলনা করে নিজেই বুঝবে কোন মৌসুম ভালো। নিপাহ ভাইরাসের কারণে কাঁচা খেজুরের রস পরিবারের কাউকেই নয়। মৃত্যুর খাতায় এ মাসে সংখ্যা বাড়লে হতাশ হবেন না — কারণ লিখুন, অফিসে জানান; বড় খামারও শীতে পাখি হারায়।

প্রজেক্ট: শীতের হাটে ডিমের দোকান ও দামের বোর্ড বাজার ও ব্যবসা

পৌষ-পার্বণ, পিঠার মেলা, শীতের বিয়ে — ডিমের চাহিদা বছরের সবচেয়ে বেশি, আর দেশি মুরগির ডিম বাজারে কম; তোমার হাঁসের ডিম তখন সোনা। গত বছর তুমি হাটে দোকান চালিয়েছ (সবজি)। এ বছর দোকান ডিমের — মুরগির ও হাঁসের, দুই দাম; আর এ বছর নতুন: **দামের বোর্ড**, **ভাংতি ফেরত ১০০০ টাকা পর্যন্ত**, **রসিদ**, আর ক্রেতার টাকা **মোবাইলে** নেওয়া — বড়দের অ্যাকাউন্টে।

যা করব

১ **মাল গুনি:** হাটের আগের দিন: মুরগির ডিম ___টি, হাঁসের ___টি (বাড়ির ও বাঁধা ক্রেতার ভাগ বাদ দিয়ে)। খড়-বিছানো দুটি আলাদা ঝুড়ি। প্রতিটি ডিম শুকনো কাপড়ে মোছা, ফাটা বাদ।

২ **দামের বোর্ড:** শক্ত কাগজে বড় হরফে: «দেশি মুরগির ডিম — হালি ___ টাকা · দেশি হাঁসের ডিম — হালি ___ টাকা · আমার খামারের, আজকের।» হাটের দাম জেনে ঠিক করো; সারাদিন বদলাবে না — ক্রেতা বোর্ড দেখে ভরসা পায়।

৩ **ভাংতির বাক্স:** হাটে যাওয়ার আগে ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ টাকার নোট ও কয়েন মিলিয়ে ৫০০ টাকা ভাংতি (বড়দের থেকে ধার — খাতায় লেখো, ফেরত দেবে)। ক্রেতা ১০০০ দিলে কত ফেরত — মুখে হিসাব অনুশীলন করো: ১০০০ − ৩৬০ = ৬৪০।

৪ **দোকান চালাই:** সালাম, হাসি, দাম বোর্ডে; ক্রেতা চাইলে ডিম গুনে ঝুড়িতে/ঠোঙায়; টাকা নাও, ফেরত গুনে দাও, বড় কেনায় রসিদ। প্রতি বিক্রি খাতায় এক সারি: কয়টি, কোন ডিম, টাকা। মুরগির ও হাঁসের আলাদা।

৫ **মোবাইলে টাকা:** কোনো ক্রেতা নগদ না দিয়ে মোবাইলে পাঠাতে চাইলে বড়রা তাঁদের মোবাইল ব্যাংকিং নম্বর দেবেন; টাকা এলে ফোনে বার্তা আসে — বড়রা দেখাবেন, তুমি অঙ্ক পড়বে ও খাতায় «মোবাইলে» লিখবে। নগদ ও মোবাইল — দুটো আলাদা যোগ।

৬ **হাট শেষে:** মোট বিক্রি (নগদ + মোবাইল) − ভাংতির ধার = আজকের আয়। অবিক্রীত ডিম কয়টি, কেন? তিন কৌটা। বোর্ড ও রসিদ-বই রেখে দাও — মাঘেও হাট।

৭ **শীতের দামের খাতা:** প্রতি হাটে বোর্ডের দাম লিখে রাখো — পৌষ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত দাম কীভাবে নামে? চৈত্রে দাগ-চিত্র আঁকবে।

শীতের হাটে ডিমের দোকান ও দামের বোর্ড ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- একজন ক্রেতা হাঁসের ডিম মুরগির দামে চাইলেন — «সব ডিমই তো ডিম!» তুমি কী বলবে? দুই ডিমের তফাত ও খরচ বোঝাও।
- ক্রেতা ৫০০ টাকার নোট দিলেন, কেনা ১৩৫ টাকার — ফেরত কত? ভাংতি না থাকলে কী করবে?
- মোবাইলে টাকা এলে হাতে কিছু আসে না — তবু কি সেটি টাকা? কোথায় থাকে? কীভাবে বের করা যায়?

নিরাপত্তা

টাকার বাক্স বড়দের চোখের সামনে; বড় নোট নকল কি না বড়রা দেখবেন। হাটের ভিড়, ভ্যান, গরুর হাট — বড়দের পাশে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পিন বড়দের — তুমি কখনো জানবে না, কাউকে বলবেও না। অচেনা কেউ «টাকা পাঠিয়েছি» বললে বার্তা না দেখে মাল দেবে না।

অভিভাবকের জন্য

শীতের হাট ডিমের সেরা মৌসুম — শিশু নিজের চোখে চাহিদা ও দামের সম্পর্ক দেখবে (কার্তিকের «ডিম কোথা থেকে আসে»-র উল্টো দিক)। মোবাইল ব্যাংকিং এ বছর কেবল «দেখা ও বোঝা» — অ্যাকাউন্ট, পিন ও লেনদেন সম্পূর্ণ আপনার; শিশু বার্তার অঙ্ক পড়ে খাতায় লিখবে। প্রতারণার সাধারণ কৌশল (ভুয়া বার্তা, পিন চাওয়া) সহজ ভাষায় বলুন। ভাংতির ধার ও ফেরত — ঋণের প্রথম পাঠ; মাঘের ইসলামি পাতায় ঋণের হাদিস আছে।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

পৌষ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — পর্দা ও খড়

দিন ১	সন্ধ্যায় দুই ঘরে পর্দা, সকালে তোলা — অভ্যাস শুরু	☐
দিন ২	ছানাদের ঝাঁপি: কাপড়, খড়, রাতে গরম পানির বোতল (বড়রা)	☐
দিন ৩	সকালে কুসুম গরম পানি; শক্তির খাবার বাড়াই	☐
দিন ৪	রোজ এক-নজর কঠোরভাবে; মৃত্যুর খাতা হাতের কাছে	☐
দিন ৫	ক্যালেন্ডারে পৌষের টিকা দেখি; অফিসে খবর (বড়রা)	☐

ইসলামি: সূরা আল-আ'লা শোনা ও প্রথম ৯ আয়াত (তোমার মহান রবের নাম পবিত্র ঘোষণা করো; তিনি সৃষ্টি করেছেন, সুঠাম করেছেন, চারণভূমি বের করেছেন)। ঠান্ডায় কষ্টের দোয়া।

ইংরেজি: cold, warm (ঝালাই) + fog — «It is cold and foggy.»

প্রযুক্তি: মোবাইল ব্যাংকিং চেনা (বড়দের ফোনে): টাকা এলে বার্তা কেমন দেখায় — শুধু দেখা, অঙ্ক পড়া।

সপ্তাহ ২ — দ্বিতীয় দফা

দিন ১	তিন কুঁচে মা; উষ্ণ কোণে তা-ঘর; একই সন্ধ্যায় বসানো; ২১ দিন দাগ	☐
দিন ২	মা নামলে ২০ মিনিটের বেশি নয় — খাবার-পানি পাশে	☐
দিন ৩	হাটের প্রস্তুতি: দামের বোর্ড লিখি, রসিদ-বই, ভাংতি ৫০০ (ধার লিখি)	☐
দিন ৪	ভাংতি ফেরতের অনুশীলন: ১০০০ − ___; ৫০০ − ___	☐
দিন ৫	প্রথম শীতের হাট: ডিমের দোকান; নগদ ও মোবাইল আলাদা	☐

ইসলামি: সূরা আ'লা ১০ম–১৯শ আয়াত (দুনিয়া নয়, আখিরাত উত্তম ও স্থায়ী)। হাদিস: গরিব-দুঃখীকে শীতের কাপড়।

ইংরেজি: board, change — «Here is your change.»

প্রযুক্তি: হাটে মোবাইলে আসা টাকার বার্তা পড়ে খাতায় «মোবাইলে» কলামে লেখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

পৌষ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — আলো ও রোগ

দিন ১	৭ম দিনে আলোয় পরীক্ষা — দ্রুত, ডিম ঠান্ডা না করে	☐
দিন ২	টিকার দিন (ক্যালেন্ডার অনুযায়ী): ধরি, গুনি, লিখি	☐
দিন ৩	কুয়াশার দিনে পাখি কখন খায় — ছকে; অসুস্থ কেউ? আলাদা	☐
দিন ৪	শীতের সবজি তুলি (মুলা, পালং, টমেটো); শাক-বেড থেকে সবুজ	☐
দিন ৫	দ্বিতীয় হাট; দামের খাতায় বোর্ডের দাম	☐

ইসলামি: সূরা আ'লা পুরোটা বড়দের সাথে। নামাজ: দোয়া মাসুরা শেখা শুরু।

ইংরেজি: sick, separate (ঝালাই) — «This hen sneezes. Keep it separate.»

প্রযুক্তি: পৌষের ডিমের দুই কলাম ছকে; বড়দের সাথে «কোনটি বেশি» সূত্র ছাড়াই দাগ-চিত্রে দেখা।

সপ্তাহ ৪ — ফোটা ও হিসাব

দিন ১	১৮তম দিন পরীক্ষা; ফোটা; তিন দল ঝাঁপিতে, বাড়তি কাপড়	☐
দিন ২	কার্তিক ও পৌষের ফোটার হার তুলনা; কারণ ভাবি	☐
দিন ৩	শীতের খড় কত বস্তা গেল — আশ্বিনের আন্দাজের সাথে	☐
দিন ৪	হাটের মাসের মোট: নগদ + মোবাইল − ধার; ধার ফেরত দিই	☐
দিন ৫	মাসের খাতা; মৃত্যু-অসুস্থ-সারল; দফা ২-এর কার্ড	☐

ইসলামি: সূরা আ'লা একা বলা। মাসের দোয়া ঝালাই; সদকা: শীতের কাপড়/কম্বলের জন্য কৌটা থেকে।

ইংরেজি: hatch (ঝালাই), second + ঝালাই। «My second batch hatched.»

প্রযুক্তি: ছকে «নগদ» ও «মোবাইল» দুই কলামের যোগ; হাতে মিলানো।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

পৌষ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-আ'লা

১৯ আয়াত। «তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো — যিনি সৃষ্টি করে সুঠাম করেছেন, পরিমাণ ঠিক করে পথ দেখিয়েছেন, চারণভূমি বের করেছেন, তারপর তা শুকনো কালো আবর্জনা করেছেন।» নবীজি ﷺ জুমা ও ঈদের নামাজে এ সূরা পড়তেন।

এ মাসের দোয়া

রোগ থেকে আশ্রয়ের দোয়া

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযামি ওয়া মিন সাইয়িইল আসকাম

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেতী, পাগলামি, কুষ্ঠ ও সব খারাপ রোগ থেকে। (আবু দাউদ)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«যে মুসলিম কোনো বস্ত্রহীন মুসলিমকে কাপড় পরায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন।»

ভাবার্থ — সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজি

গল্প ও ভাবনা

সূরা আ'লা বলে: আল্লাহ চারণভূমি বের করেছেন — সবুজ ঘাস, যা তোমার হাঁস-মুরগি-গরু খায় — তারপর সেটিই শুকিয়ে কালো আবর্জনা হয়। ভাবো: অগ্রহায়ণের নাড়া-খেত এখন শুকনো; আশ্বিনের সবুজ শাক-বেড এখন খালি। সবকিছুর মৌসুম আছে — ভরা মৌসুম, খালি মৌসুম। যে খামারি ভরা মৌসুমে মজুত করে (আশ্বিনের খড়, ছাই), সে খালি মৌসুমে বাঁচে। ইউসুফ (আ.) মিসরের সাত ভালো বছরের ফসল জমিয়ে সাত খারাপ বছর দেশ বাঁচিয়েছিলেন — গত বছর শুনেছ। এ মাসে তোমার শীতের মজুত কাজে লাগছে। আর শীত মানে — যাদের কম্বল নেই, তারা কাঁপছে; যেমন তোমার ছানারা কাঁপে। নবীজি ﷺ বলেছেন, যে কাউকে কাপড় পরায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পোশাক পরাবেন। তোমার ছানাদের তুমি কাপড় দিচ্ছ — ভালো। এ মাসে সদকার কৌটা খুলে একজন মানুষকেও একটি গরম কাপড় দাও। হাঁসের ডিমের শীতের লাভ থেকে — এটিই লাভের সবচেয়ে ভালো ব্যবহার।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ভরা মৌসুমে মজুত করি, খালি মৌসুমের জন্য — অপচয় নয়, পরিকল্পনা।
- শীতে যার কাপড় নেই, তার কথা ভাবি; সদকার কৌটা থেকে একটি গরম কাপড়।
- রোগ থেকে আশ্রয়ের দোয়া পড়ি, আর রোগ ঠেকানোর কাজও করি — দুটোই।
- নামাজ: দোয়া মাসুরা শেখা; জুমায় সূরা আ'লা শুনে চিনতে পারা।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

fog কুয়াশা	**board** বোর্ড	**change** ভাংতি / ফেরত টাকা	**second** দ্বিতীয়
fire আগুন	**never** কখনো না	**curtain** পর্দা	**mobile** মোবাইল

It is cold and foggy in the morning.	সকালে ঠান্ডা ও কুয়াশা।
Here is your change.	এই নিন আপনার ফেরত টাকা।
Never bring fire into the hen house.	মুরগির ঘরে কখনো আগুন আনবে না।

খেলা

Listen and tell: «In winter the nights are cold. I put a curtain on the window and straw on the floor. I never bring fire into the house. The ducks still give eggs. At the market I have a price board. A customer gives me five hundred taka and I give the change.» প্রশ্ন: «What do I put on the window?» «What do I never do?» «Who still gives eggs?»। **Read it:** «No fire.» «Price board.» «Your change.»। **Change game:** «You buy for 360. You give 500. Change?» — ইংরেজিতে «One hundred forty»।

প্রযুক্তি: মোবাইল ব্যাংকিং — টাকা যা দেখা যায় না ৫%

১ বড়রা তাঁদের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ খুলে দেখাবেন (পিন তাঁরা দেবেন, তুমি দেখবে না): অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে — সংখ্যাটি পড়ো। এটি টাকা, কিন্তু কাগজ নয়; ফোনের ভেতরে হিসাবের খাতায় লেখা।

২ হাটে কোনো ক্রেতা মোবাইলে টাকা পাঠালে ফোনে বার্তা আসে: কে পাঠাল, কত, কখন। বার্তাটি পড়ে খাতায় «মোবাইলে» কলামে লেখো। হাট শেষে নগদ ও মোবাইল আলাদা যোগ, তারপর মোট।

৩ বড়দের সাথে দেখো: মোবাইলের টাকা দোকানে (এজেন্টে) গিয়ে নগদ করা যায়, আবার নগদ জমাও দেওয়া যায় — একটু খরচ লাগে। প্রশ্ন করো: ক্রেতা দূরে থাকলে কোনটি সুবিধা — নগদ না মোবাইল?

নিয়ম

পিন কখনো জানবে না, জানলেও কাউকে বলবে না — পিন = ঘরের চাবি। «টাকা পাঠিয়েছি» বললেই বিশ্বাস নয় — ফোনের বার্তা দেখে, অঙ্ক মিলিয়ে তবে মাল। ফোনে অচেনা নম্বর থেকে পিন বা কোড চাইলে — কখনো দেবে না, বড়দের বলবে। অ্যাকাউন্ট সম্পূর্ণ বড়দের।

পৌষ — আমার খাতা

শীতের খাতা — ঘর, রোগ, দোকান

তারিখ	পর্দা নামালাম / তুললাম	অসুস্থ · আলাদা · মৃত্যু	হাঁসের ডিম / মুরগির ডিম	হাটে বিক্রি (নগদ + মোবাইল)	দফা ২ (দিন)

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] আগুন ছাড়া ছানা ও পাখি উষ্ণ রাখার চারটি উপায় বলতে
- [ ] শীতের রোগের লক্ষণ চিনে আলাদা করতে
- [ ] শীতে দ্বিতীয় দফা তুলে দুই দফার হার তুলনা করতে
- [ ] দামের বোর্ড লিখে সারাদিন এক দামে বেচতে
- [ ] ১০০০ টাকা পর্যন্ত ভাংতি মুখে হিসাব করে ফেরত দিতে
- [ ] নগদ ও মোবাইলের টাকা আলাদা লিখে মোট করতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

মাস ১০ · শীতকাল

মাঘ

ছানার বাড় মাপি, গড় বের করি; কৃমি-উকুন তাড়াই

মধ্য জানুয়ারি – মধ্য ফেব্রুয়ারি
রবি · বোরো রোপণ

মাঘের শীত — «মাঘের শীতে বাঘ পালায়»। সকালে কুয়াশা আরও ঘন, কিন্তু দিন বড় হচ্ছে, দুপুরের রোদে ওম। মাঠে বোরো ধান রোপণ, সরিষা পাকছে, আলুর গাছ শুকোচ্ছে। শীতের শেষ মাস।

তোমার খামারে এখন তিন বয়সের ছানা: কার্তিকের (তিন মাস, প্রায় মুরগি), পৌষের (এক মাস), আর হাঁসেরা (আট মাস, পুরো ডিমে)। এ মাসে তুমি করবে একটি **বৈজ্ঞানিক কাজ**: প্রতি সপ্তাহে ছানাদের ওজন মেপে **গড়** বের করবে, আর বাড়ের রেখা আঁকবে — কোন দফা দ্রুত বাড়ছে, কোন খাবারে। আর শীতের শেষে পুরো খামারের **বার্ষিক পরিষ্কার**: কৃমি, উকুন, আঠালি, ঘরে চুন — যেন গরম আসার আগে খামার ঝকঝকে। সাথে পুকুরে শীতের মাছ ধরা, আর হাঁস-পুকুরের পানি পরীক্ষা।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- বোরো ধানের চারা রোপণ; সেচের মৌসুম শুরু
- সরিষা কাটা; আলু তোলা শুরু; শীতের সবজি শেষের দিকে
- পুকুর শুকিয়ে মাছ ধরা; পানি কম, মাছ ধরা সহজ
- ছানারা বড় হচ্ছে; শীতের শেষে কৃমি-উকুন বাড়ে
- মাঘের শেষে বসন্তের আভাস; আমের মুকুল

এ মাসে আমি শিখব

- প্রতি সপ্তাহে দফার গড় ওজন বের করব; বাড়ের রেখা আঁকব
- দুই দফা ও দুই খাবারের বাড় তুলনা করব
- কৃমি, উকুন, আঠালি চিনব ও দেশি উপায়ে দমন করব
- ঘর খালি করে চুন-ছাই — বার্ষিক পরিষ্কার
- শীতের পুকুরে মাছ ধরা দেখব; হাঁস-পুকুরের পানি পরীক্ষা করব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **ছানার বাড় ও গড়; কৃমি-উকুন দমন**
- **শীতে পুকুরে মাছ ধরা ও পানি পরীক্ষা**

প্রজেক্ট: ছানার বাড় ও গড়; কৃমি-উকুন দমন খামার

কেন করব?

বড় খামারি «মনে হচ্ছে ভালো বাড়ছে» বলেন না — তিনি মাপেন। ওজন মাপলে তিনটি জিনিস ধরা পড়ে যা চোখে দেখা যায় না: কোন ছানা পিছিয়ে পড়ছে (অসুখ বা দুর্বল), কোন খাবার ভালো কাজ করছে, আর কোন দফা ভালো। কিন্তু ৩০টি ছানার ৩০টি সংখ্যা মাথায় রাখা যায় না — তাই **গড়**: সবার ওজন যোগ করে সংখ্যা দিয়ে ভাগ; একটি সংখ্যাই পুরো দলের কথা বলে। আর শীতের শেষে কৃমি-উকুন-আঠালি বাড়ে — পাখি খায় কিন্তু শুকায়, ডিম কমে। বিষ নয় — ছাই, নিম, চুন, রোদ।

যা যা লাগবে

পাল্লা ও হালকা ঝুড়ি · ছক-কাটা কাগজ, দুই রঙের পেনসিল · দফার কার্ড · ছাই, নিম পাতার গুঁড়া, চুন · কৃমির ওষুধ (অফিস, বড়দের) · ঝাড়ু, বালতি, খাতা

ধাপে ধাপে কাজ

১ **সপ্তাহের ওজন-দিন:** প্রতি সপ্তাহে একই দিনে, সকালে খাবারের আগে। ঝুড়ি বসিয়ে পাল্লা শূন্য। দফা ১ একটি একটি করে; দফা ২ পাঁচটি একসাথে, ÷ ৫।

২ **গড় বের করি:** দফা ১: সব ওজন যোগ ___ ÷ ছানার সংখ্যা ___ = গড় ___ গ্রাম। দফা ২-ও তা-ই। চার সপ্তাহে চারটি গড় — ছকে। সবচেয়ে ভারী ও হালকা ছানাটিও লেখো।

৩ **বাড়ের রেখা আঁকি:** ছক-কাটা কাগজে নিচে সপ্তাহ (১, ২, ৩, ৪), বাঁয়ে গ্রাম (১ ঘর = ৫০ গ্রাম)। প্রতি সপ্তাহের গড়ে একটি বিন্দু; বিন্দুগুলো রেখা দিয়ে জোড়ো। দফা ১ এক রং, দফা ২ আরেক রং। রেখা ওপরে উঠছে = বাড়ছে; সমান = থেমেছে — কেন?

৪ **খাবারের পরীক্ষা:** দফা ১ দুই দলে (রিংয়ের রঙে): এক দল সাধারণ খাবার; অন্য দল একই খাবার + রোজ এক মুঠো শাক ও কেঁচো। দুই সপ্তাহ পর দুই দলের গড় তুলনা — এটিই **পরীক্ষা**: একটি জিনিস বদলে ফল দেখা।

৫ **পিছিয়ে পড়া ছানা:** গড়ের অনেক নিচে যে — দেখো: কৃমি (পায়খানায় সাদা সুতা, পেট ফোলা, গা শুকনো)? উকুন (পালকের গোড়ায় পোকা, বারবার ঠোকরায়)? আলাদা খাওয়াও, বড়দের বলো।

৬ **কৃমি দমন:** অফিসের মাত্রায় কৃমির ওষুধ পুরো পালকে (বড়রা); দেশি সাহায্য: খাবারে কাঁচা পেঁপে বা কুমড়ার বীজের গুঁড়া (ওস্তাদ খামারিকে জিজ্ঞেস করো)। তারিখ ক্যালেন্ডারে।

৭ **উকুন-আঠালি দমন:** ছাই-গোসলের পাত্রে নতুন ছাই + নিম গুঁড়া; বেশি হলে বড়রা পালকের নিচে মাখিয়ে দেবেন। বাসার খড় পুরো বদল; পুরোনো খড় দূরে পোড়ানো (বড়রা)।

৮ **বার্ষিক পরিষ্কার:** রোদের সকালে দুই ঘর খালি — ঝাড়ু, বিষ্ঠা গাদায়, ধোয়া (বড়রা); শুকিয়ে চুনের গোলা (বড়রা); আবার শুকিয়ে নতুন ছাই-খড়। খাতায় তারিখ — প্রতি মাঘ।

ছানার বাড় ও গড়; কৃমি-উকুন দমন খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- গড় কি রোজ একই ছানাকে বোঝায়? সবচেয়ে ভারী ছানা কি প্রতি সপ্তাহে একই?
- শাক-কেঁচো পাওয়া দল আর সাধারণ দল — চেহারা, পালক, চটপটে ভাবে তফাত দেখা যায়?
- চুন দেওয়ার পর ঘরের গন্ধ কেমন? মাছি কমল? পাখিরা ঘরে ঢুকতে চাইল?
- ছাই-নিম গোসলের পর কয় দিনে ঠোকরানো কমল?
- দফা ১-এর মুরগিদের ঝুঁটি লাল হতে শুরু করেছে? ডিম কবে আসতে পারে আন্দাজ করো।

123 গুনি · মাপি · লিখি

- দফা ১ সপ্তাহ ১ গড় ___, সপ্তাহ ৪ গড় ___; চার সপ্তাহে বাড়ল ___ গ্রাম; সপ্তাহে গড়ে কত?
- শাক-কেঁচো দলের গড় ___, সাধারণ দলের ___ — তফাত ___ গ্রাম। কোন দল জিতল?
- ঘর পরিষ্কারে চুন ___ কেজি × ___ টাকা, নতুন খড় ___ — খরচের পাতায়।
- পুরো খামার: মুরগি ___ + দফা ১ ___ + দফা ২ ___ + হাঁস ___ = মোট পাখি ___। বৈশাখের লক্ষ্যের কাছে?

নিরাপত্তা

চুন চোখ-ত্বকে জ্বলে — বড়রা ছিটাবেন, তুমি দূরে, পরে ঘর ভালোভাবে শুকানো চাই। পুরোনো খড় পোড়ানো ঘর ও খড়ের গাদা থেকে দূরে, বড়রা, পানি হাতের কাছে। কৃমির ওষুধ বড়দের ও অফিসের মাত্রায়। উকুন মানুষের গায়েও ওঠে — পাখি ধরার পর গোসল, জামা বদল। ছানা ওজনের সময় পড়ে যেন না যায় — ঝুড়ির ওপরে কাপড়।

অভিভাবকের জন্য

গড় ও রেখাচিত্র এ বছরের গণিতের চূড়া — শিশুকে নিজের সংখ্যা দিয়ে করতে দিন; ছোট ভুলে হস্তক্ষেপ নয়। «খাবারের পরীক্ষা» বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম পাঠ (একটি জিনিস বদলাও, বাকি সব এক রাখো, মাপো) — ফল যা-ই আসুক, পদ্ধতিটিই শিক্ষা। কৃমিনাশকের মাত্রা ও সময় অবশ্যই প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে; দেশি সহায়ক উপায় (পেঁপে, কুমড়ার বীজ) ওষুধের বিকল্প নয়। চুন ব্যবহারে শিশুকে দূরে রাখুন। বার্ষিক পরিষ্কারের তারিখ ক্যালেন্ডারে স্থায়ী করুন — প্রতি মাঘ।

প্রজেক্ট: শীতে পুকুরে মাছ ধরা ও পানি পরীক্ষা মাছ

মাঘে পুকুরের পানি তলায়, ঠান্ডায় মাছ ঝিমায় — চাষিরা এখন পুকুর সেচে বা জাল টেনে বছরের মাছ তোলেন। গত বছর তুমি পুকুরের পানি পরীক্ষা করেছ। এ বছর আষাঢ়ে শিখেছ হাঁস-মাছের বন্ধুত্ব। এ মাসে ওস্তাদ চাষির পুকুরে মাছ ধরার দিনে তুমি থাকবে — মাছ বাছাই, গোনা, ওজন, দাম; আর যে পুকুরে হাঁস চরে সেখানে পানি কেমন, পরীক্ষা করবে।

যা করব

১ **ধরার আগে পানি:** গত বছরের তিন পরীক্ষা — রং (হাত ডুবিয়ে কনুই পর্যন্ত দেখা যায়?), গন্ধ, আর ভোরে মাছ ভাসে কি না। হাঁস চরা পুকুর ও হাঁস-ছাড়া পুকুর — দুটো পাশাপাশি তুলনা (এলাকায় থাকলে)। ছকে লেখো।

২ **মাছ ধরার দিন:** জাল টানা বা সেচ — বড়রা ও জেলেরা করবেন; তুমি পাড়ে ঝুড়ি নিয়ে। যত মাছ ওঠে — জাত আলাদা করো: রুই-কাতলা (চাষের বড়), আর দেশি ছোট মাছ: পুঁটি, মলা, টাকি, শিং, কই, ট্যাংরা। প্রতিটি জাত গুনে খাতায়।

৩ **বাছাই ও ওজন:** বড় মাছ বিক্রির, মাঝারি খাওয়ার, ছোট পোনা আবার পুকুরে (আগামী বছরের জন্য)। প্রতি দলের ওজন পাল্লায়; হাটের কেজি-দাম জেনে আনুমানিক টাকা।

৪ **হাঁসের ভূমিকা:** ওস্তাদ চাষিকে জিজ্ঞেস করো — হাঁস থাকায় মাছ বেশি হলো কি? পানির সবুজ রং, শামুক কমা, বাড়তি খাবার লাগা না লাগা। উত্তর খাতায়।

৫ **শুকনো পুকুর:** সেচা পুকুরের তলা দেখো — কালো কাদা (পলি) কত পুরু? এটি সার — চাষিরা তুলে বাগানে দেন। এক ঝুড়ি তোমার বেডে। পুকুরে চুন দেওয়া দেখো (বড়রা) — কেন?

৬ **তোমার চাড়ির মাছ:** আষাঢ়ের কই-শিং এখন বড়? গুনে ওজন করো; বড়গুলো রান্নায় বা বিক্রি, ছোটগুলো প্রতিবেশীর পুকুরে ছাড়ো (অনুমতি নিয়ে)। চাড়ি ধুয়ে, রোদে, আগামী বর্ষার জন্য।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

শীতে পুকুরে মাছ ধরা ও পানি পরীক্ষা ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- ছোট পোনা আবার পুকুরে ছাড়া হয় কেন? সব ধরে বেচলে কী হতো?
- হাঁস-পুকুরের পানি একটু সবুজ — ভালো না খারাপ? কতটুকু সবুজ হলে বিপদ (আষাঢ়ের বোতল মনে করো)?
- পুকুরের তলার কাদা বাগানে দিলে কী লাভ? খামারের চাকায় এটি কোথায় বসে?

নিরাপত্তা

সেচা পুকুরের কাদা হাঁটু-ডোবা ও পিছল — নামবে না, পাড়ে। জাল-টানা, বিদ্যুতের পাম্প — দূরে। কই-শিং-মাগুরের কাঁটা — ছাঁকনি, কাপড়। পুকুরে চুন বড়রা। শীতের সকালে পানিতে হাত বেশিক্ষণ নয়।

অভিভাবকের জন্য

বই ৫ (পুকুর ও ছাগল) এর আগে এটিই মাছের বড় পাঠ — পুরো একটি উৎপাদন-চক্রের শেষ ধাপ (তোলা, বাছাই, ওজন, বিক্রি) ও পরের চক্রের শুরু (পোনা রাখা, পলি, চুন)। নিজেদের পুকুর না থাকলে ওস্তাদ চাষির পুকুরে একদিনের «শিক্ষানবিশ» হিসেবে নিন। হাঁস-মাছের তুলনা আষাঢ়ের বোতল-পরীক্ষার ধারাবাহিকতা।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

মাঘ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — প্রথম ওজন

দিন ১	ওজন-দিন ঠিক করি; পাল্লা শূন্য; দফা ১ একে একে, দফা ২ পাঁচটি করে	☐
দিন ২	গড় বের করি (হাতে); ছকের প্রথম বিন্দু	☐
দিন ৩	দফা ১ দুই দলে ভাগ: সাধারণ / শাক-কেঁচো — পরীক্ষা শুরু	☐
দিন ৪	পিছিয়ে পড়া ছানা খুঁজি: কৃমি-উকুনের লক্ষণ	☐
দিন ৫	পুকুরের পানি পরীক্ষা: হাঁস-পুকুর ও সাধারণ পুকুর	☐

ইসলামি: সূরা আত-তারিক শোনা ও প্রথম ৮ আয়াত (প্রতিটি প্রাণের ওপর একজন রক্ষক; মানুষ কী থেকে সৃষ্টি, দেখুক)। ঋণ থেকে আশ্রয়ের দোয়া।

ইংরেজি: weigh (ঝালাই) + average — «The average is two hundred grams.»

প্রযুক্তি: স্প্রেডশিটে দফা ১-এর ওজন কলাম; বড়দের সাথে AVERAGE; হাতের গড়ের সাথে মিলানো।

সপ্তাহ ২ — কৃমি ও উকুন

দিন ১	দ্বিতীয় ওজন; গড়; রেখায় দ্বিতীয় বিন্দু	☐
দিন ২	অফিসের কথামতো কৃমির ওষুধ (বড়রা); তারিখ ক্যালেন্ডারে	☐
দিন ৩	ছাই-গোসলের পাত্রে নতুন ছাই + নিম গুঁড়া; খড় বদল	☐
দিন ৪	ওস্তাদ চাষির পুকুরে মাছ ধরার দিন: জাত আলাদা, গুনি, ওজন	☐
দিন ৫	ছোট পোনা পুকুরে ফেরত; তলার পলি এক ঝুড়ি বেডে	☐

ইসলামি: সূরা তারিক ৯ম–১৭শ আয়াত। হাদিস: ঋণ শোধে দেরি করা জুলুম।

ইংরেজি: worm, lice — «This chick has lice.»

প্রযুক্তি: স্প্রেডশিট থেকে লাইন-চিত্র (বড়দের সাথে) — হাতে আঁকা রেখার সাথে মিলানো।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

মাঘ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — বার্ষিক পরিষ্কার

দিন ১	তৃতীয় ওজন; রেখা; সবচেয়ে ভারী-হালকা	☐
দিন ২	রোদের সকালে দুই ঘর খালি: ঝাড়ু, বিষ্ঠা গাদায়, ধোয়া (বড়রা)	☐
দিন ৩	শুকিয়ে চুন (বড়রা); আমি দূরে, খড়-ছাই তৈরি রাখি	☐
দিন ৪	নতুন ছাই-খড়; সন্ধ্যায় পাখি ফেরত; তারিখ খাতায়	☐
দিন ৫	চাড়ির কই-শিং গুনি, ওজন; বড় রান্নায়, ছোট পুকুরে	☐

ইসলামি: সূরা তারিক পুরোটা বড়দের সাথে। নামাজ: চার রাকাত সুন্নতসহ যোহর একা।

ইংরেজি: clean (ঝালাই) + lime — «We clean the house once a year.»

প্রযুক্তি: লাইন-চিত্রে দুই দফা দুই রং; «কোন রেখা খাড়া বেশি?» — বড়দের বোঝানো।

সপ্তাহ ৪ — পরীক্ষার ফল

দিন ১	চতুর্থ ওজন; দুই দলের গড় তুলনা — কোন খাবার জিতল?	☐
দিন ২	চার সপ্তাহের রেখা শেষ; দেয়ালে টাঙাই	☐
দিন ৩	ভাংতির ধার (পৌষ) ফেরত দিয়েছি কি — খাতা মিলাই	☐
দিন ৪	দফা ১-এর ঝুঁটি লাল? ডিমের আন্দাজ; ফাল্গুনের হাঁসের ডিম জমানো শুরু	☐
দিন ৫	মাসের খাতা; খামারের মোট পাখি; খরচের পাতা	☐

ইসলামি: সূরা তারিক একা বলা। মাসের দোয়া ঝালাই; ঋণ থাকলে আগে শোধ।

ইংরেজি: experiment, result + ঝালাই। «The result: green food wins.»

প্রযুক্তি: চিত্র দেখে তিন বাক্য বলা: কোন সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি বাড়ল, কোন দল, কেন।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

মাঘ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আত-তারিক

১৭ আয়াত। আকাশ ও রাতের তারার কসম — প্রতিটি প্রাণের ওপর একজন রক্ষক (ফেরেশতা) আছে। মানুষ দেখুক সে কী থেকে সৃষ্টি হয়েছে; যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি ফিরিয়ে আনতেও সক্ষম।

এ মাসের দোয়া

ঋণ থেকে আশ্রয়ের দোয়া

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযান, ওয়াল আজযি ওয়াল কাসাল, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবন, ওয়া দালাইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের বোঝা ও মানুষের চাপ থেকে। (সহিহ বুখারি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ শোধে টালবাহানা করা জুলুম।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

পৌষের হাটে তুমি বড়দের কাছ থেকে ৫০০ টাকা ভাংতি ধার নিয়েছিলে — খাতায় লিখেছিলে, ফেরত দিয়েছ তো? নবীজি ﷺ ঋণকে খুব গুরুত্ব দিতেন — এত যে, ঋণ রেখে মারা যাওয়া মানুষের জানাজা তিনি নিজে পড়াতে চাইতেন না যতক্ষণ কেউ ঋণ শোধের দায়িত্ব না নেয়। আর তিনি রোজ দোয়া করতেন ঋণের বোঝা থেকে আশ্রয় চেয়ে। ঋণ মন্দ নয় — ব্যবসায় মাঝে মাঝে ধার লাগে; মন্দ হলো ঋণ লিখে না রাখা, সময়ে শোধ না করা, আর পারলেও টালবাহানা। তুমি এ বছর খাতা রাখতে শিখেছ — ঋণের খাতাও তেমনই: কার কাছে কত, কবে ফেরত। আর সূরা তারিক বলে, প্রতিটি প্রাণের ওপর একজন রক্ষক আছে — তোমার ৩০টি ছানার প্রত্যেকটির ওপরেও। তুমি গড় বের করো দলের জন্য, কিন্তু আল্লাহ প্রত্যেকটিকে আলাদা চেনেন। তাই গড়ের নিচে পড়ে থাকা দুর্বল ছানাটিকে ভুলো না — গড় একটি সংখ্যা, কিন্তু প্রতিটি প্রাণ আলাদা আমানত।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ধার নিলে লিখে রাখি, সময়ে শোধ করি; শোধ করতে দেরি হলে আগে জানাই।
- গড়ের পেছনে প্রত্যেকটি প্রাণ আলাদা — দুর্বলটিকে খুঁজে বের করি।
- অলসতা ও ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই — শীতের ভোরে উঠতে ভারী লাগলেও মুরগির ঘর খুলি।
- নামাজ: যোহর সুন্নতসহ (৪+৪+২) একা পড়া; জুমায় সূরা কাহফ শোনা চলছে।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

average গড়	**worm** কৃমি / কেঁচো	**lice** উকুন	**lime** চুন
experiment পরীক্ষা	**result** ফল	**grow** বাড়া	**line** রেখা (ঝালাই)

The average weight is two hundred grams. গড় ওজন দুইশ গ্রাম।

We clean the house once a year. আমরা বছরে একবার ঘরটি পরিষ্কার করি।

The chicks with green food grow faster. সবুজ খাবার পাওয়া ছানারা দ্রুত বাড়ে।

খেলা

Listen and tell: «Every week I weigh my chicks. I add the weights and divide by the number of chicks. That is the average. I draw a line on paper. The line goes up — the chicks grow. One group eats green leaves and worms. They grow faster. That is my experiment.» প্রশ্ন: «What do I do every week?» «Which group grows faster?»। **Read it:** «The average.» «Line goes up.» «Green food wins.»। **So:** «The line goes up, so the chicks are growing.»

প্রযুক্তি: স্প্রেডশিট থেকে লাইন-চিত্র ৫%

১ ফোনের ছকে তিন কলাম: সপ্তাহ, দফা ১ গড়, দফা ২ গড় — চার সপ্তাহের সংখ্যা খাতা থেকে বসাও।

২ বড়রা «চিত্র» বোতাম দেখাবেন — লাইন-চিত্র বাছো; যন্ত্র দুটি রেখা আঁকবে। হাতে আঁকা রেখার পাশে ধরো — একই আকার?

৩ চিত্র দেখে তিন কথা: কোন সপ্তাহে রেখা সবচেয়ে খাড়া? কোন দফা ওপরে? কোথাও রেখা সমান — সেই সপ্তাহে কী হয়েছিল?

নিয়ম

ভুল সংখ্যা, ভুল রেখা — যন্ত্র তোমার সংখ্যার মতোই ভালো। আগে হাতে, পরে যন্ত্রে; চিত্র উত্তর নয়, প্রশ্নের শুরু। ১৫ মিনিট, বড়দের সাথে।

মাঘ — আমার খাতা

বাড়ের খাতা — চার সপ্তাহ

সপ্তাহ	দফা ১ গড় (গ্রাম)	দফা ২ গড় (গ্রাম)	সাধারণ দল গড়	শাক-কেঁচো দল গড়	সবচেয়ে হালকা ছানা

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] পাল্লা শূন্য করে ছানা ওজন করতে
- [ ] যোগ করে ভাগ করে গড় বের করতে
- [ ] ছক-কাটা কাগজে বাড়ের রেখা আঁকতে ও পড়তে
- [ ] একটি জিনিস বদলে খাবারের পরীক্ষা করতে
- [ ] কৃমি ও উকুনের লক্ষণ চিনে দেশি উপায় বলতে
- [ ] বার্ষিক পরিষ্কারের ধাপ বলতে (চুন বড়দের)

অভিভাবকের মন্তব্য

তোমার বাড়ের রেখাচিত্রটি এখানে ছোট করে আঁকো — দুই দফা, দুই রং।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ১১ · বসন্তকাল

ফাল্গুন

মুরগির নিচে হাঁসের ডিম — তৃতীয় দফা ও জাত বাছাই

মধ্য ফেব্রুয়ারি – মধ্য মার্চ
রবি শেষ · বীজ রাখার সময়

ফাল্গুন এলো — বসন্ত। শিমুল-পলাশে আগুন রং, আমের মুকুলে মৌমাছির গুঞ্জন, কোকিলের ডাক, দখিনা বাতাস। শীত গেছে, গরম আসেনি — পাখিদের জন্য বছরের সেরা সময়। তাই এ মাসে তৃতীয় দফা, আর এবার নতুন চমক: হাঁস ডিম পাড়ে ভালো, কিন্তু দেশি হাঁস ভালো মা নয় — তা দিতে বসে না, বসলেও ছেড়ে দেয়। তাহলে হাঁসের ছানা কীভাবে হয়? গ্রামের দাদি-নানিরা হাজার বছর ধরে জানেন: **মুরগির নিচে হাঁসের ডিম!** মুরগি ২৮ দিন বসে, ছানা ফুটে পানিতে নামে, আর মুরগি-মা পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকে।

আর এ মাসে বছরের বড় সিদ্ধান্ত: পুরো পাল থেকে আগামী বছরের **বাবা-মা** বাছাই — কাদের ডিম থেকে ছানা হবে, কারা জাত বাড়াবে। ঠিক যেমন ফাল্গুনে তুমি বীজ বাছো — এ বছর বীজ ব্যাংক ৩।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আলু, সরিষা, মসুর, পেঁয়াজ-রসুন তোলা; রবি ফসল থেকে বীজ রাখা
- আমের মুকুল; মৌমাছি; কাঁঠালের মুচি
- বোরো ধান বাড়ছে; সেচ চলছে
- হাঁস-মুরগির ছানা তোলার সেরা সময়; হাঁসের ডিম ভরা
- গরমের সবজির মাদা তৈরি; বীজের মেলা

এ মাসে আমি শিখব

- মুরগির নিচে হাঁসের ডিম বসিয়ে ২৮ দিনে হাঁসের ছানা ফোটাব
- পুরো পাল থেকে আগামী বছরের বাবা-মা বাছব; কার্ডে «জাত» ★
- দফা ১-এর প্রথম ডিম; তিন দফার তুলনা
- বীজ ব্যাংক ৩: শীতের সবজি ও শাক-বেডের বীজ; বীজ বিক্রি
- ২১ ও ২৮ দিনের তুলনা; তিন দফার মোট; বীজের রেজিস্টার

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **মুরগির নিচে হাঁসের ডিম; জাত বাছাই**
- **বীজ ব্যাংক ৩ ও বীজ বিক্রি**

প্রজেক্ট: মুরগির নিচে হাঁসের ডিম; জাত বাছাই খামার

কেন করব?

দেশি হাঁস বছরে অনেক ডিম দেয়, কিন্তু «কুঁচে» হয় কম — প্রকৃতি ওকে ডিম-পাড়ার জন্য বানিয়েছে, তা-দেওয়ার জন্য নয়। অন্যদিকে দেশি মুরগি দারুণ মা — যে ডিমই নিচে দাও, বসে থাকে। তাই গ্রামে হাঁসের ডিম মুরগির নিচে দেওয়া হয়। শুধু তিনটি তফাত: হাঁসের ডিম ফুটতে **২৮ দিন** (মুরগির ২১), ডিম বড় বলে মুরগির নিচে **৮–১০টির বেশি নয়**, আর হাঁসের ডিমে একটু **আর্দ্রতা** লাগে — শেষ সপ্তাহে ডিমে হালকা পানি ছিটানো। আর জাত বাছাই: যে পাখিদের ডিম থেকে ছানা নেবে, তারাই আগামী বছরের খামার — ভালো থেকে ভালো, এটাই দেশি জাত টিকিয়ে রাখার রাস্তা।

যা যা লাগবে

- ১৬–২০টি হাঁসের ডিম (ড্রেক আছে এমন পালের)
- ২টি কুঁচে মুরগি
- ২টি তা-ঘর, ছাই-খড়
- পানি ছিটানোর পাত্র
- টর্চ, ক্যালেন্ডার, খাতা
- হাঁসের ছানার ব্রুডার-সরঞ্জাম (আষাঢ়)
- সব পাখির কার্ড

ধাপে ধাপে কাজ

১. **হাঁসের ডিম বাছি:** মাঘ থেকে জমানো: বড় কিন্তু অতিকায় নয়, খোসা মসৃণ, পরিষ্কার, তাজা; পালে পুরুষ হাঁস (ড্রেক) আছে — নইলে ডিম অনুর্বর। পেনসিলে তারিখ। দুই মায়ের জন্য ৮–১০টি করে।

২. **দুই মা বসাই:** কার্তিক-পৌষের নিয়মে দুটি কুঁচে মুরগি আলাদা কোণে, একই সন্ধ্যায়। ক্যালেন্ডারে এবার **২৮ দিন** গুনে দাগ — দফা ১ ও ২-এর ২১-এর পাশে। মুরগি জানে না এগুলো হাঁসের ডিম — সে বসবে।

৩. **১০ম দিনে আলো:** হাঁসের ডিমের খোসা পুরু — টর্চে একটু কম দেখা যায়; অন্ধকার ঘরে, মোটা দিকে আলো। লাল জাল = ভালো; স্বচ্ছ = অনুর্বর (সরাও)। খাতায়।

৪. **শেষ সপ্তাহে পানি:** ২১তম দিন থেকে রোজ একবার, মা যখন নামে, ডিমগুলোতে হাতে কুসুম-গরম পানির হালকা ছিটা — প্রকৃতিতে হাঁস-মা ভেজা পালক নিয়ে ফেরে; মুরগি-মা শুকনো থাকে, তাই তুমি সাহায্য করো। বেশি ভেজানো নয়।

৫. **ফোটার দিন (২৭–২৮):** হাঁসের ছানা ধীরে বের হয় — এক দিন লাগতে পারে। সাহায্য নয়। ফুটলে গুনে খাতায়: বসানো, ভালো, ফুটল। মুরগি-মা প্রথমে অবাক হবে — ছানারা পানি খোঁজে, ওর মতো খুঁটে খায় না; তবু সে আগলাবে।

৬. **হাঁসের ছানা, মুরগি-মা:** আষাঢ়ের নিয়মে ব্রুডার-যত্ন (অগভীর পানি, নুড়ি, সেদ্ধ ভাত ৬ বার); মুরগি-মা ঝাঁপির নিচে ওদের সাথে — ও ওদের উষ্ণ রাখবে। তৃতীয় সপ্তাহে গামলায় পানি — মা পাড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাবে, ছানারা সাঁতার কাটবে! এটি দেখার মতো দৃশ্য — ছবি।

৭. **জাত বাছাই — বাবা-মা:** সব কার্ড টেবিলে; সারা বছরের তথ্য দেখো: ডিম, অসুখ, ফোটার হার, ছানা বাঁচানো, স্বভাব, ওজন। সেরা ৬–৮টি মুরগি, ২টি মোরগ, ৪–৫টি হাঁস ও ১টি ড্রেক — কার্ডে «জাত» ★। আগামী বছর ছানার ডিম শুধু এদের থেকে।

৮. **তিন দফার হিসাব:** তিন দফা তিন সারিতে: বসানো, ফুটল, এক মাসে বেঁচে। কোন দফা সেরা, কোন মৌসুম? আগামী বছরের সিদ্ধান্ত লেখো। এ মাসে দফা ১-এর প্রথম ডিমও আসতে পারে — কার্ডে বড় দিন!

মুরগির নিচে হাঁসের ডিম; জাত বাছাই খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- মুরগি-মা হাঁসের ডিমে বসে কি আলাদা কিছু করে? ২১ দিনের পর অস্থির হয়?
- হাঁসের ছানা আর মুরগির ছানা — মুরগি-মায়ের ডাকে কে আগে সাড়া দেয়?
- প্রথম গামলায় নামার দিন মা কী করে? ছানারা পানি থেকে উঠে মায়ের কাছে যায় কি?
- জাত-★ পাওয়া মুরগিদের মধ্যে মিল কী — রং? আকার? কার ছানা (মা একই)?
- দফা ১-এর প্রথম ডিম কোন মুরগির — সে কি দফার সবচেয়ে ভারী ছিল (মাঘের ওজন)?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- বসানোর তারিখ + ২৮ = ফোটার তারিখ; দফা ১-এ + ২১ ছিল — তফাত কত দিন?
- তিন দফা: বসানো ___+___+___ = ___; ফুটল ___+___+___ = ___; প্রতি ১০-এ হার কোন দফায় বেশি?
- জাত-★: মুরগি ___ + মোরগ ___ + হাঁস ___ + ড্রেক ___ = ___টি বাবা-মা; মোট পালের কত ভাগ?
- বৈশাখের লক্ষ্য: ২৫ মুরগি, ১০ হাঁস। এখন: মুরগি ___ (বড় + দফা ১ + দফা ২-এর মুরগি), হাঁস ___ + দফা ৩ ___ — লক্ষ্য পূর্ণ?

নিরাপত্তা

হাঁসের ছানার গামলা-পানি বড়দের সাথে; ডোবায় নয় — মুরগি-মা পানিতে পড়লে ডুবে যায়, ছানার সাথে তুমিও নামবে না। ডিমে পানি ছিটানো কুসুম গরম, বড়রা পানি দেবেন। মা-মুরগি হাঁসের ছানা নিয়ে বেশি আক্রমণাত্মক হতে পারে — ধীরে। বাকি নিয়ম আগের দফার মতো।

অভিভাবকের জন্য

মুরগির নিচে হাঁসের ডিম বাংলাদেশের গ্রামে প্রচলিত ও কার্যকর; ড্রেক ছাড়া হাঁসের ডিম অনুর্বর — পালে পুরুষ হাঁস না থাকলে প্রতিবেশীর পালে ড্রেক আছে এমন হাঁসের ডিম নিন। ২৮ দিন মুরগির জন্য লম্বা — দুর্বল মা মাঝপথে ছেড়ে দিতে পারে; সবচেয়ে ধৈর্যশীল মা বাছুন। জাত-বাছাই এ বছরের মূল «প্রজনন» পাঠ — শিশুর সিদ্ধান্ত কার্ডের তথ্যভিত্তিক হোক, প্রিয় পাখি নয়; নিকটাত্মীয় প্রজনন (ভাই-বোন) এড়াতে মোরগ মাঝে মাঝে বাইরে থেকে বদল — এটি ওস্তাদ খামারির সাথে আলোচনা করুন, বই ৭-এ বিস্তারিত।

প্রজেক্ট: বীজ ব্যাংক ৩ ও বীজ বিক্রি ফসল

তৃতীয় ফাল্গুন, তৃতীয় বীজ ব্যাংক। বই ১-এ শুকনো বীজ, বই ২-এ ভেজা ফলের বীজ — এ বছর দুটোই তোমার চেনা; নতুন কী? **বাছাই ও তালিকা**: পাখির জাত-বাছাইয়ের মতো বীজেও — সেরা গাছ থেকে, আর রেজিস্টারে কোন বীজ কত বছরের, কোনটি এ বছর নতুন করে নিতে হবে। আর বীজ এ বছর তোমার **পণ্য**: ছোট প্যাকেটে, সত্য লেবেলে, গত বছরের বীজের মেলার ক্রেতাদের কাছে।

যা করব

১ **সেরা গাছ বাছি (বীজের জন্য):** প্রতিটি সবজির বেডে সবচেয়ে সবল, রোগহীন, আগে-ফল-দেওয়া ২–৩টি গাছে সুতা বাঁধো — ওগুলো তোলা নয়, পাকতে দাও। লাল শাক, পালং, ধনিয়া, মুলা (ফুল আসতে দাও), শিম, টমেটো, বেগুন, মরিচ, আর শাক-বেডের ডাঁটা-হেলেঞ্চা।

২ **শুকনো ও ভেজা — দুই পদ্ধতি:** শিম-ধনিয়া-মুলা-শাক: গাছে পুরো শুকিয়ে, ঝেড়ে, রোদে, বয়ামে (বই ১)। টমেটো-বেগুন-মরিচ: পাকা ফল থেকে বীজ, ধুয়ে, শুকিয়ে (বই ২)। প্রতিটির গজানো-পরীক্ষা (১০ দানা) — ফল লেবেলে।

৩ **রেজিস্টার হালনাগাদ:** পরিশিষ্টের বীজ-রেজিস্টারে প্রতিটি বয়াম: ফসল, জাত, কত বছর ধরে নিজের (ধান ৩ বছর! শিম ৩ বছর), এ বছরের গজানোর হার। যে বীজ ১০-এ ৫-এর নিচে গজায় — আগামী বছর নতুন করে ওস্তাদ চাষির কাছ থেকে নিতে হবে; তালিকায় লেখো।

৪ **প্যাকেট ও সত্য লেবেল:** ছোট কাগজের খামে ২০–৩০টি করে বীজ। লেবেলে: ফসল ও জাত, সংগ্রহের মাস, গজানোর হার (১০-এ ৮), «দেশি, নিজের ফলানো», তোমার নাম। যা নয় তা লেখা নয় — গজানোর হার মাপা ছাড়া লিখবে না।

৫ **বীজ বিক্রি ও বদল:** গত বছরের বীজের মেলার ক্রেতা, বাঁধা ডিম-ক্রেতা, প্রতিবেশী — প্যাকেট দেখাও; দাম হাটের দেশি বীজের মতো। বদলও করো: তোমার টমেটো বীজ, ওঁর লাউ বীজ। আয়ের পাতায় «বীজ» সারি — ডিম ছাড়াও আয়!

৬ **গরমের মাদা:** ফাল্গুনের শেষে কলসি-সেচের মাদা তৈরি (গত চৈত্রের নিয়ম), লাউ-কুমড়া-ঝিঙা বোনো; আগামী বৈশাখে ফুল — চতুর্থ বছরের চক্র শুরু।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

বীজ ব্যাংক ৩ ও বীজ বিক্রি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- পাখির জাত-বাছাই আর বীজের গাছ-বাছাই — মিল কোথায়? দুটোতেই «সেরা থেকে সেরা» — কেন?
- তিন বছরের নিজের ধানের বীজ — প্রতি বছর বাছলে ধান কি ভালো হচ্ছে? ফলনের চিত্র কী বলে?
- কেউ তোমার বীজ কিনে গজাল না — তুমি কী করবে? লেবেলে গজানোর হার লেখার দাম কী?

নিরাপত্তা

বীজ মুখে নয় (বিশেষত মরিচ — চোখে হাত নয়); ছোট শিশুর নাগালের বাইরে বয়াম। বীজ শুকানো রোদে, কিন্তু তুমি ছায়ায়। কাঁচি বড়দের সামনে।

অভিভাবকের জন্য

তিন বছরের বীজ-ধারাবাহিকতা এখন দৃশ্যমান — রেজিস্টারের «কত বছর নিজের» কলামটি শিশুর গর্বের জায়গা; এটিই বই ৭ (বীজ ও নার্সারি)-এর ভিত্তি। প্রজনন-নির্বাচনের ধারণা পাখি ও বীজে একই মাসে — সংযোগটি জোরে বলুন। বীজ বিক্রি ছোট হলেও আয়ের দ্বিতীয় উৎস — চৈত্রের হিসাবে ডিম, মুরগি, বীজ, সবজি আলাদা সারিতে দেখান (বৈচিত্র্য = নিরাপত্তা)।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

ফাল্গুন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — হাঁসের ডিম, মুরগির নিচে

দিন ১	হাঁসের ডিম বাছি (ড্রেক আছে?); তারিখ; দুই মা ঠিক	☐
দিন ২	একই সন্ধ্যায় বসাই; ২৮ দিন গুনে দাগ — ২১-এর পাশে	☐
দিন ৩	সবজির বেডে বীজের জন্য সেরা গাছে সুতা	☐
দিন ৪	ডিমের দুই কলাম চলছে; দফা ১-এর ঝুঁটি দেখি	☐
দিন ৫	কার্ডগুলো গুছিয়ে টেবিলে — জাত-বাছাইয়ের প্রস্তুতি	☐

ইসলামি: সূরা আল-বুরুজ শোনা ও প্রথম ৯ আয়াত (গর্তের লোকেরা: ঈমানের জন্য আগুনে পোড়ানো মুমিনরা)। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দোয়া ঝালাই।

ইংরেজি: twenty-eight, days — «Duck eggs need twenty-eight days.»

প্রযুক্তি: ভয়েস টাইপিং: বড়দের ফোনে কি-বোর্ডের মাইক ছুঁয়ে বাংলায় বলা «দেশি টমেটো বীজ, ফাল্গুন» — লেখা ঠিক এলো কি?

সপ্তাহ ২ — জাত বাছাই

দিন ১	সব কার্ড দেখে সেরা মুরগি-মোরগ-হাঁস-ড্রেক বাছি; «জাত» তারা	☐
দিন ২	বড়দের সাথে তালিকা চূড়ান্ত; কারণ প্রতিটির পাশে	☐
দিন ৩	১০ম দিনে হাঁসের ডিম আলোয়; অনুর্বর সরাই	☐
দিন ৪	শিম-ধনিয়া-মুলার শুকনো বীজ ঝাড়ি, রোদে	☐
দিন ৫	টমেটো-বেগুন-মরিচের বীজ ভেজা পদ্ধতিতে	☐

ইসলামি: সূরা বুরুজ ১০ম–১৬শ আয়াত (তোমার রবের পাকড়াও কঠিন; তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়)। হাদিস: ইবরাহিম (আ.) ও চার পাখি (আয়াত)।

ইংরেজি: best, parent — «These are the parent birds.»

প্রযুক্তি: ভয়েস টাইপিংয়ে লেবেলের লেখা বলা → ভুল শব্দ হাতে ঠিক করা → প্রিন্ট বা হাতে নকল।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ফাল্গুন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — বীজের প্যাকেট

দিন ১	গজানো-পরীক্ষা (১০ দানা) প্রতিটির; হার লেবেলে	☐
দিন ২	রেজিস্টার হালনাগাদ: কত বছর নিজের; নতুন নিতে হবে কোনটি	☐
দিন ৩	প্যাকেট ও সত্য লেবেল; বিক্রি ও বদল শুরু	☐
দিন ৪	২১তম দিন থেকে হাঁসের ডিমে কুসুম-গরম পানির ছিটা	☐
দিন ৫	তিন দফার ছক: বসানো-ফুটল-বেঁচে (দফা ৩ অপেক্ষায়)	☐

ইসলামি: সূরা বুরুজ পুরোটা বড়দের সাথে। নামাজ: মাগরিব-এশা সুন্নত ও বিতরসহ একা।

ইংরেজি: seed, packet (ঝালাই) + label — «Read the label: ten in eight.»

প্রযুক্তি: লেবেলে গজানোর হার লিখতে ছকে «১০-এ কয়টি» কলাম; সবচেয়ে ভালো বীজ কোনটি?

সপ্তাহ ৪ — হাঁসের ছানা ফুটল

দিন ১	২৭–২৮ দিন: ফোটা; গুনি; মুরগি-মা ও হাঁসের ছানা ঝাঁপিতে	☐
দিন ২	আষাঢ়ের নিয়মে ব্রুডার-যত্ন; অগভীর পানি, নুড়ি	☐
দিন ৩	দফা ১-এর প্রথম ডিম? কার্ডে বড় দিন; লক্ষ্যের হিসাব	☐
দিন ৪	কলসি-মাদা তৈরি; লাউ-কুমড়া-ঝিঙা বুনি (চতুর্থ চক্র)	☐
দিন ৫	মাসের খাতা; বীজের আয়; তিন দফার সিদ্ধান্ত লিখি	☐

ইসলামি: সূরা বুরুজ একা বলা। মাসের দোয়া ঝালাই।

ইংরেজি: hatch (ঝালাই), swim + ঝালাই। «The hen is the mother of the ducklings!»

প্রযুক্তি: হাঁসের ছানা ও মুরগি-মায়ের ছবি; ভয়েস টাইপিংয়ে দুই লাইনের গল্প ছকের নোটে।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ফাল্গুন — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-বুরুজ

২২ আয়াত। নক্ষত্রখচিত আকাশের কসম — গর্তের লোকদের গল্প: যারা ঈমানের জন্য মুমিনদের আগুনে ফেলেছিল; আল্লাহ সব দেখেছেন। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের মালিক — যা চান তা-ই করেন।

এ মাসের দোয়া

ভোরে জেগে ওঠার দোয়া

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবিত করলেন, আর তাঁর কাছেই পুনরুত্থান। (সহিহ বুখারি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

ইবরাহিম (আ.) বললেন: «হে আমার রব! আমাকে দেখান, আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন।» আল্লাহ বললেন: «চারটি পাখি নাও, তাদের পোষ মানাও…» — তারপর তিনি ডাকলেন, আর তারা দৌড়ে এলো।

ভাবার্থ — সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬০

গল্প ও ভাবনা

ইবরাহিম (আ.) আল্লাহকে বলেছিলেন — আমার ঈমান আছে, কিন্তু মন শান্ত করতে দেখতে চাই, আপনি মৃতকে কীভাবে জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন: চারটি পাখি নাও, তাদের পোষ মানাও (যেন তারা তোমাকে চেনে), তারপর পাহাড়ে পাহাড়ে রেখে এসে ডাকো — তারা দৌড়ে আসবে। ইবরাহিম (আ.) তা-ই করলেন, আর পাখিরা উড়ে এলো তাঁর কাছে। ভাবো — আল্লাহ তাঁর বন্ধু ইবরাহিমকে পাখি পোষ মানাতে বললেন! তুমি আশ্বিনে হাঁসদের ডাক শিখিয়েছ — সন্ধ্যায় ডাকলে লাইন ধরে ফেরে। তুমি জানো পোষ মানানো মানে কী: রোজ একই যত্ন, একই ডাক, ধৈর্য। আর এ মাসে তুমি দেখেছ আরও বড় আশ্চর্য: একটি ডিম — ঠান্ডা, নিশ্চল, যেন পাথর — ২৮ দিন পর তার ভেতর থেকে একটি হাঁসের ছানা বেরিয়ে পানিতে সাঁতার কাটে! কে তাকে সাঁতার শেখাল? মুরগি-মা তো সাঁতার জানে না। যিনি ডিমের ভেতর প্রাণ দেন, তিনিই মৃতকে জীবিত করবেন — ইবরাহিম (আ.)-এর প্রশ্নের উত্তর তোমার খামারের ঝুড়িতে। সূরা বুরুজে আল্লাহ নিজেকে বলেছেন «ওয়াদুদ» — প্রেমময়। তিনি তোমার হাঁসের ছানাকে ভালোবেসে সাঁতার শিখিয়েছেন, তোমাকেও ভালোবাসেন।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ডিম থেকে ছানা, বীজ থেকে চারা — প্রতিবার অবাক হই, «সুবহানাল্লাহ» বলি; এটিই পুনরুত্থানের নিদর্শন।
- পোষ মানানো ধৈর্যের কাজ — প্রাণীকে, নিজের অভ্যাসকে; রোজ একই যত্ন।
- আল্লাহ ওয়াদুদ — প্রেমময়; আমিও প্রাণী ও মানুষের সাথে নরম।
- নামাজ: মাগরিব ও এশা সুন্নত-বিতরসহ একা পড়তে পারি। পাঁচ ওয়াক্ত সুন্নতসহ — এ মাসের লক্ষ্য।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

twenty-eight আটাশ	**parent** বাবা-মা	**best** সেরা (ঝালাই)	**label** লেবেল
packet প্যাকেট	**spring** বসন্ত	**flower** ফুল (ঝালাই)	**surprise** চমক / অবাক

Duck eggs need twenty-eight days.	হাঁসের ডিমে আটাশ দিন লাগে।
These are the parent birds for next year.	এরা আগামী বছরের বাবা-মা পাখি।
Read the label: ten in eight.	লেবেল পড়ো: দশে আট।

খেলা

Listen and tell: «It is spring. I put duck eggs under a hen. She sits for twenty-eight days. The ducklings hatch and swim in a bowl. The hen stands by the water and calls. What a surprise! I also choose the best birds. They are the parents for next year.» প্রশ্ন: «How many days?» «Who sits on the duck eggs?» «What do the ducklings do?»। **Read it:** «Twenty-eight days.» «The best birds.» «What a surprise!»। **My farm (শুরু):** চৈত্রের মেলার জন্য ৫–৬ বাক্যে নিজের খামারের কথা তৈরি শুরু — «My name is... I am eight. I have twenty hens and ten ducks...»

প্রযুক্তি: ভয়েস টাইপিং — বলে লেখা ৫%

১. বড়দের ফোনের কি-বোর্ডে মাইক্রোফোনের চিহ্ন ছোঁও, বাংলা বাছো, স্পষ্ট করে ধীরে বলো: «দেশি টমেটো বীজ। ফাল্গুন চৌদ্দশো... গজানোর হার দশে আট।» ফোন লিখে ফেলবে।

২. লেখাটি পড়ো — প্রতিটি শব্দ ঠিক এসেছে? ভুল শব্দ হাতে ঠিক করো। সংখ্যা ঠিক? এবার লেবেলের জন্য এই লেখা ব্যবহার করো — প্রিন্ট থাকলে প্রিন্ট, নইলে দেখে হাতে নকল।

৩. খেলা: একটি বাক্য খুব দ্রুত বলো, একটি খুব ধীরে, একটি শোরগোলে — কোনটি ঠিক আসে? যন্ত্র কখন ভুল শোনে? লেখার সময় তাই স্পষ্ট, ধীরে, শান্ত জায়গায়।

নিয়ম

বলে লেখা দ্রুত, কিন্তু যন্ত্র ভুল শোনে — পড়ে যাচাই ছাড়া লেবেল নয়। হাতে লেখার অভ্যাস থাকবেই — ভয়েস টাইপিং সাহায্য, বদলি নয়। ১৫ মিনিট, বড়দের সাথে।

ফাল্গুন — আমার খাতা

তিন দফা ও জাত-বাছাই

দফা (মাস)	বসানো	ফুটল	১ মাসে বেঁচে	দিন (২১/২৮)	জাত-তারা পাখি (সংখ্যা)

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] মুরগির নিচে হাঁসের ডিম বসিয়ে ২৮ দিনে ছানা ফোটাতে
- [ ] শেষ সপ্তাহে ডিমে পানি ছিটানোর কারণ বলতে
- [ ] কার্ডের তথ্য দেখে আগামী বছরের বাবা-মা পাখি বাছতে
- [ ] তিন দফার ছক করে কোন মৌসুম সেরা বলতে
- [ ] বীজ-রেজিস্টারে «কত বছর নিজের» ও গজানোর হার লিখতে
- [ ] সত্য লেবেলে বীজের প্যাকেট বানিয়ে বেচতে

অভিভাবকের মন্তব্য

মুরগি-মা পাড়ে দাঁড়িয়ে, আর হাঁসের ছানারা গামলায় সাঁতার কাটছে — এই দৃশ্য আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ১২ · বসন্তকাল

চৈত্র

মধ্য মার্চ – মধ্য এপ্রিল
খরিপ-১ এর প্রস্তুতি

গরমের প্রস্তুতি, খামারের বার্ষিক প্রতিবেদন

চৈত্রের খরা। দুপুরে লু হাওয়া, মাঠ ফাটা, পুকুরের পানি তলায়। গাছে আমের গুটি, কাঁঠালের মুচি। বছরের শেষ মাস — চৈত্র সংক্রান্তি, তারপর নতুন বছর, আর তোমার জন্য নতুন বই: **মাঠের চাষি**।

এক বছর আগে বৈশাখে তুমি খাতার প্রথম পাতায় লক্ষ্য লিখেছিলে: ২৫টি মুরগি, ১০টি হাঁস, সপ্তাহে এত ডিম। আজ পালটি গুনে দেখো। তোমার ১২ মাসের খাতা, কার্ডের গোছা, টিকার ক্যালেন্ডার, দাগ-চিত্র, রসিদ-বই — সব টেবিলে সাজাও। এ মাসে তুমি লিখবে তোমার খামারের **বার্ষিক প্রতিবেদন** — একজন সত্যিকারের খামারি যেমন লেখেন: কত ডিম, কত ছানা, কত মৃত্যু, কত আয়, কত খরচ, কত লাভ, কী শিখলাম, আগামী বছর কী। আর গরম আসছে — পাখিদের বাঁচানোর প্রস্তুতি সাথে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- গম, ডাল, পেঁয়াজ-রসুন তোলা শেষ; বোরো ধানে শিষ
- খরা, লু হাওয়া; পুকুর-খাল শুকনো; মাস শেষে কালবৈশাখী
- গরমের সবজি বোনা: লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, ঢেঁড়স, ডাঁটা
- গরমে মুরগি হাঁপায়, ডিম কমে; পানির কষ্ট
- চৈত্র সংক্রান্তির মেলা; নতুন বছরের প্রস্তুতি

এ মাসে আমি শিখব

- গরম থেকে খামার বাঁচানোর ব্যবস্থা করব — ছায়া, পানি, বাতাস
- ১২ মাসের ডিম, ছানা, মৃত্যু, বিক্রি যোগ করে বার্ষিক প্রতিবেদন লিখব
- দুই বছরের ডিমের দাগ-চিত্র পাশাপাশি তুলনা করব
- বছরের আয় − খরচ = লাভ; «যা ধরিনি» সহ
- খামার-মেলায় প্রতিবেদন বুঝিয়ে বলব; আগামী বছরের জমি চাইব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **গরমের প্রস্তুতি ও খামারের বার্ষিক প্রতিবেদন**
- **লাভ-ক্ষতি, খামার-মেলা ও আগামী বছরের জমি**

প্রজেক্ট: গরমের প্রস্তুতি ও খামারের বার্ষিক প্রতিবেদন খামার

কেন করব?

খামারি দুটি জিনিসে বড় হন: রোজকার খাতা আর বছরের প্রতিবেদন। খাতা বলে আজ কী হলো; প্রতিবেদন বলে বছরে কী হলো, আর কেন। প্রতিবেদন ছাড়া প্রতি বছর একই ভুল হয়: একই মাসে ছানা মরে, একই সময়ে খাবার ফুরায়, একই দফা খারাপ হয়। তোমার খাতায় ১২ মাসের সত্য সংখ্যা আছে — এখন সেগুলো থেকে গল্প বের করার পালা। আর চৈত্রের গরম: দেশি মুরগি ঠান্ডার চেয়ে গরমে বেশি ডিম কমায়, হাঁসের পানি লাগে, ছানা হিটস্ট্রোকে মরে — তাই প্রস্তুতি আগে।

যা যা লাগবে

- ১২ মাসের খাতা, কার্ড, টিকার ক্যালেন্ডার, রসিদ-বই
- গত বছরের ডিমের দাগ-চিত্র
- বড় কাগজ, ছক-কাটা কাগজ, রং
- ক্যালকুলেটর (বড়দের)
- ছাউনির খড়/চাটাই, বাড়তি পানির পাত্র

ধাপে ধাপে কাজ

১. **গরমের তিন ব্যবস্থা:** (১) **ছায়া**: চালে খড়/চাটাইয়ের দ্বিতীয় স্তর; উঠানে গাছতলায় চাটাই। (২) **পানি**: পাত্র দ্বিগুণ, দিনে চারবার, ছায়ায়; হাঁসের গামলা রোজ বদল। (৩) **বাতাস**: পর্দা তোলা, জানালা খোলা, ঘরে ভিড় কম। দুপুরে পাখি তাড়াবে না।

২. **১২ মাসের ডিম:** প্রতি মাসের মুরগির ডিম ও হাঁসের ডিম দুই সারিতে; যোগ — বছরের মোট মুরগির ডিম ___, হাঁসের ___, সব মিলিয়ে ___। ছক-কাটা কাগজে দাগ-চিত্র (১ ঘর = ২০ ডিম) দুই রঙে। পাশে গত বছরের চিত্র টাঙাও — এ বছর কত গুণ?

৩. **১২ মাসের পাল:** বৈশাখে ছিল ___; ফুটল ___; কিনেছি ___; বিক্রি ___; মারা গেছে ___ (কোন মাসে বেশি?); আজ আছে ___। যোগ-বিয়োগে মিলছে? না মিললে ভুল খোঁজো।

৪. **১২ মাসের খরচ:** খরচের পাতা থেকে মাসওয়ারি মোট; আলাদা সারিতে ভাগ: খাবার ___, টিকা-ওষুধ ___, ঘর-মেরামত ___, পাখি কেনা ___, অন্যান্য ___। কোনটি সবচেয়ে বড়? (খাবার হওয়ার কথা — জ্যৈষ্ঠে বলেছিলাম!)

৫. **১২ মাসের আয়:** আয়ের পাতা থেকে: ডিম ___, মুরগি-মোরগ বিক্রি ___, বীজ ___, সবজি ___, মাছ ___। মোট আয়। ডিমের আয় কত ভাগ?

৬. **লাভ — আর যা ধরিনি:** মোট আয় − মোট খরচ = বছরের লাভ ___ টাকা। নিচে «যা ধরিনি» (কার্তিকের তালিকা): ঘর, তোমার সময়, বাড়িতে খাওয়া ডিম-মুরগি, মারা যাওয়া পাখির দাম। বড়দের সাথে আন্দাজ করো — এগুলো ধরলে লাভ কত কমে? সত্য সংখ্যাটিই লেখো, সুন্দর সংখ্যাটি নয়।

৭. **প্রতিবেদন লিখি:** বড় কাগজে, শিরোনাম: «আমার খামারের বার্ষিক প্রতিবেদন ১৪..»। ঘর: (১) পাল: শুরু-শেষ; (২) ডিম: মোট, সেরা মাস, খারাপ মাস; (৩) ছানা: তিন দফা, হার; (৪) স্বাস্থ্য: টিকা দেওয়া হয়েছে ___বার, মৃত্যু ___, প্রধান কারণ; (৫) টাকা: আয়, খরচ, লাভ; (৬) শিখলাম — তিনটি সবচেয়ে বড় শিক্ষা; (৭) আগামী বছর — তিনটি বদল। ৫–৬ বাক্যের ছোট অনুচ্ছেদে লেখো, সংখ্যা ছকে।

৮. **লক্ষ্যের সাথে মিলাই:** বৈশাখের প্রথম পাতা খোলো। লক্ষ্য ছিল ___ মুরগি, ___ হাঁস, সপ্তাহে ___ ডিম। হলো ___, ___, ___। পূর্ণ হয়েছে? কোনটি হয়নি, কেন? প্রতিবেদনের শেষে এক লাইন: «আগামী বছরের লক্ষ্য: ___।»

গরমের প্রস্তুতি ও খামারের বার্ষিক প্রতিবেদন খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- দুপুরে কয়টি পাখি হাঁপায়? ছায়া বাড়ানোর পর কমল?
- দুই বছরের দাগ-চিত্রে কোন মাসে ডিম সবচেয়ে কম — দুই বছরেই কি একই মাস? কেন?
- মৃত্যুর খাতায় কোন মাসে বেশি — শীত, না বর্ষা, না গরম? আগামী বছর সেই মাসে কী করবে?
- খরচের সবচেয়ে বড় ভাগ খাবার — কোন মাসে সবচেয়ে কম (নাড়া-খেত?) — চিত্রে দেখো।
- তিন দফার মধ্যে সেরা কোনটি ছিল — আগামী বছর কয়টি দফা, কোন মাসে?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- বছরের মোট ডিম ___; গত বছর ___; এ বছর কত গুণ (ভাগ করে)? সপ্তাহে গড়ে কয়টি (÷ ৫২)?
- পাল: শুরু ___ + ফুটল ___ + কিনেছি ___ − বিক্রি ___ − মৃত্যু ___ = আজ ___ — মিলছে?
- মোট আয় ___ − মোট খরচ ___ = লাভ ___। লাভ ÷ ১২ = মাসে গড়ে কত?
- খাবারের খরচ ÷ বছরের মোট ডিম = এক ডিমের খাবার-খরচ (বছরের গড়) — কার্তিকের সংখ্যার সাথে মিলাও।

নিরাপত্তা

চৈত্রের দুপুরে বাইরে কাজ নয় — সকাল ৮টার আগে, বিকেল ৫টার পরে; টুপি, পানি, শরবত। চালে ছাউনি বড়রা। হিসাবের কাজ ঘরে, ছায়ায়। কালবৈশাখীর মেঘ দেখলে ঘরে। পাখিরা হাঁপালে ধরাধরি নয় — ছায়া ও পানি।

অভিভাবকের জন্য

বার্ষিক প্রতিবেদন এ বইয়ের চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ছকগুলো শিশু নিজে পূরণ করুক, যোগ-বিয়োগে ক্যালকুলেটর ও আপনি সাহায্য করবেন, তারপর সে মিলিয়ে দেখবে। পালের হিসাব না মিললে সেটিও পাঠ — কোথায় গোনা বাদ গেছে। «যা ধরিনি» অংশটি সততার পাঠ: লাভ ছোট দেখালেও সত্যটিই লিখতে দিন। প্রতিবেদনটি রেখে দিন — বই ৪-এর প্রথম পাতায় এটিই শুরু। গরমের ব্যবস্থা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বই ৪-এও চলবে।

প্রজেক্ট: লাভ-ক্ষতি, খামার-মেলা ও আগামী বছরের জমি বাজার ও ব্যবসা · দেশ থেকে বিদেশে

প্রতিবেদন তৈরি — এবার তা মানুষকে বোঝানোর পালা। গত বছর তুমি বছর-শেষের মেলায় নকশা-দাগ-চিত্র দেখিয়েছিলে; এ বছর মেলা হবে **খামার-মেলা**: অতিথিরা তোমার খামার ঘুরে দেখবেন, তুমি প্রতিবেদন বুঝিয়ে বলবে, ডিম-ছানা-বীজ বেচবে। আর সবশেষে আগামী বছরের প্রস্তুতি: «মাঠের চাষি» হতে চাই জমি — ওস্তাদ চাষির কাছে ১–২ শতক।

যা করব

১ **মেলার সাজ:** দেয়ালে: প্রতিবেদন, দুই বছরের ডিমের দাগ-চিত্র, মাঘের বাড়ের রেখা, টিকার ক্যালেন্ডার, খামারের চাকা। টেবিলে: হাঁস ও মুরগির ডিম (দামের বোর্ড), বীজের প্যাকেট, বাড়তি ছানা (বিক্রির), সবজি। রসিদ-বই, ভাংতি, মোবাইল নম্বর (বড়দের)।

২ **খামার-ভ্রমণ:** অতিথিদের লাইন ধরে ঘুরিয়ে দেখাও: মুরগির ঘর (কেন উঁচু, পার্চ, বাসা), হাঁসের ঘর, শাক-বেড, গাদা, তা-ঘর, ছাই-গোসলের পাত্র। প্রতি জায়গায় এক মিনিট — কী, কেন। ইংরেজিতেও ৫–৬ বাক্য (My farm)।

৩ **প্রতিবেদন বলি:** দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে ৫ মিনিট: লক্ষ্য কী ছিল, কী হলো, সেরা মাস, খারাপ মাস, কেন, আয়-খরচ-লাভ, তিন শিক্ষা, আগামী বছর। অতিথিদের প্রশ্ন নাও — এটাই আসল পরীক্ষা।

৪ **ডিম কোথায় যায় — দেশ থেকে বিদেশে:** বড়দের সাথে খোঁজো (অফিস, বই, ইন্টারনেট): বাংলাদেশে বছরে কত কোটি ডিম হয়? আমাদের দেশ কি ডিম-মুরগি বাইরে পাঠায়, না আনে? হালাল মাংস কোন কোন দেশে যায়? মানচিত্রে তীর আঁকো। বড় খামার → প্রক্রিয়াকরণ → বন্দর → জাহাজ → বিদেশ — এই শিকল তুমি বই ১০-এ হাতে-কলমে করবে; এখন শুধু জানা: তোমার উঠানের ডিম আর বিদেশে যাওয়া মাংস — একই পথের দুই মাথা।

৫ **আগামী বছরের জমি:** ওস্তাদ চাষির কাছে গিয়ে নিজের প্রতিবেদন দেখিয়ে বলো: «আগামী বছর আমি মাঠের চাষি হব — আপনার জমির এক-দুই শতক কি আমাকে দেবেন? ভাগে বা ভাড়ায়?» শর্ত কী হবে বড়দের সাথে লেখো: কত জমি, কত দিন, ফসলের কত ভাগ। এটিই তোমার প্রথম চুক্তি — কাগজে, দুই পক্ষের নাম, তারিখ।

৬ **সঞ্চয় ও পরিকল্পনা:** তিন কৌটা খুলে বছরের সঞ্চয় গোনো। আগামী বছর লাগবে: জমির ভাড়া/ভাগ, বীজ (নিজের আছে!), চাষের মজুরি, আর খামার চলবে — খাবার। তালিকা করে দেখো সঞ্চয়ে কুলায় কি না; না কুলালে কোনটি আগে।

৭ **শোকর ও সদকা:** মেলার আয় থেকে আগে সদকা। যাঁরা সাহায্য করেছেন — ওস্তাদ চাষি, প্রাণিসম্পদ অফিসের ভাই, বাঁধা ক্রেতারা, নাড়া-খেতের মালিক, বীজ দেন যিনি — প্রত্যেককে নিজে গিয়ে ধন্যবাদ ও একটি উপহার (ডিম, বীজ)।

লাভ-ক্ষতি, খামার-মেলা ও আগামী বছরের জমি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- অতিথি জিজ্ঞেস করলেন: «এত কষ্ট করে বছরে এই লাভ — কিনে খেলেই তো হতো!» তুমি কী উত্তর দেবে? লাভ ছাড়া আর কী পেলে?
- বিদেশে মুরগির মাংস পাঠাতে হলে কী কী লাগবে বলে মনে হয় — কাগজ, মান, ঠান্ডা রাখা, হালাল সনদ? কোনটি তুমি এখনই শিখেছ (সত্য লেবেল, টিকার রেকর্ড, রসিদ)?
- জমি ভাগে নিলে ফসলের অর্ধেক মালিকের — এটি কি ন্যায্য? জমি ছাড়া তুমি ফলাতে পারতে?

নিরাপত্তা

মেলায় অতিথিরা পাখি ধরতে চাইলে — না, দূর থেকে দেখা (রোগ ও ভয়)। মেলা ছায়ায়, বিকেলে। টাকা বড়দের জিম্মায়। ওস্তাদ চাষির সাথে চুক্তি বড়রা করবেন, তুমি সাক্ষী ও লেখক।

অভিভাবকের জন্য

মেলায় «নিজে বুঝিয়ে বলা» ও অতিথিদের প্রশ্নই প্রকৃত মূল্যায়ন — প্রাণিসম্পদ অফিসের কাউকে বা স্থানীয় খামারিকে আমন্ত্রণ জানান। আমদানি-রপ্তানি অংশ এখনো ধারণার স্তরে — সঠিক সংখ্যা সরকারি উৎস থেকে একসাথে খুঁজুন; বাংলাদেশ ডিম-মুরগিতে মূলত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সীমিত রপ্তানি করে — এটিই ভালো আলোচনার বিষয়। জমির চুক্তি (বর্গা/ভাড়া/ভাগ) শিশুর প্রথম লিখিত চুক্তি — সরল ভাষায়, দুই পক্ষের স্বাক্ষরে; বই ৪ এটি দিয়েই শুরু। খামার চলতে থাকবে — বই ৪-এ এটি «পটভূমির কাজ», রোজকার রুটিনে।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

চৈত্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — গরমের ব্যবস্থা ও ডিমের যোগ

দিন ১	চালে দ্বিতীয় ছাউনি (বড়রা); ছায়ায় চাটাই; পানির পাত্র দ্বিগুণ	☐
দিন ২	দুপুরে হাঁপানো পাখি গুনি; ব্যবস্থার পর আবার	☐
দিন ৩	১২ মাসের মুরগি ও হাঁসের ডিম দুই সারিতে; যোগ	☐
দিন ৪	দাগ-চিত্র দুই রঙে; গত বছরের চিত্র পাশে	☐
দিন ৫	১২ মাসের পালের হিসাব: শুরু + ফুটল + কিনেছি − বিক্রি − মৃত্যু	☐

ইসলামি: ঝালাই: এ বছরের ১০টি সূরা ও আয়াতুল কুরসি। সূরা মুলক শোনা শুরু (ঘুমের আগে)।

ইংরেজি: report, year (ঝালাই) — «This is my yearly report.»

প্রযুক্তি: সারা বছরের ছকে মাসওয়ারি মোট; বড়দের সাথে বছরের মোট (SUM) ও গড়।

সপ্তাহ ২ — টাকার হিসাব

দিন ১	খরচ ভাগে ভাগে যোগ: খাবার, টিকা, ঘর, পাখি, অন্য — কোনটি বড়?	☐
দিন ২	আয় ভাগে ভাগে: ডিম, মুরগি, বীজ, সবজি, মাছ	☐
দিন ৩	আয় − খরচ = লাভ; «যা ধরিনি» আন্দাজ বড়দের সাথে	☐
দিন ৪	বছরের গড় ডিম-খরচ; কার্তিকের সাথে মিলাই	☐
দিন ৫	কলসি-মাদার চারা দেখি; বেড ৪ বছরের নকশা হালনাগাদ	☐

ইসলামি: সূরা মুলক ১–১০ শোনা। হাদিস: «যে মানুষের শোকর করে না...» (গত বছরের) ঝালাই — ধন্যবাদের তালিকা।

ইংরেজি: income, expense — «Income minus expense is profit.»

প্রযুক্তি: ছকে খরচের পাঁচ ভাগ থেকে বড়দের সাথে পাই-চিত্র (গোল চিত্র) দেখা — কোন ভাগ সবচেয়ে বড়?

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

চৈত্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — প্রতিবেদন লিখি

দিন ১	বড় কাগজে সাত ঘরের প্রতিবেদন; ছক ও ছোট অনুচ্ছেদ	☐
দিন ২	লক্ষ্যের সাথে মিলাই; আগামী বছরের লক্ষ্য এক লাইনে	☐
দিন ৩	«ডিম কোথায় যায়» খুঁজি; মানচিত্রে তীর	☐
দিন ৪	My farm — ইংরেজি ৫–৬ বাক্য তৈরি ও অনুশীলন	☐
দিন ৫	মেলার নিমন্ত্রণ: অতিথির তালিকা, দিন-সময়	☐

ইসলামি: সূরা মুলক ১১–২০ শোনা। নামাজ: পাঁচ ওয়াক্ত সুন্নতসহ এক সপ্তাহ টানা — দাগ-খাতা।

ইংরেজি: export, import — «Bangladesh exports halal meat.»

প্রযুক্তি: বছরের সেরা ১২টি ছবি (মাসে একটি) বেছে «খামারির বছর» ছবি-প্রতিবেদন; নিচে এক লাইন করে।

সপ্তাহ ৪ — খামার-মেলা ও নতুন বছর

দিন ১	মেলা সাজাই; খামার-ভ্রমণ; প্রতিবেদন বলি; প্রশ্ন নিই; বেচাকেনা	☐
দিন ২	সদকা; সাহায্যকারীদের ধন্যবাদ ও উপহার	☐
দিন ৩	ওস্তাদ চাষির কাছে জমি: প্রতিবেদন দেখাই, চুক্তি লিখি (বড়রা)	☐
দিন ৪	সঞ্চয় গুনি; আগামী বছরের খরচের তালিকা	☐
দিন ৫	পরিশিষ্টের মূল্যায়ন; সনদ; শোকরের দোয়া; বই ৪-এর আভাস পড়ি	☐

ইসলামি: সব ঝালাই; সূরা মুলক ২১–৩০ শোনা। বছর-শেষের হিসাব: নিজের আমলের খাতা (গত বছরের মতো)।

ইংরেজি: thank you, next year + সারা বছরের শব্দ ঝালাই। «Thank you for coming to my farm!»

প্রযুক্তি: ছবি-প্রতিবেদন মেলায় দেখানো; অতিথিদের সামনে ফোনে নয় — কাগজের প্রতিবেদনই মূল।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

চৈত্র — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

ঝালাই ও সূরা মুলক (শোনা)

এ মাসে নতুন মুখস্থ নয় — এ বছরের ১০টি সূরা, আয়াতুল কুরসি ও আগের দুই বছরের ২২টি সূরা পাকা করা। সাথে সূরা আল-মুলক (৩০ আয়াত) ঘুমের আগে শোনা শুরু — নবীজি ﷺ রোজ রাতে পড়তেন; আগামী বছর মুখস্থ।

এ মাসের দোয়া

শোকরের দোয়া

আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা রাযাকতানা ওয়া কিনা আযাবান নার। — রাব্বি আওযি'নি আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতি আন'আমতা আলাইয়া।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যা রিজিক দিয়েছেন তাতে বরকত দিন, আর আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচান। — হে আমার রব! আমাকে সামর্থ্য দিন, যেন আপনার দেওয়া নিয়ামতের শোকর করি। (সূরা নামল: ১৯)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«যে ব্যক্তির দুটি দিন সমান, সে ক্ষতিগ্রস্ত» — অর্থাৎ আজ যদি গতকালের চেয়ে ভালো না হয়।

প্রসিদ্ধ উক্তি — সনদ দুর্বল; তবে অর্থটি কুরআন-হাদিসের শিক্ষার সাথে মিলে (সূরা আসর)

গল্প ও ভাবনা

সুলায়মান (আ.) ছিলেন রাজা ও নবী — পাখিদের ভাষা বুঝতেন। একদিন তিনি পাখিদের সারি দেখলেন, হুদহুদ পাখি নেই। তিনি বললেন: কোথায় হুদহুদ? সে এলে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হুদহুদ বলল — আমি এমন খবর এনেছি যা আপনি জানেন না: সাবা দেশের রানি ও তার লোকেরা সূর্যের পূজা করে। সুলায়মান (আ.) সেই খবর যাচাই করে চিঠি পাঠালেন, আর শেষে রানি ঈমান আনলেন (সূরা নামল)। ভাবো: রাজা সুলায়মান (আ.) পাখিদের **গুনতেন** — তুমিও রোজ সকাল-সন্ধ্যা গুনেছ, একটি কম হলে খুঁজেছ। তিনি হুদহুদের **খবর যাচাই** করেছেন — তুমি ফোনের তথ্য ওস্তাদ চাষির সাথে মিলিয়েছ। আর সব পেয়ে তিনি বলেছিলেন: «এ আমার রবের অনুগ্রহ — আমাকে পরীক্ষা করার জন্য, আমি শোকর করি না অকৃতজ্ঞ হই।» তোমার প্রতিবেদনে লাভের সংখ্যাটি আল্লাহর অনুগ্রহ — আর একটি পরীক্ষা: শোকর করবে, না ভাববে «আমি করেছি»? সুলায়মান (আ.)-এর দোয়াটি (সূরা নামল: ১৯) মেলার দিন পড়ো: «হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দিন যেন আপনার নিয়ামতের শোকর করি।» আর নিজের আমলের খাতাও মিলাও — এ বছর কয় ওয়াক্ত নামাজ সুন্নতসহ, কয়টি সূরা, কতবার সত্য, কতবার রাগ সামলানো। সেটিই আসল বার্ষিক প্রতিবেদন।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- বছরের শেষে দুই প্রতিবেদন — খামারের ও নিজের আমলের; দুটোই সত্য সংখ্যায়।
- লাভ আল্লাহর অনুগ্রহ ও পরীক্ষা — শোকর করি, অহংকার নয়; «আমি করেছি» নয়, «আল্লাহ করিয়েছেন»।
- সাহায্যকারী প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও দোয়া; সদকা আগে।
- নামাজ: পাঁচ ওয়াক্ত সুন্নতসহ, সময়মতো, কারও মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া — এ বছরের লক্ষ্য পূর্ণ।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

report প্রতিবেদন	**income** আয়	**expense** খরচ	**export** রপ্তানি
import আমদানি	**land** জমি	**goal** লক্ষ্য	**thank you** ধন্যবাদ

This is my yearly report. এটি আমার বার্ষিক প্রতিবেদন।

Income minus expense is profit. আয় বাদ খরচ = লাভ।

Next year I will farm the land. আগামী বছর আমি জমিতে চাষ করব।

খেলা

Listen and tell: «This year I had a farm with hens and ducks. I got many eggs and three batches of chicks. My income was more than my expense. I learned to count, weigh and write. Next year I will be a field farmer. Thank you for coming to my farm!» প্রশ্ন: «What did I get?» «What did I learn?» «What will I be next year?»। **My farm (মেলায় বলার জন্য):** «My name is ___. I am eight. This is my farm. I have ___ hens and ___ ducks. I sell eggs every week. Thank you!» — ৫–৬ বাক্য, অতিথিদের সামনে।

প্রযুক্তি: «খামারির বছর» — ছবি-প্রতিবেদন ৫%

১. সারা বছরের ছবি থেকে মাসে একটি করে ১২টি বাছো: বৈশাখের ঘর, জ্যৈষ্ঠের খাবার মেশানো, আষাঢ়ের হাঁসের বাচ্চা, শ্রাবণের টিকা, ভাদ্রের রিং, আশ্বিনের হাঁসের লাইন, কার্তিকের ছানা, অগ্রহায়ণের প্রথম হাঁসের ডিম, পৌষের দোকান, মাঘের রেখাচিত্র, ফাল্গুনের সাঁতার, চৈত্রের প্রতিবেদন।

২. বড়দের সাথে ফোনে ১২টি ছবি পরপর সাজাও (স্লাইড-শো বা কোলাজ); প্রতিটির নিচে এক লাইন — তুমি বলবে, ভয়েস টাইপিংয়ে লেখা হবে, তুমি যাচাই করবে।

৩. মেলায় প্রতিবেদন বলার পর অতিথিদের ছবিগুলো দেখাও — কিন্তু কাগজের প্রতিবেদনই মূল; ছবি সাহায্য। মেলার পর ফোন ফেরত; ছবিগুলো বড়রা সংরক্ষণ করবেন — আগামী বছর তুলনার জন্য।

নিয়ম

সারা বছরের ছবি একটি জায়গায় রাখা বড়দের কাজ; তোমার কাজ বাছাই ও বলা। মেলায় ফোন হাতে নিয়ে ঘোরা নয় — অতিথির চোখে চোখ রেখে কথা। ফোন দিনে ১৫ মিনিট — এ নিয়ম আগামী বছরও।

চৈত্র — আমার খাতা

আমার খামারের বার্ষিক প্রতিবেদন (সংক্ষেপ)

বিষয়	বৈশাখে / লক্ষ্য	চৈত্রে / হলো

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] গরম থেকে খামার বাঁচানোর তিন ব্যবস্থা করতে
- [ ] ১২ মাসের ডিম-পাল-আয়-খরচ যোগ করে প্রতিবেদন লিখতে
- [ ] দুই বছরের দাগ-চিত্র তুলনা করে সেরা-খারাপ মাস ও কারণ বলতে
- [ ] আয় − খরচ = লাভ এবং «যা ধরিনি» বোঝাতে
- [ ] অতিথিদের সামনে খামার ঘুরিয়ে দেখিয়ে প্রতিবেদন বলতে
- [ ] আগামী বছরের জমির চুক্তি লিখতে সাহায্য করতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

পরিশিষ্ট ১ — বছর শেষের মূল্যায়ন হাতের কাজ

চৈত্রের শেষ সপ্তাহে শিশুকে পাশে বসিয়ে প্রতিটি দক্ষতা নিয়ে কথা বলুন, সম্ভব হলে করে দেখাতে বলুন, কার্ড ও খাতার প্রমাণ দেখুন — তারপর একটি ঘরে টিক দিন। «আরও চর্চা» ব্যর্থতা নয়; খামার আগামী বছরও চলবে, সেখানে আবার হবে।

দক্ষতা	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
পালের সংখ্যা থেকে ঘরের মাপ হিসাব করে নকশা আঁকা ও ঘর তৈরিতে সাহায্য			
দেশি উপকরণে খাবার মেশানো, কেজির দাম বের করা, মেপে খাওয়ানো			
হাঁসের বাচ্চা বাছাই, ব্রুডারে উষ্ণ-শুকনো রাখা, ধাপে ধাপে পানিতে নামানো			
চার রোগের লক্ষণ চেনা; টিকার বার্ষিক ক্যালেন্ডার বানানো ও মানা			
রোজকার এক-নজর স্বাস্থ্য পরীক্ষা; সন্দেহে আলাদা করা; মৃত্যুর খাতা			
প্রতি পাখির চিহ্ন ও কার্ড; ডিম-পাড়া মুরগি ও ভালো মোরগ চেনা			
রাখব-বেচব-দেখব তালিকা; জাত-বাছাই (আগামী বছরের বাবা-মা)			
হাঁস চরানো: পথ, ডাক, গোনা; নাড়া-খেতে চরানো			
তিন মা একসাথে বসিয়ে দফায় ছানা তোলা; আলোয় পরীক্ষা; ফোটার হার			
মুরগির নিচে হাঁসের ডিম (২৮ দিন)			
ছানার সাপ্তাহিক ওজন, গড়, বাড়ের রেখা; খাবারের পরীক্ষা			
কৃমি-উকুন দমন (ছাই, নিম); বার্ষিক পরিষ্কার (চুন বড়দের)			
শীত ও গরম থেকে খামার বাঁচানোর ব্যবস্থা (আগুন ছাড়া)			
বিষ্ঠা-কম্পোস্ট চেনা ও কম মাত্রায় ব্যবহার; শাক-বেড			
পালা বদলের নকশা ধরে বাগান; বীজ ব্যাংক ৩ ও সত্য লেবেলে বীজ বিক্রি			
তৃতীয় বছরের ধান: বীজ থেকে কাটা; খড়-খুদ-কুঁড়া-তুষ আলাদা			
হাঁস-মাছের সম্পর্ক (বোতল-পরীক্ষা); শীতে মাছ ধরা, বাছাই, ওজন			
নিয়মিত ক্রেতাকে ঠিক দিনে ডিম; আয়-খরচ দুই পাতা; এক ডিমের খরচ (ভাগ)			
ওজনে বিক্রি, দরদাম, দুই কপির রসিদ; দামের বোর্ড; ভাংতি ১০০০ পর্যন্ত			
বার্ষিক প্রতিবেদন লেখা ও মেলায় বুঝিয়ে বলা; জমির চুক্তিতে সাহায্য			

পরিশিষ্ট ২ — বছর শেষের মূল্যায়ন জ্ঞান ও আচরণ

ইসলামি জ্ঞান (১০%)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
আয়াতুল কুরসি ও এ বছরের ১০টি সূরার অন্তত ৮টি মুখস্থ; আগের ২২টি মনে আছে			
কুরআন দেখে সাবলীল পড়া (নাজেরা); সূরা মুলক শোনা			
সুন্নত ও বিতরসহ পাঁচ ওয়াক্ত নিজে; দোয়া মাসুরা; জুমার আদব			
এ বছরের ১২টি দোয়া ও ১২টি হাদিস/আয়াতের মর্ম বলা			

ABC ইংরেজি (৫%)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
৬ বাক্যের গল্প শুনে প্রশ্নের উত্তর; because/so দিয়ে বাক্য			
নিজের খামারের কথা ৫–৬ বাক্যে বলা (My farm)			
তিন বছরের প্রায় ২৫০ শব্দ শুনে বোঝা; ছোট বাক্য দেখে পড়া; ১–১০০ ইংরেজিতে			

প্রযুক্তি (৫%)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
স্প্রেডশিটে নিজে ছক ভরা; যোগ-গড়-চিত্র বড়দের সাথে; হাতে যাচাই			
ক্যালকুলেটরে ভাগ; ক্যালেন্ডার-রিমাইন্ডার; পাল্লা শূন্য করা; হেল্পলাইনে প্রশ্ন			
ইন্টারনেটের তথ্য মানুষ ও নিজের খাতার সাথে মিলানো; মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নিয়ম			

123 গণিত ও লেখা (কাজের ভেতরে)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা; ২–১০-এর নামতা; গুণ ও ভাগ			
গড় (যোগ ÷ সংখ্যা); দাগ-চিত্র ও রেখাচিত্র আঁকা-পড়া			
১০০০ টাকার ওপরে হিসাব; ভাংতি; ওজন × দাম; আয় − খরচ = লাভ			
ঘড়িতে মিনিট; ক্যালেন্ডারে ২১-২৮ দিন; কেজি-গ্রাম, লিটার, মিটার-সেমি			
৫–৬ বাক্যের অনুচ্ছেদ; প্রতিবেদন; রসিদ; সত্য লেবেল			

★ খামারির স্বভাব	প্রায়ই	মাঝে মাঝে	আরও চর্চা
প্রাণীর যত্নে একদিনও অবহেলা নয়; প্রাণীকে কষ্ট দেয় না			
ওজনে ঠিক, লেবেলে সত্য, ধার সময়ে শোধ; দাম কম পেলেও ধোঁকা নয়			
ক্ষতিতে কারণ খোঁজা; প্রতিবেশীর হক; আয় থেকে আগে সদকা; শোকর			

পরিশিষ্ট ৩ — সূরা ও দোয়ার তালিকা

বড়দের সাথে বলতে পারলে «সাথে পারি» ঘরে তারিখ, একা পারলে «একা পারি» ঘরে। উচ্চারণ অবশ্যই শুদ্ধ তিলাওয়াত-জানা শিক্ষকের কাছে মিলিয়ে নিন — বাংলা উচ্চারণ শুধু মনে রাখার সহায়ক।

মাস	সূরা	দোয়া	সাথে পারি	একা পারি
বৈশাখ	আয়াতুল কুরসি (পূর্ণ)	ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া		
জ্যৈষ্ঠ	সূরা আশ-শামস	খাবারের দোয়া		
আষাঢ়	সূরা আল-লাইল	বৃষ্টির সময়ের দোয়া		
শ্রাবণ	সূরা আল-আলাক (পূর্ণ)	অসুস্থকে দেখতে গিয়ে দোয়া		
ভাদ্র	সূরা আল-বালাদ	বাজারে ঢোকার দোয়া		
আশ্বিন	সূরা আল-ফাজর (১–২০)	সকালের যিকির		
কার্তিক	সূরা আল-ফাজর (পূর্ণ)	কষ্ট বা ক্ষতির সময়ের দোয়া		
অগ্রহায়ণ	সূরা আল-গাশিয়াহ	মোরগের ডাক শুনে		
পৌষ	সূরা আল-আ'লা	রোগ থেকে আশ্রয়ের দোয়া		
মাঘ	সূরা আত-তারিক	ঋণ থেকে আশ্রয়ের দোয়া		
ফাল্গুন	সূরা আল-বুরুজ	ভোরে জেগে ওঠার দোয়া		
চৈত্র	ঝালাই ও সূরা মুলক (শোনা)	শোকরের দোয়া		

নামাজ: সুন্নতসহ পাঁচ ওয়াক্ত (সারা বছর)

- **বৈশাখ – আষাঢ়:** ফজরের ২, যোহরের আগে ৪ ও পরে ২ রাকাত সুন্নত যোগ।
- **শ্রাবণ – ভাদ্র:** মাগরিব ও এশার ২ রাকাত সুন্নত; বিতর শোনা।
- **আশ্বিন – পৌষ:** বিতর ৩ রাকাত, দোয়া কুনুত শোনা; জুমার গোসল ও আদব; দোয়া মাসুরা।
- **মাঘ – চৈত্র:** প্রতিটি ওয়াক্ত সুন্নতসহ একা; সময়মতো, মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া; সূরা কাহফ ও মুলক শোনা।

অভিভাবকের জন্য

নবীজি ﷺ সাত বছর বয়সে সন্তানকে নামাজের আদেশ দিতে বলেছেন (আবু দাউদ)। আট বছরে এ বছর ফরজের সাথে সুন্নত ও বিতর যোগ হলো — এখনো ভালোবাসা দিয়ে; আপনার নামাজই তার বড় পাঠ। রমজানে ইসলামি অংশ বাড়িয়ে দিন: ছোট রোজা-চর্চা, ইফতার সাজানো, তারাবিতে কিছুক্ষণ দাঁড়ানো, ফিতরা নিজ হাতে দেওয়া।

ABC পরিশিষ্ট ৪ — My Word Bank সারা বছরের ইংরেজি শব্দ

প্রতি মাসের শেষে আগের সব মাসের শব্দ একবার ঝালাই করুন। নিয়ম একটাই: **জিনিস দেখিয়ে শব্দ, শব্দ শুনে জিনিস।** এ বছর যোগ হলো: ৬ বাক্যের গল্প, ছোট বাক্য দেখে পড়া (Read it), because/so, আর নিজের খামারের কথা বলা (My farm)। বানান মুখস্থ নয়। শিশু যে শব্দ নিজে থেকে বলতে পারে, তার নিচে দাগ দিন।

মাস	Words
বৈশাখ	farm, house, roof, door, window, count, feed, water
জ্যৈষ্ঠ	food, mix, gram, buy, sell, price, customer, hot
আষাঢ়	duck, duckling, warm, cold, swim, pond, snail, wet
শ্রাবণ	vaccine, doctor, needle, calendar, month, separate, disease, safe
ভাদ্র	weigh, kilo, receipt, choose, keep, old, young, market
আশ্বিন	walk, line, afternoon, repair, winter, compost, smell, neighbour
কার্তিক	hatch, batch, cost, profit, light, dark, divide, each
অগ্রহায়ণ	field, straw, first, big, husk, rice, waste, nothing
পৌষ	fog, board, change, second, fire, never, curtain, mobile
মাঘ	average, worm, lice, lime, experiment, result, grow, line
ফাল্গুন	twenty-eight, parent, best, label, packet, spring, flower, surprise
চৈত্র	report, income, expense, export, import, land, goal, thank you

সারা বছরের ছড়া ও গান (শুনে শুনে)

আগের ছড়া ঝালাই · Numbers song (1–100) · The wheels on the bus · If you're happy and you know it · Hickory dickory dock · Months of the year (ঝালাই)

অভিভাবকের জন্য — গ্রামার ছাড়া ইংরেজি

শিশু মাতৃভাষা যেভাবে শেখে — আগে শোনে, তারপর বলে, অনেক পরে পড়ে ও লেখে — ইংরেজিও সেভাবেই। ভুল বাক্য শুধরে দেওয়ার দরকার নেই; আপনি সঠিকটি স্বাভাবিকভাবে আবার বলুন। আপনার নিজের উচ্চারণ নিয়ে সংশয় থাকলে ফোনে শব্দটির উচ্চারণ শুনিয়ে নিন। রোজ ১০ মিনিট, কাজের মাঝখানে, খেলার ছলে — এটুকুই যথেষ্ট।

পরিশিষ্ট ৫ — আমার বীজ ব্যাংকের রেজিস্টার

বীজ ব্যাংকের প্রতিটি বয়ামের জন্য একটি সারি। আগামী বছর এই পাতা দেখেই ঠিক হবে — কোন বীজ আছে, কোনটি জোগাড় করতে হবে। কাউকে বীজ দিলে বা কারও কাছ থেকে পেলে তা-ও লিখে রাখুন।

নং	ফসল ও জাতের নাম	কোথা থেকে পেলাম	সংগ্রহের তারিখ	১০-এ কয়টি গজায়	কাকে দিলাম
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					

বীজ রাখার তিন সূত্র

১. পুরো পাকা — গাছেই পাকতে দাও। **২. পুরো শুকনো** — দাঁতে কাটলে «কট»। **৩. বাতাস-বন্ধ পাত্র** — শুকনো বয়াম, নিম পাতা, শক্ত ঢাকনা, ঠান্ডা অন্ধকার তাক।

তোমার সবচেয়ে প্রিয় বীজটি বড় করে আঁকো।

পরিশিষ্ট ৬ — আমার আয় ও সঞ্চয়ের খাতা

প্রতি মাসের শেষে সেই মাসের মোট আয়, সদকা ও খরচ এক সারিতে লিখুন (বিস্তারিত থাকবে আলাদা হিসাবের খাতায়)। বারো সারি পূর্ণ হলে চৈত্রে বার্ষিক যোগফল।

তারিখ	কীভাবে পেলাম / কীসে দিলাম	পেলাম (+)	সদকা	খরচ (−)	ব্যাংকে আছে

তিন কৌটার নিয়ম

যা-ই আয় হোক, আগে তিন ভাগ: **সঞ্চয়** (আগামীর বীজ ও যন্ত্রের জন্য) · **সদকা** (আল্লাহর জন্য, অভাবীর জন্য) · **খরচ** (নিজের দরকার ও শখ)।

অভিভাবকের জন্য

এ বছর «এক ডিমের খরচ» ও বার্ষিক লাভ-ক্ষতি এসেছে, সাথে «যা ধরিনি» তালিকা (ঘর, শ্রম, বাড়িতে খাওয়া, মৃত্যু) — পূর্ণাঙ্গ খরচ-হিসাব বই ৮-এ। বছর শেষে সঞ্চয়ের টাকা আগামী বছরের (মাঠের চাষি) জমির ভাগ/ভাড়া ও চাষের খরচে — আর খামার চলতে থাকবে, তার খরচ ডিমের আয় থেকে।

★ পরিশিষ্ট ৭ — আমার খামারি-বছরের সেরা স্মৃতি

পুরো বছরের দিকে ফিরে তাকাও। নিচের কথাগুলো বড়দের বলো; তাঁরা লিখে দেবেন, অথবা তুমি নিজেই লেখো।

আমার সবচেয়ে প্রিয় প্রজেক্ট _____

সবচেয়ে কঠিন লেগেছে _____

সবচেয়ে ভালো যে দফা বা যে পাখি _____

যেটি নষ্ট হয়েছে, আর তা থেকে যা শিখেছি _____

আমার প্রিয় পশু বা পাখি ও তার নাম _____

আমার প্রিয় সূরা _____

আমার প্রিয় ইংরেজি শব্দ _____

বছর শেষে মাটির ব্যাংকে জমেছে _____

আগামী বছর আমি যা ফলাতে চাই _____

বড় হয়ে আমি যা হতে চাই _____

✎ বছরের শুরুতে আমি (ছবি আঁকো বা লাগাও)

✎ বছরের শেষে আমি — আমার ফসলসহ

পরিশিষ্ট ৮ — দরকারি যোগাযোগ

খামারে সমস্যা হলে অনুমান নয় — জিজ্ঞেস করুন। নিচের সরকারি সেবাগুলো চাষিদের জন্য। শিশুকে সাথে নিয়ে একবার ফোন করুন বা অফিসে যান, যেন সে জানে সাহায্য কোথায় পাওয়া যায়।

সেবা	নম্বর	কখন দরকার
কৃষি কল সেন্টার	**১৬১২৩**	ফসল, বীজ, পোকা-রোগ, সার বিষয়ে পরামর্শ
প্রাণিসম্পদ সেবা	**১৬৩৫৮**	গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগির রোগ, টিকা
মৎস্য পরামর্শ সেবা	**১৬১২৬**	মাছ চাষ ও পুকুরের সমস্যা
জাতীয় জরুরি সেবা	**৯৯৯**	দুর্ঘটনা, আগুন, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ
স্বাস্থ্য বাতায়ন	**১৬২৬৩**	স্বাস্থ্য পরামর্শ, সাপে কাটা, জরুরি চিকিৎসা

* নম্বরগুলো সময়ের সাথে বদলাতে পারে — ব্যবহারের আগে একবার যাচাই করে নিন।

আমাদের এলাকার যোগাযোগ (নিজেরা লিখুন)

কে	নাম	ফোন
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (ব্লক)		
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস / পশু চিকিৎসক		
উপজেলা মৎস্য অফিস		
আমার «ওস্তাদ চাষি»		
দেশি বীজ দেন যিনি		
কুরআন শিক্ষক / ইমাম সাহেব		
নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্র		

নোট

কৃষি উদ্যোক্তা হোমস্কুলিং সিরিজ

সনদ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে

_____

বাংলা ..... সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত পুরো এক বছর
দেশি মুরগি ও হাঁসের একটি ছোট খামার নিজের ব্যবস্থাপনায় চালিয়ে, মাপে ঘর বানিয়ে, নিজের খাবার মিশিয়ে,
টিকার ক্যালেন্ডার মেনে, তিন দফায় ছানা তুলে, প্রতিটি পাখির কার্ড ও মৃত্যুর খাতা রেখে,
নিয়মিত ক্রেতার কাছে সততার সাথে ডিম বেচে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন লিখে

«হাঁস-মুরগির খামারি»

উপাধি অর্জন করেছে এবং **বই ৩ — ছোট খামার, নিয়মিত আয়** সফলভাবে শেষ করেছে।
আল্লাহ তার জ্ঞান, রিজিক ও আমলে বরকত দিন। আমিন।

মায়ের স্বাক্ষর	বাবার স্বাক্ষর	ওস্তাদ চাষির স্বাক্ষর

তারিখ: .....

➡ এরপর — বই ৪: মাঠের চাষি বয়স ৯

অভিনন্দন, খামারি! এ বছর তুমি একটি সত্যিকারের খামার চালিয়েছ — ঘর থেকে প্রতিবেদন পর্যন্ত — আর নিয়মিত আয় এনেছ। আগামী বছর তুমি উঠান ছেড়ে **মাঠে** নামবে: ওস্তাদ চাষির কাছ থেকে চাওয়া ১–২ শতক জমিতে পুরো মৌসুমের চাষ — ধান, ডাল, তেলবীজ, মসলা।

বই ৪-এ যা থাকবে

- ১–২ শতক জমি: চুক্তি, মাটি চেনা, চাষ, সেচ-নিকাশ
- আমন ও বোরো ধান পুরো মৌসুম; শতকে ফলন ও খরচের হিসাব
- ডাল (মসুর, মুগ), সরিষা, মসলা (পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, মরিচ) — পালা করে
- দেশি জাতের বীজ উৎপাদন বড় পরিসরে; চাষির সাথে ভাগের হিসাব
- খামার চলবে «পটভূমিতে»: রোজকার রুটিন, দফা, বিক্রি — সংক্ষিপ্ত খাতায়
- দশমিক ও ভগ্নাংশ, শতক-বিঘা-একর, শতকরা হার, মৌসুমের লাভ-ক্ষতি

সাথে থাকবে

- কুরআন: সূরা মুলক মুখস্থ, আমপারার বাকি সূরা; তাজবিদের শুরু
- নামাজ: সময়মতো, সুন্নতসহ, কাজা না রাখা; রোজা পুরো মাস
- English: ছোট অনুচ্ছেদ পড়া ও বলা; কৃষি কর্মকর্তার সাথে সহজ কথা
- প্রযুক্তি: আবহাওয়া ও সেচের হিসাব, কৃষি অ্যাপ, সহজ স্প্রেডশিট নিজে

এই বই থেকে বই ৪-এ যা সাথে যাবে

- চলমান **খামার** ও তার বার্ষিক প্রতিবেদন, কার্ড, **টিকার ক্যালেন্ডার**, মৃত্যুর খাতা
- **নিয়মিত ক্রেতা** ও সাপ্তাহিক ডিমের আয়; রসিদ-বই; দামের খাতা
- খামারের **সার** ও বাগানের পালা বদল; **বীজ ব্যাংক ৩** ও তিন বছরের নিজের ধান-বীজ
- হাঁস চরানোর পথ ও নাড়া-খেতের সম্পর্ক — আগামী বছর নিজের খেতে
- ওস্তাদ চাষির সাথে **জমির চুক্তি** ও তিন কৌটার **সঞ্চয়**
- গড়, ভাগ, রেখাচিত্র ও প্রতিবেদন লেখার দক্ষতা

শেষ কথা

«তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।» এ বছর ত্রিশটি প্রাণ তোমার দায়িত্বে ছিল — তুমি তাদের খাইয়েছ, বাঁচিয়েছ, গুনেছ। আগামী বছর দায়িত্ব আরও বড়: একটি মাঠ। এভাবেই এগিয়ে চলো।